চুক্তি আইন

অংশীদারী আইন

পণ্যবিক্রয় আইন

শ্রীমণীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম. এ,
অধ্যক্ষ, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা।

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
২১১।১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শাখা ঃ
৪৪, জনস্টনগঞ্জ
এলাহাবাদ-৩

অশোক রাজপথ
পাটনা-৪

প্রথম মুদ্রণ জুন, ১৯৬৪

শ্রীজানকীনাথ বসু কর্তৃক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপরিমলকুমার বসু কর্তৃক বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

চুক্তি আইন ইতিপূর্বে "আর্থিক প্রসংগ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়; এখন অংশীদারী আইন ও পণ্যবিক্রয় আইনের সহিত যুক্ত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক প্রণয়নে প্রতি ক্ষেত্রেই পরিভাষার অসুবিধা বোধ করিয়াছি। পশ্চিমবংগ সরকারেব প্রকাশিত পরিভাষা সর্বত্র নির্বিচারে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই, এবং উহা আইনের পুস্তক রচনার পক্ষে পর্যাপ্তও নহে। বাধ্য হইয়া, পণ (Consideration), নিষ্ফল (Void), উপচুক্তি (Quasi Contract), ইত্যাদি পরিভাষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। এগুলি ত্রুটিহীন এরূপ দাবি করি না, তবে ইহাদ্বারা কাজ আরম্ভ করিলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি পড়িবে এবং ইহার সংস্কার হইবে এইরূপ আশা পোষণ করি।

বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা, সমালোচনা, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে T R. Desai কৃত Contract Act, M. C. Shukla কৃত Mercantile Law এবং Sen and Mitra কৃত Commercial Law হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সহকর্মীদের নিকট হইতে যে সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি সেজন্য তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষরূপে ঋণী।

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করা এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য; সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা বর্জন করা হইয়াছে এবং বিষয়বস্তু যাহাতে সহজবোধ্য হয় সেই দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

ব্যবহারশাস্ত্র জটিল; আইনের ধারার ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণের মধ্যেও মতদ্বৈত ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রথম প্রচেষ্টায় অনেক ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সুধীবৃন্দ সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি।

জুন, ১৯৬৪। শ্রীমণীন্দ্রকুমার মজুমদার

সূচীপত্র

চুক্তি আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ	চুক্তির স্বরূপ	...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	প্রস্তাব ও স্বীকৃতি	...	৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পণ	...	২২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	নিষ্ফল ও নিষ্ফলযোগ্য করার	...	৩০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	চুক্তিসম্পাদন করিবার যোগ্যতা	...	৩২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি	...	৪১
সপ্তম পরিচ্ছেদ	অবৈধ উদ্দেশ্য এবং পণ	...	৫৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঘটনাপেক্ষ চুক্তি	...	৬৮
নবম পরিচ্ছেদ	চুক্তি পালন	...	৭২
দশম পরিচ্ছেদ	উপচুক্তি		৮৭
একাদশ পরিচ্ছেদ	চুক্তির উন্মোচন	..	৯৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার	...	১০৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	ক্ষতিনিষ্কৃতি ও প্রত্যাভূতি	...	১১৩
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	গচ্ছিতপ্রদান	...	১২৭
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	প্রতিনিধিত্ব	...	১৪৩

অংশীদারী আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ	অংশীদারীর স্বরূপ	...	১৬৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য	...	১৭৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন	...	১৮৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ	..	১৮৭

পণ্যবিক্রয় আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ	প্রস্তাবনা	...	১৯২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বিক্রয়ের চুক্তিতে শর্ত ও প্রত্যাভূতি	...	১৯৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	স্বত্ব হস্তান্তর	...	২০৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বিক্রয়ের চুক্তি পালন	...	২১০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার	...	২১৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	নিলাম-বিক্রয়	...	২২২

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পরীক্ষায় বাণিজ্যিক ও শিল্প আইনের উত্তর বাংলা ভাষায় লেখা যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন (Regulations, Chapter XXV, Sec. 13)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি অনুসরণ করেন। নিচে পূর্বোক্ত ধারাটি উদ্ধৃত হইল।

'*13. English shall be the medium of examination in all subjects except where otherwise specifically indicated.

*Candidates for the I A., I. Sc.,···B. Com.···Examinations, are given ***the option*** of writing their answers only in Bengali. English technical terms may, however, be used The option will not be allowed in the case of answer-papers in English (the answers in which must be written in English), and also in cases where there may be specific instructions in the question paper as to the language in which the answer is to be written.

If a candidate chooses to answer any paper in Bengali, he must write the whole paper in Bengali. He may, however, answer one paper in Bengali and another in English in the same subject."

প্রথম পরিচ্ছেদ

চুক্তির স্বরূপ

(Nature of Contract)

চুক্তি আইনের উদ্দেশ্য—সাধারণ ন্যায়বুদ্ধি সম্পন্ন লোক পরস্পর লেন-দেনে যে সততা প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারই নিশ্চিতরূপ স্বীকৃতি প্রদান করা চুক্তি আইনের উদ্দেশ্য। সুতরাং চুক্তি আইনকে আশ্বাসন আইন বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। চুক্তি হইলেই একাধিক পক্ষের মধ্যে আশ্বাসন বিনিময় হইয়া থাকে, এবং আইন এই সম্পর্কের সহিত আইনগত অধিকার (right) এবং প্রাতিষঙ্গিক বাধ্যতা বা কর্তব্য (corresponding obligation or duty) যুক্ত করিয়া দিয়াছে। কেহ কোন অঙ্গীকার করিলে যিনি ঐ অঙ্গীকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহার মনে একটা প্রত্যাশা জন্মিয়া থাকে। অঙ্গীকারকারী তাহার এক বিশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন শুধুমাত্র ইহাই তাঁহার অপর পক্ষের নিকট বাধ্যতার একমাত্র কারণ নহে, তিনি নিজের অভিমত প্রকাশের দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে অপর পক্ষের একটা দাবিও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চুক্তি আইনের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাদ্বারা সাধারণতঃ কোন বস্তুতে অধিকার জন্মায় না—ব্যক্তিবিশেষের ভবিষ্যৎ আচরণের উপর অধিকার জন্মায়। অবশ্য বন্ধক বা রেহন (pledge or Hypothecation) প্রভৃতি দুই এক শ্রেণীর চুক্তিতে বস্তুর উপর অধিকার জন্মিয়া থাকে।

চুক্তি কাহাকে বলে ? ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ২ (জ) ধারায় বলা হইয়াছে,—যে করার বা সম্মতি (agreement) আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় (enforceable by law) তাহাই চুক্তি বা সংবিদা (contract)। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়

যে, চুক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ, একটি করার বা সম্মতি, দ্বিতীয়তঃ, ঐ করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে। সুতরাং চুক্তির স্বরূপ বিশদভাবে হৃদয়ংগম করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে করার বা সম্মতি কাহাকে বলে এবং করারে কি কি শর্ত পালন করা হইয়া থাকিলে উহা আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে।

করার বা সম্মতি (Agreement): দুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি বা পক্ষ কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে পরস্পর অঙ্গীকার করিলে তাহাকে করার বা সম্মতি বলা হয়। ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়ম অনুসারে প্রত্যেক অঙ্গীকার (promise) এবং যে সকল অঙ্গীকার একে অপরের পণ (consideration) তাহাদের প্রতি প্রস্থ (every set)—এই উভয়েই করার বলিয়া গণ্য [ধা ২ (চ)]। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ যে অর্থে অঙ্গীকার শব্দ ব্যবহার করা হয়, আইনে ইহা দ্বারা ঠিক সেই অর্থ বুঝায় না। সাধারণ কথায় আমরা বলিয়া থাকি, —রামের গাড়িখানা মেরামত করিয়া দিলে, রাম শ্যামকে একশত টাকা দিবে অঙ্গীকার করিল। কিন্তু চুক্তি আইন অনুসারে ইহা অঙ্গীকার নয়, প্রস্তাব (offer or proposal) মাত্র। শ্যাম এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলে তখন ইহাকে অঙ্গীকার বলা যাইবে। সুতরাং করার (agreement) বা অঙ্গীকার (promise) মাত্রেই দুইটি অংশ থাকিবে,—প্রস্তাব (offer or proposal) এবং স্বীকৃতি (acceptance)।

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে চুক্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে যদিও সকল চুক্তিই করার, সকল করারই চুক্তি হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে করার মাত্রেই আইনের সাহায্যে প্রবর্তনযোগ্য নহে। চুক্তি সম্পাদিত হইলে এক পক্ষের যেমন অধিকার (right) জন্মে, সেইরূপ অপর পক্ষের বাধ্যতা (obligation) জন্মিয়া থাকে। এই বাধ্যতা আইনের সাহায্যে

প্রবর্তন করা হয়। সুতরাং যে করারে এই বাধ্যতা জন্মে না তাহা চুক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কীয় করার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি দুই ব্যক্তি একত্রে সিনেমা যাইবে করার করে, তবে তাহাকে চুক্তি বলা যায় না। তাহার কারণ এই যে, এই করারে কোন বাধ্যতা জন্মে না বা পারস্পরিক অধিকার জন্মে না, এবং সেই হেতু এক পক্ষ করার রক্ষা না করিলে অপর পক্ষ আদালতের শরণ লইতে পারে না। যে করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করা যাইতে পারে, কেবলমাত্র তাহাই চুক্তি বলিয়া গণ্য হয়।

চুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ (Essential Elements of a Contract)—কোনও করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইলেই চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং করারে যে সকল শর্ত প্রতিপালিত হইলে উহা আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে, সেই সেই শর্তই বৈধ চুক্তির (Valid contract) অপরিহার্য অঙ্গ। এই শর্তগুলি নীচে দেওয়া হইল।

(১) **প্রস্তাব ও স্বীকৃতি** (Offer and Acceptance) : এক পক্ষের আইনানুগ প্রস্তাব (lawful offer) এবং অপর পক্ষের আইনানুগ স্বীকৃতি (lawful acceptance) অবশ্য থাকিতে হইবে। "আইনানুগ" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ঐ প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের বিধান অনুসারে হওয়া আবশ্যক।

(২) **বিধিগত সম্পর্ক** (Legal Relationship) : প্রস্তাব এরূপ প্রকৃতির হইবে যে উহা স্বীকৃত হইলে তাহাদ্বারা বিধিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হইতে পারে। যে করারে (agreement) উভয় পক্ষের এইরূপ বিধিগত সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে না, সে করার কখনও চুক্তি হইতে পারে না।

(৩) **পণ** (Consideration) : কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পণবিহীন করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনযোগ্য হয় না। চুক্তি

এক শ্রেণীর লেন-দেন ; ইহার প্রকৃতি এই যে ইহাতে এক পক্ষ কিছু পাইয়া থাকে এবং তাহার বিনিময়ে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করে। কোন কিছুর বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তাহাকেই পণ বলে। পণ বলিতে একপক্ষের যেমন কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা সুবিধা বুঝায়, তেমন অন্য পক্ষের কোন বিরতি, হানি, ক্ষতি, বা দায়িত্ব বুঝাইয়া থাকে (Currie *vs.* Misa)। Sir Frederick Pollock যথার্থই বলিয়াছেন যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পণ বলিতে এক পক্ষের লাভবান হওয়া ততটা বুঝায় না যতটা অপর পক্ষের কোন অধিকারের হানি বুঝায়। পণ বলিতে কোন কার্য (act) অথবা বিরতি (forbearance) অথবা কোন কার্য করিবার বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার (promise) বুঝাইতে পারে।

(৪) যোগ্যতা (Capacity): করারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির করার করিবার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, অন্যথা ঐ করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনযোগ্য হইবে না। করার করিবার অযোগ্যতা (incompetence) নানাবিধ কারণে জন্মিতে পারে, যথা নাবালকত্ব (minority), মস্তিষ্ক বিকৃতি (lunacy), মদ্যপানজনিত উন্মত্ততা (drunkenness), ইত্যাদি।

(৫) **স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি** (Free Consent): করারে সকল পক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি থাকা আবশ্যক। বল প্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), ভুল (mistake), মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) অথবা শঠতার (fraud) দ্বারা প্রণোদিত হইলে করারে যথার্থ সম্মতির (genuine consent) অভাব ঘটিয়া থাকে।

(৬) **বৈধ উদ্দেশ্য** (Lawful Object): করারের উদ্দেশ্য অবৈধ (illegal), দুর্নীতিপূর্ণ (immoral), অথবা লোকনীতি

বিরুদ্ধ (opposed to public policy) হইলে ঐ করার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৭) **নিশ্চয়তা** (Certainty): করারের অর্থ নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। যে করারের অর্থ সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা যায় না, সে করার প্রবর্তনযোগ্য নহে।

(৮) **লিপিবদ্ধ ও পঞ্জীভুক্তকরণ** (Writing and Registration): আইনে যে যে বিশেষ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ (written) এবং অথবা পঞ্জীভুক্ত (registered) করিবার বিধান আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে ঐ বিধান প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা করার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে করার মৌখিক (oral) হইবার কোন বাধা নাই। অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (Mortgage of immovable property), সম্প্রদেয় পত্র (Negotiable instruments) প্রভৃতির ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি অপরিহার্য।

(৯) **সম্পাদনের সম্ভবপরতা** (Possibility of Performance): যে করার সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে তাহা চুক্তি বলিয়া গণ্য হয় না। যে কার্য স্বতঃই অসম্ভব তাহা সম্পাদন করিবার করার নিস্ফল (void) গণ্য হইবে। (ধা ৫৬)। যাদুবিদ্যার সাহায্যে রত্নকোষ আবিষ্কার করিবার করার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরে যে নয়টি শর্ত উল্লেখ করা হইল ইহার প্রত্যেকটি প্রতিপালিত হইলে করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে, অর্থাৎ চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং এই শর্তগুলিই চুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ।

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে এই প্রতিটি শর্ত সম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম (rules) আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে তাহার আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
(Offer and Acceptance)

এক পক্ষের আইনানুগ প্রস্তাব (lawful offer) এবং অপর পক্ষের আইনানুগ স্বীকৃতি (lawful acceptance) থাকিলে তবেই চুক্তি (contract) সম্পাদিত হয়। এখন দেখা যাউক প্রস্তাব এবং স্বীকৃতির স্বরূপ কি।

প্রস্তাব (Proposal or offer)

যখন এক ব্যক্তি কোন কার্য করিবার বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিবার ইচ্ছা অপর এক ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করেন—ঐ কার্য বা বিরতিতে তাহার সম্মতি লাভের উদ্দেশে—তখন প্রথম ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন বলা হয়।—ধা, ২ (ক)

যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন তাহাকে বলা হয় প্রস্তাবকারী বা প্রস্তাবদাতা (proposer or offeror) এবং যাহার নিকট প্রস্তাব করা হয়, তাহাকে বলা হয়, প্রস্তাবদত্ত বা প্রস্তাব গ্রহীতা (offeree)। যে প্রস্তাব অপর পক্ষকে জ্ঞাপন করা হয় নাই, তাহা অসম্পূর্ণ। এইরূপ অসম্পূর্ণ প্রস্তাবে অপর পক্ষের কোন দায়িত্ব জন্মে না।

প্রস্তাব বিষয়ক নিয়ম—(Rules regarding offer)

১। প্রস্তাবে বিধিগত সম্পর্ক (legal relation) স্থাপনের উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। একত্রে চিত্রগৃহে যাইবার প্রস্তাবে বা চা পান করিবার প্রস্তাবে বিধিগত সম্পর্ক স্থাপন হয় না; ইহাতে একপক্ষের সেরূপ উদ্দেশ্য থাকে না এবং অপর পক্ষেরও কোন দায়িত্ব জন্মে না। সুতরাং ইহা বৈধ প্রস্তাব (valid proposal) নহে।

২। প্রস্তাব ব্যক্ত (express) অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সূচিত হইতে পারে। যে প্রস্তাব কথায় প্রকাশ করা হয় তাহা ব্যক্ত, কথা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রস্তাব করা হইলে তাহাকে বিবক্ষিত (implied) বলা হয়।

প্রস্তাব বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন,—"আপনার গাড়িখানা আমার নিকট পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় করিবেন কি?" ইহা অতি সাধারণ উপায়। এখানে প্রস্তাব ব্যক্ত হইয়াছে। "যে আমার হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিবে তাহাকে দশটাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে"- যদি এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তবে সেক্ষেত্রেও প্রস্তাব ব্যক্ত বলা হইবে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে কোন যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন না যে বিনামূল্যে কেহ কাজ করিয়া দিবে, সেইরূপ পরিস্থিতিতে যদি আমি কোন ব্যক্তিকে আমার জন্য কোন কাজ করিতে দেই, তবে তাহাও প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা আচরণ দ্বারা প্রস্তাব (offer by conduct)। এক্ষেত্রে প্রস্তাব ব্যক্ত নয়, বিবক্ষিত। ট্রাম কোম্পানী কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ি চালায় এবং স্থানে স্থানে গাড়ি থামাইয়া যাত্রীদের উঠিবার ও নামিবার সুযোগ দেয়। ইহা দ্বারা ট্রাম কোম্পানীর নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রী বহন করিবার প্রস্তাব বিবক্ষিত হয়। আমি যদি দোকানে যাইয়া আমার কলমটি মেরামত করিয়া দিতে বলি, তবে তাহাই আমার প্রস্তাব হইবে। ইহাও আচরণ-দ্বারা প্রস্তাব। কলম মেরামত হইয়া গেলে দোকানী পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী, এবং যদি পূর্বে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য।

৩। প্রস্তাবের শর্ত অনিশ্চিত (loose) বা অস্পষ্ট (vague) হইলে চলিবে না, নিশ্চিত (certain) হওয়া আবশ্যক।

যদি প্রস্তাবের শর্ত নিশ্চিত না হয়, যদি উহা অনিশ্চিত বা

অস্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব নির্ভরযোগ্য হয় না। যদি বলা হয়,—আমার এই কাজটি করিয়া দিলে তোমাকে কিছু টাকা দিব, তবে ইহা নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, কারণ কত টাকা দেওয়া হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই।

৪। প্রস্তাব আমন্ত্রণ (invitation to offer) বা ইচ্ছা ঘোষণা (declaration of intention) কখনও প্রস্তাব নহে।

মূল্য-তালিকা (price-list), সংবাদ পত্রে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন, পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচার পত্র (circular letters) প্রেরণ,—এ সকল প্রস্তাব বলিয়া বিবেচিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাব বলিয়া মনে হইলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব আমন্ত্রণ (invitation to offer) মাত্র। মূল্য-তালিকায় লিখিত আছে বলিয়া বিক্রেতাকে ঐ মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যায়না। ভাবী ক্রেতা ঐ মূল্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়া নিজেই প্রস্তাবদাতা হইবেন এবং সেই প্রস্তাব বিক্রেতা কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে। সেইরূপ ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য দরপত্র (tender) আহ্বান করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় তাহাও প্রস্তাব নহে, আমন্ত্রণ মাত্র।

প্রস্তাব এবং প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা ঘোষণা কখনও এক নহে, ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন্‌টি প্রস্তাব আর কোন্‌টি ইচ্ছা ঘোষণা, তাহা ঘটনার বিবরণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বুঝিতে হইবে। ‘আমার গাড়িখানা পাঁচ হাজার টাকা বিক্রয় করিব মনে করিয়াছি’ —ইহা প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা, ইহা ইচ্ছা ঘোষণা। কিন্তু যদি বলা হয়—‘আপনি কি আমার গাড়িখানা পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিবেন?’—তবে তাহা প্রস্তাব হইবে। Harris বনাম Nickerson মামলায় প্রতিবাদী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে লণ্ডন হইতে কিছু দূরে একস্থানে কিছু আসবাবপত্র নিলামে বিক্রয় করিবেন। বাদী লণ্ডন হইতে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া জানিতে পারেন যে নিলাম হইবে না। তখন তিনি চুক্তি ভঙ্গের

মামলা করেন। বিচারে সাব্যস্ত হয় যে প্রতিবাদী বিজ্ঞাপনে তাহার শুধুমাত্র প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছিল। সুতরাং বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কাজ করিয়া ইহাকে স্বীকৃতি দান করা যায় না।

৫। প্রস্তাব সাধারণ (general) অথবা বিনির্দিষ্ট (specific) হইতে পারে। যখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (group of persons) উদ্দেশে প্রস্তাব করা হয়, তখন উহাকে বিনির্দিষ্ট (specific) প্রস্তাব বলে। যে প্রস্তাব কাহাকেও নির্দিষ্ট না করিয়া সর্বসাধারণের উদ্দেশে করা হয়, তাহাকে সাধারণ (general) প্রস্তাব বলে। যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, শ্রেণী, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশে প্রস্তাব করা যাইতে পারে। যথা—রাম আমার হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিলে তাহাকে দশটাকা পুরস্কার দিব। অথবা, কোন ছাত্র আমার হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিলে তাহাকে দশটাকা পুরস্কার দিব, অথবা যে কেহ আমার হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিবে তাহাকেই দশটাকা পুরস্কার দিব। তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন প্রস্তাব চুক্তির ভিত্তি হইতে পারে না। যে প্রস্তাব রামকে করা হইয়াছে, একমাত্র রামই তাহাতে স্বীকৃতি দান করিতে পারে, আর কেহ নয়। কিন্তু যে প্রস্তাব সর্বসাধারণকে করা হইয়াছে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বীকৃতিদান করিতে পারে।

৬। প্রস্তাব যাহার উদ্দেশে করা হয় তাহাকে অবশ্য জ্ঞাত করাইতে হইবে (must be communicated to the offeree)। যাহার উদ্দেশে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব তাহার গোচরে আনয়ন করা হইলে প্রস্তাব জ্ঞাত করান সম্পূর্ণ হয়।—ধা ৪.

ডাকযোগে প্রস্তাব (offer by post)—ডাকযোগে প্রস্তাব করা যাইতে পারে। যখন ডাকযোগে প্রস্তাব করা হয় তখন

ডাকঘর প্রস্তাবকারীর প্রতিনিধি বা অভিকর্তা (agent) ধরিয়া লওয়া হয়। ডাকযোগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইলে ঐ প্রস্তাব সম্বলিত পত্র উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বিলি (delivered) হইলে প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে ইংরাজী আইন ও ভারতীয় আইনে কোন পার্থক্য নাই।

প্রস্তাব উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্য জ্ঞাত করাইতে হইবে (must be commnicated to the offeree)—ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রস্তাব আদৌ না জানিয়া ঐ প্রস্তাবের শর্ত পালন করেন, তাহা, হইলে ঐ ব্যক্তির দ্বারা উক্ত প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি প্রস্তাবে বর্ণিত সুবিধার (benefit) অধিকারী হইবেন না। ইহার কারণ এই যে এক্ষেত্রে কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই। চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। এবং প্রস্তাব না জানিলে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না।

অনেকেই ইহার নজীর (precedent) হিসাবে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের লালমন বনাম গৌরী দত্ত মামলার উল্লেখ করিয়াছেন। গ তাহার নিরুদ্দেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধানে নিজের ভৃত্য ল-কে হরিদ্বারে প্রেরণ করেন। তৎপর তিনি নিরুদ্দেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধানের জন্য হস্ত বিজ্ঞপ্তি মারফত (through hand bills) পুরস্কার ঘোষণা করেন। ল নিরুদ্দেশ বালককে আনিয়া উপস্থিত করে এবং গ-এর অধীনে চাকুরী করিতে থাকে। প্রায় ছয় মাস কাল পরে চাকুরী হইতে বরখাস্ত (dismissed) হইয়া ঘোষণা অনুযায়ী পুরস্কারের দাবিতে মামলা আনয়ন করে। আদালতে মামলা খারিজ (dismissed) হইয়া যায়।

Mulla, Shukla, অশোক সেন, বার-এট-ল, অশোক সেন এম, এল, অরুণকুমার সেন ও জীতেন্দ্রকুমার মিত্র সকলেই মোটামুটি বলিতেছেন যে,—পুরস্কারের প্রস্তাব বাদীর অপরিজ্ঞাত ছিল।

সুতরাং সে উহাতে স্বীকৃতি দান করিতে পারেনা। কাজেই কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই ; এই কারণে মামলা খারিজ হইয়া যায়।

ইহারা এই কারণ কোথায় পাইলেন জানিনা। বিচারপতি রায় প্রদান কালে বলিয়াছেন,—বাদী প্রতিবাদীর অধীনে চাকুরী করিত। সেই হিসাবে তাহাকে নিরুদ্দেশ বালকের সন্ধানে প্রেরণ করা হয়। সুতরাং বালকটির সন্ধান করা তাহার কর্তব্য ছিল। ইহা সত্য যে, প্রভুর নিরুদ্দেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধান করা তাহার সাধারণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বালকটির সন্ধানে হরিদ্বারে যাইতে স্বীকৃত হইয়া সে ঐ বিশেষ কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং নিরুদ্দেশ বালককে সন্ধান করিয়া বাহির করা তাহার ~~তাহার~~ পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। যেহেতু সে পুরস্কার ঘোষণার পূর্বেই বাধ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল সেইহেতু আমার মতে সে ঐ পুরস্কার দাবি করিতে পারে না। পূর্বের একটি বাধ্যতা (obligation) বর্তমান থাকায় প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য সম্পাদন (performance of the act) প্রতিবাদীর অঙ্গীকারের পণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না (cannot be regarded as a consideration for the defendant's promise)। —Lalman Vs. Gauri Dutt, 11 A. L. J 489.

সুতরাং, প্রস্তাব না জানিয়া তাহার শর্ত পালন করিলে তাহাতে ঐ প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত হিসাবে লালমন বনাম গৌরীদত্ত মামলার উল্লেখ সংগত মনে হয় না। বাদী প্রস্তাব জানিত কি জানিত না তাহার উপর বিচারক কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পূর্বস্বীকৃত বাধ্যতা বর্তমান থাকায় পরবর্তী ঘোষণানুযায়ী পুরস্কারের দাবি জন্মে না,—ইহাই বলিয়াছিলেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কতকগুলি হস্ত-বিজ্ঞপ্তি বাদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

অধিনিয়মের ৮ম ধারায় বলা হইয়াছে,—প্রস্তাবের শর্ত সম্পাদনই প্রস্তাবের স্বীকৃতি (Performance of the conditions of a

proposal .... is an acceptance of the proposal)। প্রস্তাবের শর্ত সম্পাদন বলিতে প্রস্তাবকারী তাহার অঙ্গীকারের পণ স্বরূপ যে শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পাদন করা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। অবশ্য ২য় ধারায় বলা হইয়াছে,—যাহার উদ্দেশে প্রস্তাব করা হয় সেই ব্যক্তি ঐ প্রস্তাবে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা ৪র্থ ও ৭ম ধারার সহিত একত্রে পাঠ করিলে প্রস্তাব জ্ঞাপন অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে ৮ম ধারার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ মনে হয় যে,—যে সকল ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী স্বীকৃতি হিসাবে কোন কার্য সম্পাদনের আবেদন করেন, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে কোন কার্য সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে স্বীকৃতি দান সম্ভব নয়, সেই সকল ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হইবে প্রস্তাবের শর্ত এবং তাহা প্রতি-পালিত হইয়াছে কিনা? যে ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে কোন পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে যিনি পুরস্কার দাবি করিবেন তাহাকে শুধুমাত্র ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি পুরস্কারের শর্ত সম্পাদন করিয়াছেন। লালমন বনাম গৌরীদত্ত মামলায় বিচারপতি বলিয়াছেন,—সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে, ঐ কার্য সম্পাদন হইলেই চুক্তি হইবে এবং ঐ চুক্তির ভিত্তিতে পুরস্কারে দাবি জন্মিবে। ইহাই যুক্তিসংগত মনে হয়, তবে ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন সন্তোষজনক ভারতীয় নজীর পাই নাই।

৭। প্রস্তাব শর্তাধীন (conditional) হইতে পারিবে।

প্রস্তাব এক বা একাধিক শর্তসাপেক্ষ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ক্ষেত্রে শর্তগুলি গ্রহীতাকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি কেহ শর্ত সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া প্রস্তার স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রস্তাবদাতা শর্তপূরণ দাবি করিতে পারেন না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতার পক্ষে শর্তগুলি জানা স্বাভাবিক

অথবা শর্তগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় সে ক্ষেত্রে তাহার অজ্ঞতার দাবি গ্রাহ্য হইবে না।

বাণিজ্যিক লেন-দেনে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। বাণিজ্যিক চুক্তির শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই বেশ জটিল এবং তাহার কতগুলি বিশেষ ভাবে অপর পক্ষের গোচর আনা হয় এবং কতকগুলি হয়না। একজন যাত্রী কিছু মালপত্র সঙ্গে লইয়া Dublin হইতে Whitehaven যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করেন। টিকিটের সম্মুখ ভাগে 'Dublin হইতে Whitehaven' ইহাই শুধু মুদ্রিত ছিল। মাল হারাইলে জাহাজ কোম্পানীর কোন দায়িত্ব থাকিবে না—এই মর্মে একটি শর্ত টিকিট খানির অপর দিকে মুদ্রিত ছিল; কিন্তু ঐ যাত্রী টিকিটের অপর দিক দেখেন নাই, কেহ তাহাকে দেখিতে বলে নাই, এবং টিকিটের সম্মুখ ভাগে সেরূপ কোন নির্দেশও ছিল না। যাত্রাপথে জাহাজখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঐ যাত্রীর মালপত্র পাওয়া যায় না। জাহাজ কোম্পানী ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করে। বিচারে ধার্য হয় যে টিকিটের অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত শর্ত যাত্রীকে পূর্ণরূপে জ্ঞাত করান হয় নাই। কিন্তু যদি টিকিটের সম্মুখ ভাগে এরূপ কিছু মুদ্রিত থাকে যাহা অপরদিকে মুদ্রিত শর্তের বিজ্ঞপ্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহা হইলে ক্রেতা সেই শর্তে বাধ্য থাকিবেন,—তিনি তাহা পাঠ করিয়াছেন কি করেন নাই তাহা অবান্তর। ক্রেতা যে ভাষা জানেন না সেই ভাষায় যদি শর্তগুলি মুদ্রিত থাকে তাহা হইলেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে। শর্ত স্বীকার করিবার পূর্বে তাহার কর্তব্য সেগুলির অনুবাদ চাওয়া; তিনি যদি তাহা না করেন তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে তিনি শর্ত সম্বন্ধে অবহিত এবং তাহাদ্বারা বাধ্য।

প্রস্তাব কখন অতিপন্ন হয়? (When does an offer lapse?)—(১) প্রস্তাবে যদি স্বীকৃতির জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেই প্রস্তাব

অতিপন্ন হইবে। যে প্রস্তাবে ঐরূপ কোন কাল-সীমা (time limit) নির্দিষ্ট থাকে না, তাহা যুক্তিসংগত (reasonable) সময় অতিক্রান্ত হইলে অতিপন্ন হইবে।—ধা ৬ (২)

একজন ব্যবসায়ী এক ক্রেতার নিকট ৪০৲ মণ দরে দুইশত মণ চাউল বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিল এবং স্বীকৃতির জন্য তাহাকে এক সপ্তাহ কাল সময় প্রদান করিল। ঐ সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে ক্রেতা তাঁহার স্বীকৃতি জানাইলেন। এক্ষেত্রে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পূর্বেই ব্যক্ত শর্তানুযায়ী প্রস্তাব অতিপন্ন হইয়াছে এবং বিক্রেতার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

স্বীকৃতির সময় উল্লেখ না থাকিলে, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হইবে, অন্যথা স্বীকৃতি বৈধ হইবে না। ম জুন মাসে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব দাখিল করেন। নভেম্বর মাসে তাহার প্রস্তাব স্বীকৃত হয় এবং তাহাকে শেয়ার বণ্টন করা হয়। বিচারে ধার্য হয় যে,—যেহেতু শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর যুক্তিসংগত সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, সেইজন্য ঐ প্রস্তাব অতিপন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ম শেয়ার ক্রয় করিতে বাধ্য নহেন। (Ramsgate Victoria Hotel Vs. Montefiore, 1166. L. R. I, Ex 109)। এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—যুক্তিসংগত সময় বলিতে কি বুঝাইবে? ইহা লেনদেনের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। এই মামলায় ৫।৬ মাস সময় যুক্তিসংগত গণ্য হয় নাই বলিয়া সর্বত্রই এইরূপ হইবে, তাহা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

(২) প্রস্তাবে স্বীকৃতির পূর্বে কোন শর্ত পালনের নির্দেশ থাকিলে, প্রস্তাবগ্রহীতা যদি সেই শর্ত পালন না করেন, তাহা হইলে প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে।—ধা ৬ (৩)

এই সূত্রটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। স্বীকৃতি বলিলে পূর্ণ স্বীকৃতি বুঝায়, আংশিক স্বীকৃতি অস্বীকৃতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং

যেক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতা পূর্ব-শর্ত (condition precedent) পালন করেন নাই সেক্ষেত্রে প্রস্তাব অস্বীকৃত হইয়াছে বলাই সংগত মনে হয়। কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয় তিনি যদি প্রতি-প্রস্তাব না করিয়া শুধুমাত্র জানিতে চান যে প্রস্তাবের শর্ত কোনরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে কিনা, তবে তাহা অনুসন্ধান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদ্দ্বারা প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে না।

প্রস্তাব প্রত্যাহারের প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রস্তাবকারী যদি কোন পণ ব্যতীত তাহার প্রস্তাব মেয়াদের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহাদ্বারা তাহার বাধ্যতা জন্মে না এবং ঐরূপ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, এই সম্মতি পণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই (not supported by consideration), ইহা নিছক সম্মতি (nudum pactum); ইহাতে প্রস্তাবকারীর বাধ্যতা জন্মে না। কিন্তু যদি পণের বিনিময়ে প্রস্তাব উন্মুক্ত রাখিবার অঙ্গীকার করা হয়, তবে তাহাতে বাধ্যতা জন্মিবে। স্টক বাজারে ইহা প্রতিনিয়তই হইয়া থাকে।

স্বীকৃতি (Acceptance): যাহার নিকট প্রস্তাব করা হয় তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রস্তাবটি স্বীকৃত হইল বলা হইবে।—ধা ২ (খ)।

স্বীকৃতির এই সংজ্ঞা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে যাহার উদ্দেশে প্রস্তাব করা হয় একমাত্র সেই ব্যক্তিই ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দান করিবার অধিকারী। ক তাহার ব্যবসায় খ-এর নিকট বিক্রয় করিল, কিন্তু এই সংবাদ গ্রাহকদিগের নিকট প্রকাশ করিল না। যেদিন এই বিক্রয় সম্পাদন হইল সেইদিন অপরাহ্ণে একজন গ্রাহক অর্ডার পত্রে ক-এর নাম বিক্রেতা হিসাবে লিখিয়া কিছু মালের অর্ডার প্রেরণ করেন। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্রাহকটির চলতি হিসাব (running account) ছিল, এবং

ব্যবসায়ের নূতন মালিক ব্যবসায় হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা গোপন করিয়া মাল সরবরাহ করেন। মামলায় ধার্য হয় যে কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই, সুতরাং খ ঐ মালের মূল্য আদায় করিতে পারিবে না। বলা হয় যে, "যদি কোন ব্যক্তি ক-এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রস্তাবে ক-কে যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, খ সেই অধিকার নিজেকে প্রদান করিতে পারে না।"—(Boulton vs. Jones, 1857, 157, E.R. 232.) যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিবেচনার অবকাশ নাই এবং প্রস্তাবকারী কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে অসম্মত হইবেন না মনে করা যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অবশ্য কোন তৃতীয় পক্ষের স্বীকৃতি দ্বারা চুক্তি হইবে।

(৩) যদি প্রস্তাবকারীর মৃত্যু বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি (insanity) ঘটে এবং ঐ সংবাদ স্বীকৃতি দানের পূর্বে প্রস্তাব-গ্রহীতার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে।—ধা. ৬(৪)

ইংরাজী আইনে প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার পূর্বে যে কোন এক পক্ষের মৃত্যু হইলেই প্রস্তাব অতিপন্ন হইয়া থাকে। প্রস্তাবকারীর মৃত্যুসংবাদ না জানিয়া যদি অপর পক্ষ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে ইংরাজী আইনে তাহাতে চুক্তি হইবে না, কিন্তু ভারতীয় আইনে চুক্তি হইবে।

(৪) প্রস্তাবকারী তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার (revoke) করিয়া অপর পক্ষকে তাহা জ্ঞাপন করিলে (by communication of notice of revocation) ঐ প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে।—ধা, ৬ ১)

প্রস্তাব স্বীকৃত হইলেই চুক্তিতে পরিণত হয় এবং প্রস্তাবকারীর বাধ্যতা জন্মে। প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার পুর্বে যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যায়। নিলাম বিক্রয়ের ডাক (bid) নিলামকারীর হাতুড়ীর ঘা পড়িবার পূর্বে প্রত্যাহার করা যায়; যেহেতু ঐডাক (bid) প্রস্তাব ভিন্ন, অন্য কিছুই নয়, এবং ইহাতে স্বীকৃতির পূর্বে

কোন পক্ষের বাধ্যতা জন্মে না। প্রস্তাব প্রত্যাহার অপর পক্ষকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক, নতুবা স্বীকৃতি প্রদানে কোন বাধা জন্মে না। মূল প্রস্তাব যেরূপ ভাবে জ্ঞাত করানো বা প্রচার করা হইয়াছিল, প্রত্যাহারের জন্য সেইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন।

স্বীকৃতিপত্র ডাকে প্রদান করা হইলেই (when it is put in course of transmission) প্রস্তাবকারীর দিক হইতে স্বীকৃতি-জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ ঐ স্বীকৃতিতে প্রস্তাবকারীর বাধ্যতা জন্মে; ঐ পত্র প্রস্তাবকারীর নিকট না পৌঁছিলেও প্রস্তাবকারী তদ্বারা আবদ্ধ হন (Ramdas *v.* Official Liquidator, 1887, 9 All. 316)। সুতরাং প্রস্তাবগ্রহীতা স্বীকৃতিপত্র ডাকে দিবার পূর্বে প্রস্তাব-প্রত্যাহার পত্র তাহার নিকট পৌঁছান আবশ্যক, নতুবা ঐ প্রত্যাহার কার্যকরী হইবে না।

(৫) অস্বীকৃতি (rejection) বা প্রতি-প্রস্তাব (counter offer) দ্বারা প্রস্তাব অতিপন্ন হয়। প্রতি-প্রস্তাব করা হইলেই পূর্ব প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, এবং যাহার উদ্দেশে পূর্ব প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার ইচ্ছায় ঐ প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত (revived) হইতে পারে না।

স্বীকৃতি বিষয়ক নিয়ম—(Rules regarding Acceptance) কোন প্রস্তাবকে চুক্তিতে পরিণত করিতে হইলে ঐ প্রস্তাবের স্বীকৃতিতে নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক :—

(১) স্বীকৃতি চরম (absolute) এবং শর্তরহিত (unqualified) হইবে—ধা, ৭ (১)।

স্বীকৃতি দানে প্রস্তাবে বর্ণিত শর্তের কোনরূপ পরিবর্তন করিলে বা কোন নূতন শর্ত যুক্ত করিলে তাহা স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহা একটি প্রতিপ্রস্তাব (counter offer)। "আপনি আমার গাড়িখানা ৬০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিবেন কি?"—ইহার উত্তরে প্রস্তাবগ্রহীতা "হাঁ" বলিলে তাহা চরম এবং শর্তরহিত স্বীকৃতি হইবে

২

এবং উহাতে চুক্তি হইবে। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা যদি বলেন, "হাঁ, যদি গাড়িখানা মেরামত করিয়া দেন," তাহা হইতে ইহা স্বীকৃতি হইবে না; ইহা পালটা প্রস্তাব মাত্র, ইহা অপর পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হইলে তবেই চুক্তি হইবে, নতুবা নহে।

এই সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে অতিরিক্ত কথা (additional words) যুক্ত করিলেই স্বীকৃতি শর্তসাপেক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে না। জমি বা বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাবে সলিসিটর কর্তৃক স্বত্ব অনুমোদন সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে; ইহা প্রকৃতপক্ষে শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি নহে। এস্থলে প্রস্তাব গৃহীতা স্বীকৃতির সহিত কোন নূতন শর্ত যুক্ত করেন নাই, তিনি শুধু আইনজ্ঞের সাহায্যে স্বত্ব অনুসন্ধানে তাহার যে আইনানুগ অধিকার তাহাই দাবি করিয়াছেন।

(২) প্রস্তাবে কোন বিশেষ উপায়ে স্বীকৃতি প্রদানের নির্দেশ থাকিলে তদনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক—ধা. ৭(২)। যেক্ষেত্রে টেলিগ্রাম করিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে বলা হইয়াছে সেক্ষেত্রে পত্রদ্বারা স্বীকৃতি জানাইলে প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হয় না। অবশ্য প্রস্তাবকারী ইচ্ছা করিলে এইরূপ স্বীকৃতিও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি সরাসরি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তাহার কর্তব্য হইবে প্রস্তাব গ্রহীতাকে জানাইয়া দেওয়া যে, প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদানের যে উপায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে একমাত্র সেই উপায়ে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক। প্রস্তাবকারী যদি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ইহা না করেন তবে তিনি ঐ স্বীকৃতিদ্বারা বাধ্য হইবেন।

(৩) প্রস্তাবে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে স্বীকৃতি প্রদান করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে, কোন প্রচলিত (usual) এবং যুক্তিসংগত (reasonable) উপায়ে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক—ধা. ৭(২)।

আমরা নানাবিধ উপায়ে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকি,—কখনও কথায়, কখনও লিখিতভাবে, কখনও বা ইঙ্গিতে। এক ব্যক্তি

তাহার ঘড়ি অপর এক ব্যক্তির নিকট ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি "হাঁ" বলিয়া স্বীকৃতি জানাইতে পারে অথবা শির সঞ্চালন বা অন্য-কোনরূপ ইঙ্গিত করিয়া জানাইতে পারে। মুখোমুখি কথাবার্তা না হইলে পত্র লিখিয়া স্বীকৃতি জানাইতে পারে। এ সকলই প্রচলিত এবং যুক্তিসংগত উপায়। ইহা ভিন্ন, অনেক সময় আচরণ দ্বারাও (by conduct) স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন কোন ব্যক্তি কোন যাত্রীবাহী বাসে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার এই কার্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি বাস কোম্পানীকে নির্দিষ্ট ভাড়া প্রদান করিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৪) শুধুমাত্র মনোগত সম্মতি (mere mental assent) স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হয় না। যে সম্মতি মনেই রহিয়াছে, কোন কথা বা আচরণ দ্বারা ব্যক্ত হয় নাই, তাহা আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি নহে।

(৫) স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীকে জ্ঞাপন করিতে হইবে,—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীকে না জানাইলেও স্বীকৃতি বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবের শর্ত হইতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে প্রস্তাবের শর্তপালন দ্বারাই উহার স্বীকৃতি হইতে পারে, সেক্ষেত্রে "প্রস্তাবের শর্তপালনই স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হইবে" (ধা. ৮)। Carlill *v.* Carbolic Smoke Ball Co. (1893, 1 Q. B. 256) মামলা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Carbolic Smoke Ball Co. বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রস্তাব করেন যে যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের নির্দেশ অনুসারে একপক্ষকাল Smoke ball ব্যবহার করিবার পরেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে কোম্পানী ঐ ব্যক্তিকে একশত পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করিবেন। Mrs Carlill একপক্ষকাল নির্দেশমত Smoke ball ব্যবহার করেন। তৎপর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া ঐ পুরস্কারের দাবিতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। ধার্য হয়,

Smoke ball ব্যবহার দ্বারা প্রস্তাব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি (formal communication) অনাবশ্যক।

(৬) প্রস্তাব যে সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে (remains in force) সেই সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক। প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলে (revoked) বা অতিপন্ন হইলে (lapsed) তাহাতে স্বীকৃতি প্রদান করা যায় না।

(৭) স্বীকৃতি জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা অধিনিয়মের ৪র্থ ধারায় বলা হইয়াছে।

স্বীকৃতিপত্র প্রস্তাবকারীর উদ্দেশে প্রেরিত হইলেই স্বীকৃতি দাতার আয়ত্তাধীন থাকে না এবং প্রস্তাবকারীর দিক হইতে স্বীকৃতি-জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ প্রস্তাবকারী ঐ স্বীকৃতিদ্বারা আবদ্ধ হন। কিন্তু স্বীকৃতিদাতার দিক হইতে স্বীকৃতিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইবে অর্থাৎ স্বীকৃতিতে তাঁহার বাধ্যতা জন্মিবে যখন স্বীকৃতিপত্র প্রস্তাবকারীর নিকট পৌঁছিবে, তাহার পূর্বে নহে।

স্বীকৃতি প্রত্যাহার (Revocation of Acceptance)— অধিনিয়মের ৫ম ধারায় বলা হইয়াছে,—স্বীকৃতিদাতার দিক হইতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে যে কোন সময় স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা যাইতে পারে, পরে নহে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত স্বীকৃতিপত্র প্রস্তাব-কারীর নিকট না পৌঁছায় সেই সময় পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা যায়। ক পত্রদ্বারা খ-এর নিকট একখানা বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। খ পত্রদ্বারা ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান করিল। ক-এর নিকট এই স্বীকৃতি পত্র পৌঁছিবার পূর্বে যে কোন সময় খ তাহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারে। স্বীকৃতিপত্র ডাকে দিবার পর খ যদি টেলিগ্রামদ্বারা তাহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে এবং ঐ টেলিগ্রাম স্বীকৃতিপত্রের পূর্বেই ক-এর নিকট পৌঁছায়, তাহা হইলে খ-এর প্রত্যাহার কার্যকরী (effective) হইবে।

এই বিষয়ে ইংরাজী আইনে কিছু পার্থক্য আছে। ইংরাজী আইনে স্বীকৃতি প্রেরিত হইলে আর প্রত্যাহার করা যায় না। সুতরাং ইংরাজী আইনে খ-এর টেলিগ্রাম নিরর্থক হইবে।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন (Communication of Revocation) অপর পক্ষকে প্রত্যাহার জ্ঞাপন করা আবশ্যক, নতুবা তাহা কার্যকরী হয় না। প্রত্যাহার জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা অধিনিয়মের ৩য় ধারায় বলা হইয়াছে।

প্রত্যাহারপত্র অপর পক্ষের উদ্দেশে প্রেরিত হইলে প্রত্যাহার-কারীর আয়ত্তাধীন থাকে না এবং প্রত্যাহারকারীর দিক হইতে প্রত্যাহার জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি ইহাদ্বারা বাধ্য হইবেন।

প্রত্যাহারপত্র যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাহার নিকট পৌঁছিলে তাহার দিক হইতে প্রত্যাহার জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি ইহাদ্বারা আবদ্ধ হন।

ক খ-এর নিকট প্রস্তাব প্রদান করিল। খ পত্রদ্বারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। পরে টেলিগ্রামদ্বারা খ তাহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিল। টেলিগ্রাম করা হইলে খ-এব দিক হইতে প্রত্যাহার-জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইল এবং খ ইহাদ্বারা আবদ্ধ হইবে। ক-এর নিকট টেলিগ্রাম পৌঁছিলে ক-এর দিক হইতে প্রত্যাহার-জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইবে অর্থাৎ ক ইহা দ্বারা আবদ্ধ হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পণ

(Consideration)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চুক্তি একপ্রকার লেন-দেন। ইহার প্রকৃতি এই যে ইহাতে একপক্ষ কিছু পাইয়া থাকে এবং তাহার বিনিময়ে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করে। কোন কিছুর বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় বা দেওয়া যায় তাহাকেই পণ (Consideration) বলে। পণ বলিতে এক পক্ষের যেমন কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা সুবিধা বুঝায়, সেইরূপ অন্যপক্ষের কোন বিরতি, হানি, ক্ষতি বা দায়িত্ব বুঝাইয়া থাকে (Currie *v.* Misa)। পণ বলিতে কোন কার্য (act) অথবা বিরতি (forbearance) অথবা কোন কার্য করিবার বা কার্য হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার (promise) বুঝাইতে পারে।

রাম শ্যামের নিকট অঙ্গীকার করিল যে শ্যাম তাহাকে একশত টাকা প্রদান করিলে রাম দিল্লী চলিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে রামের অঙ্গীকারের পণ হইল একশত টাকা প্রদান এবং ইহা রামের পক্ষে লাভ বা সুবিধা কিন্তু শ্যামের পক্ষে হানি বা ক্ষতি। যদি এই চুক্তি অন্য দিক হইতে হয়, অর্থাৎ যদি শ্যাম রামের নিকট অঙ্গীকার করে যে রাম দিল্লী চলিয়া গেলে শ্যাম তাহাকে একশত টাকা প্রদান করিবে, তাহা হইলে শ্যামের অঙ্গীকারের পণ হইবে রামের দিল্লী যাওয়া। ইহাতে অর্থাৎ রামের দিল্লী চলিয়া যাওয়ায় শ্যামের কোন লাভ বা সুবিধা হইবে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রামের হানি বা ক্ষতি নিশ্চিত। দ্বিতীয় উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, পণ বলিতে একপক্ষের লাভবান হওয়া অপেক্ষা অপর পক্ষের কোন অধিকারের হানি বিশেষভাবে সূচিত হয়। কোন সাধারণ অঙ্গীকার

(simple promise) বলবৎ করিতে হইলে হানি অর্থে পণ থাকা একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই পণবিহীন অঙ্গীকার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় নহে এবং উহাতে চুক্তি হয় না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অপর পক্ষ এই অঙ্গীকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে ঐ অঙ্গীকার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে।

একজন ধনী ব্যক্তি এক বিদ্যালয় গৃহ পুন নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তিনি ঐ টাকা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। এস্থলে ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য আইনের সাহায্য পাওয়া যাইবে না ; যেহেতু টাকা প্রদানের অঙ্গীকার কোন পণ দ্বারা সমর্থিত বা পাকা হয় নাই। কিন্তু যদি ঐ অঙ্গীকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গৃহ নির্মাণ কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে পরিমাণ দায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণে (pro tanto) প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিতে অধিকারী হইবেন। ইহার নজীর হিসাবে Kedarnath *v.* Gori Mahomed (1886, 14 Cal 64) মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী টাউন হল নির্মাণের সাহায্যকল্পে একশত টাকা অঙ্গীকার করেন। এই অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া কার্যসচিব ঠিকাদারের উপর ঐ নির্মাণ কার্যের ভার অর্পণ করেন এবং তজ্জন্য তাহাকে পারিশ্রমিক প্রদানের দায় গ্রহণ করেন। বিচারে সাব্যস্ত হয় যে,—যদিও ইহা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার মাত্র এবং যদিও ইহাতে অঙ্গীকার কর্তার কোন লাভ বা সুবিধার সম্ভাবনা নাই, তথাপি যেহেতু ঐ অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন করিয়া কার্যসচিব দায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই হেতু ঐ দায় অঙ্গীকারের পণ বলিয়া গণ্য হইবে।

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে পণের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায়, যাঁহার নিকট অঙ্গীকার করা

হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন বা কোন কার্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন, অথবা কোন কার্য করেন বা কোন কার্য হইতে বিরত হন, অথবা কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে এই কার্য, বিরতি বা অঙ্গীকারকে (পূর্বোক্ত) অঙ্গীকারের পণ বলা হয়।—ধা. ২ (ঘ)।

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—

(১) পণ বলিতে কোন কার্য, বিরতি বা অঙ্গীকার বুঝাইতে পারে। রাম তাহার গাড়িখানা শ্যামের নিকট ৭০০০৲ টাকায় বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। শ্যাম ঐ প্রস্তাবে তাহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং রামকে ঐ টাকা প্রদান করে। এক্ষেত্রে শ্যাম কর্তৃক টাকা প্রদান কার্য হইল পণ। যদু হরিকে এক হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করে এই শর্তে যে হরি এক বৎসরের মধ্যে যদুর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিবে না। হরি ইহাতে স্বীকৃত হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে যদুর বিরুদ্ধে মামলা করে না। এক্ষেত্রে পণ হইল হরির বিরতি। ছয় মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে এই শর্তে সুবল তাহার বাড়ি অমলের নিকট ৩০,০০০৲ টাকায় বিক্রয়ের প্রস্তাব করে। অমল এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং উল্লিখিত পরিমাণ টাকা উক্ত মাসের মধ্যে সুবলকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে। এক্ষেত্রে অমলের এই অঙ্গীকার হইল পণ।

(২) পণ বলিয়া যাহা গণ্য হইবে তাহা অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায় বা অনুরোধে ("at the desire of the promissor") সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি কেহ স্বেচ্ছায় কোন কার্য সম্পাদন করেন,—অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায় বা অনুরোধে নহে—তবে তাহা পণ বলিয়া গণ্য হইবে না। স্বেচ্ছায় যে অর্থসাহায্য করা হয় তাহা বহুবার করিলেও অর্থসাহায্য করিবার অঙ্গীকারে পরিণত হয় না এবং পণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এইরূপ কোন তৃতীয় ব্যক্তির

ইচ্ছায় বা অনুরোধে কোন কিছু করিলে তাহাও পণ বলিয়া গণ্য হয় না।

(৩) পণের উৎস কোথায়? পণ কোন পক্ষ হইতে সঞ্চলিত হইবে? যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তি ("the promisee or any other person")—এই উভয়েই ভারতীয় আইনে পণের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার নজীর হিসাবে Chinmaya *v.* Ramayya (1891, 4 Mad 137) মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক দানপত্র দ্বারা কিছু সম্পত্তি তাহার কন্যা Chinmaya কে প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দেন যে Chinmaya ক-এর ভ্রাতা Ramayya-কে একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবে। যেদিন ঐ দানপত্র সম্পাদিত হয় সেই দিনই Chinmaya তাহার পিতৃব্য Ramayya-র অনুকূলে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। পরে Chinmaya ঐ বৃত্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করে। তাহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, Ramayya-র নিকট হইতে কোন পণ সঞ্চলিত হয় নাই, সেইহেতু সে ঐ বার্ষিক বৃত্তি পাইবার অধিকারী নহে। বিচারে সাব্যস্ত হয় যে যদিও Ramayya-র নিকট হইতে পণ সঞ্চলিত হয় নাই তথাপি সে ঐ বার্ষিক বৃত্তি পাইবার অধিকারী।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে যদিও পণের সহিত Ramayya-র সম্পর্ক নাই, চুক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। পণের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও চুক্তি পূরণের দাবিতে অভিযোগ করা যায়, কিন্তু যাহার চুক্তির সহিত সম্পর্ক নাই (a stranger to the contract) সে ব্যক্তি ঐরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না।

(৪) পণ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হইতে পারে। অধিনিয়মে যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(৫) পণ বৈধ হওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পণ অবৈধ, নীতি বিরুদ্ধ বা সাধারণের স্বার্থের হানিকর তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

(৬) পণ পর্যাপ্ত (adequate) হইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে ইহার কিছু মূল্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

পণ পর্যাপ্ত নহে, শুধু এই কারণে কোন চুক্তি বাতিল গণ্য হইবে না। তবে স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদত্ত হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিতে পণের অপর্যাপ্ততা (inadequacy) বিবেচনা করা হইতে পারে।

(৭) পণ অবশ্যই বাস্তব (real) হইবে, অর্থাৎ পণের অস্তিত্ব বা সত্তা থাকা আবশ্যক ; অলীক (illusory), অসম্ভব বা অনিশ্চিত হইলে চলিবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধ দাবির রফা বা নিষ্পত্তি (compromise), মামলা করিতে বিরত হওয়া, কোন প্রবর্তনীয় অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বিরত হওয়া—এ সবই পণ হিসাবে উত্তম। [Jagadindranath v. Chandranath 1903, 31 Cal 242].

পণের প্রকার ভেদ (Kinds of Consideration)—পণ তিন প্রকারের হইতে পারে।

(১) সম্পাদ্য বা ভবিষ্যৎ (Executory or future), অর্থাৎ ইহা ভবিষ্যতে পালনীয় কোন অঙ্গীকারের রূপ ধারণ করিতে পারে।

(২) সম্পাদিত বা বর্তমান (Executed or Present), অর্থাৎ কোন অঙ্গীকারের প্রতিদানে কোন কার্য বা বিরতি।

(৩) অতীত (Past), অঙ্গীকারেব পূর্বেই যে কার্য বা বিরতি পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পণ সম্পর্কে ভারতীয় আইন ও ইংরাজী আইন

(১) ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তি (Simple Contract) এবং বিশেষ চুক্তি (Specialty) এই দুইয়ের পার্থক্য করা হয়। যে চুক্তি লিখিত বা মুদ্রিত, স্বাক্ষরিত, মোহরাঙ্কিত এবং অপর পক্ষকে

প্রদত্ত হয় তাহাই আনুষ্ঠানিক চুক্তি (formal contract) বা বিশেষ চুক্তি (specialty) নামে অভিহিত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য চুক্তিকে সাধারণ চুক্তি বলা হয়। ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তির জন্য পণ অপরিহার্য, বিশেষ চুক্তির ক্ষেত্রে নহে। ভারতীয় আইনে এইরূপ কোন পার্থক্য করা হয় না। ভারতীয় আইনে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন চুক্তি মাত্রেই পণ অপরিহার্য।

(২) ইংরাজী আইনে অতীত পণ (past consideration) পণ বলিয়া গণ্য হয় না ; কিন্তু ভারতীয় আইনে অতীত পণ সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য।

(৩) ইংরাজী আইনে যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে (promissee) সেই ব্যক্তির নিকট হইতে পণ সঙ্কলিত হইবে ; কিন্তু ভারতীয় আইনে যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি—এই উভয়েই পণের উৎস বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

"পণ বিহীন চুক্তি চুক্তি নহে"—ইহার ব্যতিক্রম (No Consideration No Contract—Its Exceptions)

পণ বৈধ চুক্তির (valid contract) অপরিহার্য অঙ্গ। পণ বিহীন অঙ্গীকার দানের নামান্তর মাত্র। পণের বিনিময়ে অঙ্গীকার হইলে লেন-দেন সূচিত হয়। যে অঙ্গীকার পণের বিনিময়ে করা হয় নাই, অতি পবিত্র ও সম্মানজনক হইলেও তাহা কোন বাধ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তির (simple contracts) ক্ষেত্রে পণ অপরিহার্য। ভারতীয় আইনে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত চুক্তি মাত্রেই পণ অপরিহার্য। অধিনিয়মের ২৫তম ধারায় তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে ; এই তিনটি ক্ষেত্রে পণ না থাকিলেও আইনসংগত চুক্তি নিষ্পন্ন হইবে। ইহা ভিন্ন ১৮৫তম ধারায় অপর একটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) যে করার লিখিত এবং দলিল পঞ্জীভুক্ত করিবার প্রচলিত আইন অনুসারে পঞ্জীভুক্ত (registered) এবং নিকট সম্পর্কিত পক্ষদ্বয়ের স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ বশতঃ সম্পাদিত হয় তাহা পণবিহীন হইলেও আইন-সংগত গণ্য হইবে—ধা. ২৫ (১)

(২) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারকারীর জন্য কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, অথবা যে কার্য সম্পাদন করিতে অঙ্গীকারকারী আইনত বাধ্য তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার ক্ষতি পূরণের জন্য যে করার তাহা পণ বিহীন হইলেও আইন-সংগত হইবে। —ধা. ২৫ (২)

রাম শ্যামের টাকার থলি কুড়াইয়া পাইয়া শ্যামকে দেয়। শ্যাম রামকে ৫০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে। ইহা আইনানুগ চুক্তি।

(৩) যে ঋণ অবধি বাধিত (barred by limitation) তাহা পূর্ণ বা আংশিক রূপে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার, লিখিত এবং ঋণ গ্রহীতা অথবা তাহার প্রাধিকৃত অভিকর্তা (authorised agent) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে, পণ বিহীন হওয়া সত্ত্বেও আইন-সংগত হইবে।—ধা. ২৫ (৩)

(৪) অভিকর্তা বা প্রতিনিধি (agent) নিয়োগের চুক্তিতে পণ আবশ্যক নহে।—ধা. ১৮৫

চুক্তির পক্ষভুক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির মামলা করিবার অধিকার

যে ব্যক্তি চুক্তির কোন পক্ষভুক্ত নহে সেই ব্যক্তি ঐ চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারে না। ইহাই সাধারণ আইন। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; যথা :—

(১) অছি বা ন্যাস (trust) সৃষ্টির জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হইলে তাহার হিতগ্রাহী (beneficiary) ঐ চুক্তি পূরণের জন্য মামলা করিতে পারিবে। রাম কিছু সম্পত্তি শ্যামের নিকট হস্তান্তর

করিবার অঙ্গীকার করে এই শর্তে যে শ্যাম ন্যাসী (trustee) হিসাবে যদুর হিতার্থে ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এক্ষেত্রে যদু কোন পক্ষভুক্ত না হইলেও এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য মামলা করিতে পারিবে।

(২) অনেক সময় চুক্তির একপক্ষ ঐ চুক্তিতে যে অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহা তৃতীয় কোন পক্ষকে হস্তান্তর করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহার অনুকূলে হস্তান্তর হইয়াছে সেই পক্ষ চুক্তি পূরণের দাবিতে মামলা আনয়ন করিতে পারে।

(৩) পরস্পরের সম্মতিক্রমে পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি হইলে এবং ঐ নিষ্পত্তির শর্তসমূহ দলিল আকারে লিখিত হইলে তাহাকে পারিবারিক নিষ্পত্তি (family settlement) বলা হয়। ঐ নিষ্পত্তির পক্ষভুক্ত না হইলেও ঐ পরিবারভুক্ত যে কোন ব্যক্তি ঐ শর্ত পূরণের দাবিতে মামলা করিতে পারিবে।

এই তিন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষভুক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির চুক্তি হইতে কোন অধিকার অথবা কোন দায় জন্মে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিষ্ফল ও নিষ্ফলযোগ্য করার

(Void and Voidable Agreements)

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে, চুক্তির কতকগুলি অপরিহার্য অঙ্গ আছে (essential elements of a contract)। এইগুলি প্রতিপালিত হইলে তবে করার চুক্তিতে পরিণত হয়। যে করারে ইহা প্রতিপালিত হয় নাই সেইরূপ করার নিষ্ফল (void) অথবা নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইয়া থাকে।

নিষ্ফল করার (Void Agreement)—যে করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় নহে তাহাকে নিষ্ফল বলা হয়। ধা. ২. (ছ)। নিষ্ফল করারে আইনের দৃষ্টিতে কাহারও কোনরূপ দায় বা অধিকার জন্মে না। এইরূপ করার প্রথম হইতেই (ab initio) নিষ্ফল, ইহা আইনের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবহীন। নাবালককৃত করার, পণবিহীন করার (২৫তম ধারার অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত)—নিষ্ফল করারের উদাহরণ।

নিষ্ফলযোগ্য করার (Voidable Agreement)—যে করার কোন এক পক্ষ দ্বারা পরিহার করা যাইতে পারে (may be avoided) তাহাকে নিষ্ফলযোগ্য করার বলা হয়। এইরূপ করার পরিহার না হওয়া পর্যন্ত উত্তম চুক্তি হিসাবে গণ্য হইবে। "যে করার উহার এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছায় আইন অনুসারে প্রবর্তনীয় হইতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষ বা পক্ষসমূহের ইচ্ছায় নহে, তাহাকে নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি বলা হয়"—ধা.২ (ঝ)। ক্লিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিলে এইরূপ চুক্তি স্বীকার করিতে পারেন অথবা অস্বীকার করিতে পারেন। যখন ক্লিষ্ট পক্ষ ইহা অস্বীকার করেন তখন এই

চুক্তি নিষ্ফল করারে পরিণত হয় ; কিন্তু এইরূপ অস্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বৈধ (valid) বলিয়া গণ্য হয়।

রাম বলপূর্বক যত্নর দ্বারা এক চুক্তি সম্পন্ন করায় যে যত্ন তাহার বাড়ি মধুর নিকট বিক্রয় করিবে। এই চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (voidable), যেহেতু ইহা বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। যত্ন ইচ্ছা করিলে এই চুক্তি অস্বীকার করিতে পারে। মধু এই চুক্তি বলবৎ করিতে পারে না (cannot enforce it.) ; কিন্তু যত্ন ইচ্ছা করিলে মধুর প্রতিকূলে এই চুক্তি বলবৎ করিতে পারে। এইরূপ অবৈধ প্রভাব (undue influence), মিথ্যা-বর্ণন (misrepresentation) প্রভৃতি দ্বারা চুক্তি নিষ্পন্ন হইলে তাহা নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইবে।

সুতরাং নিষ্ফল করার ও নিষ্ফলযোগ্য চুক্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, নিষ্ফল করার প্রথম হইতেই (ab initio) মূল্যহীন, এবং আইনের দিক হইতে ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; কিন্তু নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যদি এবং যখন ক্লিষ্ট পক্ষ তাহার ইচ্ছা প্রয়োগ করেন ও ঐ চুক্তি অস্বীকার করেন।

এই প্রসঙ্গে অপ্রবর্তনীয় করার (unenforceable Agreement) ও অবৈধ করার (illegal Agreement) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। **"অপ্রবর্তনীয় করার"** ইংরাজী আইনের কথা। যে করার কোন নিয়মের ক্রটির জন্য (because of some technical defects) আইনের সাহায্যে প্রবর্তন (enforce) করা যায় না তাহাকে ইংরাজী আইনে অপ্রবর্তনীয় করার বলে। উপযুক্ত প্রমুদ্রা-শুল্ক (stamp duty) প্রদত্ত না হইলে অথবা আবশ্যক ক্ষেত্রে পঞ্জীভুক্ত (registration) করা না হইলে করার অপ্রবর্তনীয় হইয়া থাকে।

যে করার প্রচলিত আইনের পরিপন্থী (against the law in force) তাহাকে **অবৈধ করার** বলা হয় ; যথা—চুরি করিবার করার, খুন করিবার করার, ইত্যাদি।

নিষ্ফল করার ও অবৈধ করার এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অবৈধ করার মাত্রেই নিষ্ফল, কিন্তু নিষ্ফল করার মাত্রেই অবৈধ নহে। আইন বিরুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন করার নিষ্ফল হইতে পারে। যে করারের শর্তাবলী অনিশ্চিত (uncertain), সে করার নিষ্ফল, কিন্তু অবৈধ নহে। মূল করার অবৈধ হইলে তাহার প্রাসঙ্গিক (incidental) ও আনুসঙ্গিক (collateral) অন্যান্য করার নিষ্ফল গণ্য হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন অবৈধ লেন-দেনের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে করার সম্পাদিত হইলে আদালত ঐ করার প্রবর্তন করিবেন না। কিন্তু মূল করার নিষ্ফল হইলেও তাহার আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক করার বৈধ (valid) হইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা

(Capacity to Contract)

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ১১শ ধারায় বলা হইয়াছে,—প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে সাবালক হইয়া থাকেন, যদি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটিয়া থাকে এবং যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের দ্বারা চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য বিবেচিত না হইয়া থাকেন।

চুক্তি সম্পাদন করিবার অযোগ্যতা কি কি কারণে জন্মিতে পারে তাহা অধিনিয়মের এই ধারা হইতে জানিতে পারা যায়। এই কারণগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,—

[ক] নাবালকত্ব (minority);

[খ] মস্তিষ্ক বিকৃতি (mental deficiency) : উন্মাদ (lunatic), জড়বুদ্ধি (idiot) এবং পানোন্মত্ত (drunken) ব্যক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

[গ] স্থিতি বা পদ (status) : বৈদেশিক শত্রু (alien enemies) ; পররাষ্ট্রীয় রাজা বা রাজদূত (foreign sovereign and ambassadors), বৃত্তিজীবী ব্যক্তি (professional people) ; কারাদণ্ড ভোগী ব্যক্তি (convict) এবং নিগম (corporations) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(ক) নাবালকত্ব

নাবালক কাহাকে বলে—ভারতীয় সাবালকত্ব অধিনিয়ম, ১৮৭৫ (Indian Majority Act, 1875)-এর ৩য় ধারায় বলা হইয়াছে,—যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সে ব্যক্তি সাবালক (major) গণ্য হইবে। সুতরাং যাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই সে নাবালক (minor)। এই নিয়মের দুইটি ব্যতিক্রম আছে,—১) যদি নাবালকের সত্তা (person) অথবা সম্পত্তি (property) অথবা উভয়ের জন্য আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, অথবা (২) যদি প্রতিপাল্য অধিকরণ (Court of Wards) কর্তৃক নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনার ভার গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নাবালকত্ব চলিতে থাকিবে। সুতরাং নাবালকের বয়ঃসীমা সাধারণত ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। ইংরাজী আইনে সর্বক্ষেত্রেই নাবালকের বয়ঃসীমা ২১ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।

চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের যোগ্যতা (Minor's capacity to contract)—নাবালক কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা

সম্পর্কে ভারতীয় আইনের বিধান নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে ঃ—

(১) নাবালক কর্তৃক কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে (পরবর্তী দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত) তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল (void) ও প্রভাবহীন হয়। অধিনিয়মের ১১শ ধারার প্রথম অংশে কার্যতঃ (in effect) বলা হইয়াছে,—কোন ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদন যোগ্য হইবে না যদি তিনি সাবালক না হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নাবালকের চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতা নাই। ইহার নজীর হিসাবে Mohori Bibi *v.* Dharmodas Ghose (1930, 30 I.A. 114) মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মামলায় ধর্মদাস ঘোষ নামে এক নাবালক ২০,০০০৲ টাকায় একটি বন্ধক (mortgage) সম্পাদন করে এবং বন্ধকগ্রহীতার (mortgagee) নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা গ্রহণ করে। পরে ধর্মদাস এই বন্ধক রদ (set aside) করিবার জন্য মামলা দায়ের করে। প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে, যেহেতু এই চুক্তি নিষ্ফল যোগ্য (voidable) এবং যেহেতু নাবালক ইহা অস্বীকার করিতেছে, সেই হেতু নাবালককে প্রদত্ত ৮০০০৲ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে (৬৫তম ধারা অনুসারে)। প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি নিরঙ্কুশরূপে নিষ্ফল (absolutely void), সুতরাং ঐ টাকা প্রত্যর্পণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(২) নাবালক কাহারও অনুকূলে কোন সম্প্রদেয়পত্র (negotiable instrument) সম্পাদন করিতে পারে না, কিন্তু নাবালকের অনুকূলে সম্প্রদেয়পত্র সম্পাদিত হইবার কোন বাধা নাই। যদি নাবালকের অনুকূলে কোন বিক্রয় (sale) বা বন্ধক (mortgage) সম্পাদিত হয় এবং নাবালক কর্তৃক সেজন্য মূল্য প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ নাবালক অথবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রতিকূলে ঐ বিক্রয়

বা বন্ধক বলবৎ (enforce) করাইতে পারিবেন (Raghavachariar v. Srinivas, 1917, 40, Mad, 308)। চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের অযোগ্যতার (incompetence) অর্থ নিজেকে নিজে দায়বদ্ধ করিবার অযোগ্যতা, নাবালক নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না। সুতরাং কোন চুক্তির এক পক্ষ যদি নাবালক হয়, তবে নাবালকের প্রতিকূলে (as against the minor) ঐ চুক্তি নিষ্ফল (void) হইবে. কিন্তু ঐরূপ চুক্তি হইতে নাবালক উপকার ভোগ করিতে পারিবে (derive benefit)।

(৩) নাবালকের বা নাবালক যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে আইনত বাধ্য তাহাদের উদ্দেশে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (necessaries) সরবরাহ করা হয়, তাহার উচিত মূল্য প্রদানের জন্য নাবালকের সম্পত্তি দায়ী (liable) থাকিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলিতে কি বুঝাইবে তাহা নাবালকের স্থিতি (status) ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা (social position) দ্বারা নির্ণয় করা হইবে। সরবরাহকারী উচিত মূল্য পাইবেন, নাবালক কর্তৃক স্বাকৃত মূল্য নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবে না, তাহার সম্পত্তিই দায়ী হইবে। সুতরাং যদি কোন নাবালককে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের পর নাবালক তাহার মূল্য প্রদানে অক্ষম হয় এবং ঐ নাবালকের যদি কোন সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে সরবরাহকারী তাহার প্রাপ্যমূল্য হইতে বঞ্চিত হইবেন।

(৪) যেহেতু নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি প্রথম হইতেই নিষ্ফল (void ab initio), সুতরাং নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ চুক্তি অনুসমর্থন (ratification) দ্বারা বৈধ (valid) চুক্তিতে পরিণত করিতে পারে না।

(৫) যদি কোন বিক্রয় বা বন্ধক হইতে নাবালক কোন উপকার (benefit) পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে

নাবালককে বাধ্য করা যাইবে না এবং নাবালকের সম্পত্তিও সেজন্য দায়বদ্ধ হইবে না (Mohori Bibi *v.* Dharmodas Ghose মামলা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু কতকগুলি মামলায় নাবালকের আবেদনে চুক্তি বাতিল করিয়া আদালত নাবালকের উপর ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়াছেন। বিনির্দিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়মের ৪১ ধারা (Sec. 41 of the Specific Relief Act) অনুসারে আদালত ইচ্ছা করিলে ঐরূপ নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কোন নাবালক যদি নিজেকে সাবালক বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান পূর্বক ঋণ গ্রহণ করে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে প্রণোদিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ঐ নাবালক তাহার নাবালকত্বের যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে (can plead infancy)। অর্থাৎ, যাহা সত্য নহে এরূপ কোনকিছু সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিলেও পরে তাহার সত্যতা অস্বীকার করিবার কোন বাধা থাকিবে না। আইনের ভাষায় ইহাকে বলা হয়,—নাবালকের প্রতিকূলে কোন স্বীকৃতির বাধা থাকিতে পারে না (no estoppel against a minor)। Sadik Ali Khan *v.* Jaikishore (A. I. R., 1928, P. C. 152) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত আবশ্যক বোধে অপর পক্ষের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য নাবালককে নির্দেশ দিতে পারেন, নাবালকের অপরকে প্রতারণা করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। লাহোর উচ্চ আদালতে Khan Gul *v.* Likha Singh (1928, 9 Lah 701) মামলায় সাব্যস্ত হয় যে নাবালক ন্যায়ের দিক হইতে (in equity) ক্ষতি পূরণের জন্য দায়ী।

(৭) নাবালকের পক্ষে তাহার অভিভাবক (guardian) অথবা তাহার সম্পত্তির পরিচালক (manager) কোন চুক্তি সম্পাদন

করিলে তাহা প্রবর্তনীয় হইবে, যদি [ক] ঐ অভিভাবক বা পরিচালক তাহাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করেন এবং [খ] ঐ চুক্তি নাবালকের হিতের (benefit) জন্য করা হইয়া থাকে। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য অধিনিয়মে (Guardian and Wards Act) অভিভাবকের অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে।

(৮) নাবালক অংশীদারীর জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না, তবে সকল অংশীদারের সম্মতি থাকিলে অংশীদারীর সকল সুবিধা পাইতে পারে (ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়ম, ধা. ৩০)।

(৯) নাবালক অধিকর্তা বা এজেণ্ট (Agent) হইতে পারে। নিজেকে আবদ্ধ না করিয়া সে সম্প্রদেয় পত্র সম্পাদন বা পৃষ্ঠাঙ্কন (endorse) করিতে পারিবে। একজন নাবালক ও একজন সাবালক একত্রে কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে তাহাতে নাবালকের কোন দায়িত্ব থাকে না।

(খ) মস্তিষ্ক বিকৃতি (unsoundness of mind)

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্যতা যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, মস্তিষ্ক বিকৃতি তাহাদের অন্যতম। এখন স্বতঃই প্রশ্ন হইবে,—চুক্তির সম্পর্কে মস্তিষ্ক-বিকৃতি বলিতে কি বুঝাইবে ? অধিনিয়মের ১২শ ধারায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যদি কেহ চুক্তি-সম্পাদন কালে চুক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে এবং তাহার স্বার্থের উপর ইহার কি প্রভাব তাহা বিচার করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে চুক্তির সম্পর্কে **বিকৃত মস্তিষ্ক** বলা হইবে।

যে ব্যক্তি সাধারণতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক কিন্তু সময় সময় মানসিক সুস্থতা উপভোগ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি মানসিক সুস্থ অবস্থায় চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম।

যে ব্যক্তি সাধারণতঃ সুস্থ মস্তিষ্ক (of sound mind) কিন্তু সময় সময় বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, সে ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য।

উদাহরণ। উন্মাদ আশ্রমের যে রোগী সময় সময় মানসিক সুস্থতা উপভোগ করে, সে ঐরূপ মানসিক সুস্থ অবস্থায় চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম।

যে সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি জ্বরে বিকারগ্রস্ত (delirious from fever), অথবা এরূপ পানোন্মত্ত যে, চুক্তির শর্তাবলী বুঝিতে বা তাহার স্বার্থের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব তাহা ধারণা করিতে অক্ষম, যে ব্যক্তি ঐরূপ বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মত্ত অবস্থায় চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য।

মস্তিষ্ক-বিকৃতি নানা কারণে ঘটিতে পারে,—জড়বুদ্ধি (idiocy), উন্মাদ (lunacy), পানোন্মত্ততা (drunkenness), ইত্যাদি। সম্মোহন শক্তির প্রভাবে (under the influence of hypnotism) সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতে পারে।

যে ব্যক্তি মস্তিষ্ক-বিকৃতির যুক্তি প্রদর্শন করিবে তাহাকেই আদালতের নিকট সন্তোষজনক ভাবে মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রমাণ করিতে হইবে।

জড়বুদ্ধি (Idiocy)—যে ব্যক্তি কোন কিছুই বুঝিতে পারে না তাহাকে জড়বুদ্ধি বলা হয়। ইহা মস্তিষ্কের পরিণতির অভাব হইতে জন্মে। ইহা সহজাত (congenital) এবং দুরারোগ্য।

উন্মাদ (Lunacy)—ইহা মস্তিষ্কের ব্যাধি বিশেষ। উন্মাদ ব্যক্তির মানসিক শক্তি এরূপ বিকল (deranged) হইয়া যায় যে, তাহার কোন বিচার ক্ষমতা থাকে না। এই ব্যাধি অনেক সময় আরোগ্য হয়।

পানোন্মত্ততা (Drunkenness)—ইহাতে সাময়িক ভাবে মানসিক শক্তি আচ্ছন্ন হইয়া বিচার শক্তি রহিত করিয়া দেয়।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা নিষ্ফল (void) হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে নিজের বা যাহাদের ভরণপোষণ

করিতে বাধ্য এরূপ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের উদ্দেশ্যে চুক্তি হয়, সে ক্ষেত্রে অধিনিয়মের ৬৮তম ধারা অনুযায়ী উহা উপচুক্তি (Quasi contract) হিসাবে বৈধ (valid) গণ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে না, শুধুমাত্র সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইয়া থাকে।

(গ) অন্যান্য অযোগ্যতা

বিদেশীয় শত্রু (Alien enemies)—কোন ভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের নাগরিককে বিদেশীয় (alien) বলা হয়। যে রাষ্ট্র ভারতের সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে তাহাকে বন্ধুরাষ্ট্র বলা হয়, এবং ঐরূপ রাষ্ট্রের নাগরিক, ভারতে অবস্থান কালে, ভারতীয় নাগরিকের সহিত প্রায় সর্বপ্রকার চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য। কিন্তু ঐ রাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হইলে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বিদেশীয় শত্রু (alien enemy) গণ্য হইবে এবং তাহার উপর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে:—(১) যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন বিদেশীয় শত্রু ভারতীয় নাগরিকের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের (central government) অনুমতি ব্যতীত কোন ভারতীয় আদালতে মামলা আনয়ন করিতে পারিবে না। (২) যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল হইবে অথবা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

পররাষ্ট্রীয় রাজা বা রাজদূত (Foreign Sovereigns or Ambassadors)—পররাষ্ট্রীয় নৃপতি, রাজপ্রতিনিধি বা রাজদূত এক বিশেষ অধিকার পাইয়া থাকেন,—ভারতীয় আদালতে উহাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা আনয়ন করা যায় না; কিন্তু উহারা ইচ্ছা করিলে ভারতীয় নাগরিকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহা বলবৎ (enforce) করিবার জন্য ভারতীয় আদালতের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন পূর্বতন নৃপতির (ex-king) এইরূপ অধিকার থাকে না।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Convict)—দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ড-ভোগের সময় কোন চুক্তিসম্পাদন করিতে পারিবে না বা কোন মামলা আনয়ন করিতে পারিবে না, কিন্তু কারাবকাশে (on parole) মুক্ত হইলে তখন এই বাধা থাকিবে না। দণ্ডভোগের পর অথবা আদালত কর্তৃক ক্ষমা করা হইলে, দণ্ডপ্রাপ্তির পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে মামলা আনয়ন করিবার অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হইবে।

বৃত্তিজীবী ব্যক্তি (Professional people)—ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারগণ তাহাদের পারিশ্রমিকের জন্য কোন চুক্তি বা মামলা করিতে পারেন না, কিন্তু অন্য দাবিতে মামলা করিবার কোন বাধা নাই। ভারতের ব্যারিষ্টারদিগকে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করিবার পূর্বে অধিবক্তা বা advocate হিসাবে নাম লিখাইতে হয় (Bar Council Act of 1927) এবং এই অধিনিয়মে পারিশ্রমিকের জন্য মামলা করিবার কোন বাধা নাই (Nihal chand *v.* Dilwar Khan, 55 All. 570, Full Bench)।

নিগম (Corporations)—ইহা আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি (artificial person created by law)। ইহা কাল্পনিক ব্যক্তি। কোম্পানী আইনে পঞ্জীভুক্ত প্রতিষ্ঠান (companies registered under company law), সংবিধিবদ্ধ গণ প্রতিষ্ঠান (public bodies created by statutes), যথা, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইহারা সবই নিগম। ইহাদের কোন দৈহিক (physical) অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ইহারা মামলা আনয়ন করিতে পারে এবং ইহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা যায়।

নিগম কৃত্রিম ব্যক্তি, সুতরাং ইহাকে অভিকর্তার (agent) মাধ্যমে চুক্তি করিতে হয় এবং ইহা কোন ব্যক্তিগত ধরনের চুক্তি করিতে পারে না: তবে ভারতীয় কোম্পানী আইন (১৯৫৬)

অনুসারে সচিব (Secretary) বা কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) হইতে পারে। কোম্পানীর চুক্তি করিবার ক্ষমতা তাহার পরিমেলবন্ধ (Memorandum of Association) দ্বারা এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি করিবার ক্ষমতা যে সংবিধির (statute) দ্বারা উহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি

(Free Consent)

সকল পক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি চুক্তির এক অপরিহার্য অঙ্গ. সম্মতি কাহাকে বলে এবং কোন অবস্থায় ইহাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বলা হইবে তাহা যথাক্রমে অধিনিয়মের ১৩শ এবং ১৪শ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

অধিনিয়মের ১৩শ ধারায় বলা হইয়াছে,—দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হইলে তাহারা সম্মত হইয়াছেন বলা হইবে। অর্থাৎ সকল পক্ষকে একই বিষয় একই অর্থে বুঝিতে হইবে ; ইহার ব্যতিক্রম হইলে সম্মতির অভাব হইয়া থাকে।

অধিনিয়মের ১৪শ ধারায় বলা হইয়াছে,— যে সম্মতি বলপ্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), প্রতারণা (fraud), মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) অথবা ভুল (mistake) দ্বারা প্রণোদিত নহে, তাহাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি (free consent) বলা হইবে।

বলপ্রয়োগ (Coercion)

অধিনিয়মের ১৫শ ধারায় বলা হইয়াছে,—যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে (১) ভারতীয় দণ্ডসংহিতা (Indian Penal Code) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য করে বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করে, (২) অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সম্পত্তি অবৈধ ভাবে আটক রাখে বা রাখিবার ভীতি প্রদর্শন করে, তবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বলা হইবে। যে স্থানে বলপ্রয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সে স্থানে ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা বলবৎ কিনা তাহা অবান্তর।

এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে কার্য দ্বারা বলপ্রয়োগ সংগঠিত, সেই কার্য চুক্তির একপক্ষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে বা অন্য পক্ষের প্রতি অনুষ্ঠিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। উহা যে কোন ব্যক্তির দ্বারা এবং যে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তবে উহার দ্বারা চুক্তির সম্মতি প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক।

কয়েকটি উদাহরণ বিচার করিলেই ধারাটির অর্থ ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) রাম শ্যামকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম যদি তাহার বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহা হইলে রাম শ্যামকে গুলি করিয়া মারিবে। শ্যাম রামের নিকট বাড়ি বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। এ স্থলে সম্মতি বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রণোদিত।

(২) রাম শ্যামকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম যদি তাহার বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহা হইলে রাম শ্যামের ছেলেকে গুলি করিয়া মারিবে। শ্যাম রামের নিকট বাড়ি বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। এস্থলেও সম্মতি বলপ্রয়োগ দোষে দুষ্ট।

(৩) যদু শ্যামকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম যদি শ্যামের বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহা হইলে যদু ঐ

বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করিবে। শ্যাম রামের নিকট বাড়ি বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। এস্থলেও বলপ্রয়োগ দোষে দুষ্ট।

(৪) সমুদ্রের বুকে একখানি ইংরাজী জাহাজে এক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা অনুসারে দণ্ডনীয় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক অপর এক ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করে। পরে কলিকাতায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা আনয়ন করে। এক্ষেত্রেও প্রথম ব্যক্তির দ্বারা বলপ্রয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যদিও তাহার কার্য ইংরাজী আইনে দণ্ডনীয় নহে এবং যে স্থানে ও যে সময়ে ঐ কার্য অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানে ও সেই সময় ভারতীয় দণ্ড-সংহিতার ৫০৬ ধারা (দণ্ডনীয় ভীতিপ্রদর্শন) বলবৎ ছিল না।

(৫) এক ব্যক্তি আত্মহত্যার ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা অপর এক ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত করে। এই সম্মতি বলপ্রয়োগ প্রণোদিত গণ্য হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মহত্যার চেষ্টা ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ, আত্মহত্যা নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়, (ক) আত্মহত্যা মাত্রেই আত্মহত্যার চেষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং (খ) যে স্থলে কোন চেষ্টাই দণ্ডনীয় সেই স্থলে ঐ চেষ্টার পরিণতিও দণ্ডনীয় হইবে (Amiraju v. Seshamma, 41 Mad 33)।

(৬) কাহারও বিরুদ্ধে মামলা আনয়নের ভীতিপ্রদর্শন কখনও বলপ্রয়োগ গণ্য হইবে না, কারণ মামলা আনয়ন ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ নহে।

বলপ্রয়োগের পরিণাম (Consequences of Coercion) —বলপ্রয়োগ দ্বারা সংগঠিত চুক্তি, যে পক্ষের সম্মতি বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে, সেই পক্ষের ইচ্ছানুসারে (at the option of) নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইয়া থাকে—ধা. ১৯। ক্লিষ্ট পক্ষ ঐ চুক্তি রদ করাইতে পারে বা ইচ্ছা করিলে চুক্তি স্বীকার করিয়া অপর পক্ষকে চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে।

অনুচিত প্রভাব (Undue Influence)

যে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান যে এক পক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করিতে (dominate) সমর্থ এবং অপর পক্ষের নিকট হইতে অন্যায় সুবিধা গ্রহণের জন্য সেই সম্পর্ক প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই চুক্তিকে অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত বলা হয়—ধা. ১৬ (১)।

অধিনিয়মের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অনুচিত প্রভাবের অস্তিত্ব অনুমিত হয় ঃ—

(ক) যখন এক পক্ষের উপর কোন প্রকৃত (real) বা আপাত (apparent) অধিকার বিদ্যমান, অথবা যখন পক্ষ-দ্বয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাসের সম্পর্ক (fiduciary relation) বিদ্যমান। পিতা ও পুত্র, অভিভাবক (guardian) ও প্রতিপাল্য (ward), চিকিৎসক ও রোগী, ব্যবহারদেশক (solicitor) ও মক্কেল (client), গুরু (spiritual preceptor) ও শিষ্য, ন্যাসী (trustee) ও হিতগ্রাহী (beneficiary) ইত্যাদির মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্যমান।

(খ) বয়স, রোগ অথবা শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বশতঃ যে ব্যক্তির মানসিক শক্তি সাময়িক ভাবে অথবা স্থায়ীভাবে আহত, সেইরূপ ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিলে।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদাহরণ কয়েকটি বিচার করা যাইতে পারে।

[১] ক তাহার নাবালক পুত্র খ-কে কিছু টাকা দিয়াছিল। পরে খ সাবালক হইলে, ক তাহার সম্পর্কের অপব্যবহার দ্বারা প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার ঋণ পত্র (bond) খ-এর নিকট হইতে লিখাইয়া লয়। এস্থলে ক অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে।

[২] রোগে বার্ধক্যে জীর্ণ ক তাহার চিকিৎসক খ-এর প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চিকিৎসার পারিশ্রমিক হিসাবে খ-কে এক অযৌক্তিক পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। এস্থলে খ অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে (Diala Ram v. Sargha, 1927. Lah. 536)।

[৩] এক প্রৌঢ় হিন্দু পরকালে নিজ আত্মার কল্যাণ কামনায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুরুকে প্রদান করেন। এস্থলে গুরু অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছেন।

[৪] এক বৃদ্ধ নিরক্ষর মুসলমান মহিলা তাহার সম্পত্তির অধিকাংশ যে ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি পরিচালন (manage) করিত তাহাকে দানপত্র করিয়া দেন। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিচালক অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে।

অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত চুক্তির পরিণাম।—অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত চুক্তি যে ব্যক্তির সম্মতি অনুচিত প্রভাব দ্বারা লব্ধ হইয়াছে তাহার ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইয়া থাকে। এইরূপ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রদ (set aside) হইতে পারে, অথবা যে ব্যক্তি ইহা পরিহার করিতে অধিকারী সেই ব্যক্তি যদি এই চুক্তি হইতে কোন উপকার (benefit) ভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে আদালত যে কোন ন্যায্য শর্তে রদ করিতে পারেন।—ধা, ১৯ (ক)। বলা বাহুল্য, ক্লিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিলে চুক্তি স্বীকার করিয়া অপর পক্ষের প্রতিকূলে ইহা বলবৎ করিতে পারে।

প্রমাণ-ভার (Burden of proof): অনুচিত প্রভাবের চুক্তি রদ করিতে হইলে ক্লিষ্ট পক্ষকে প্রমাণ করিতে হইবে যে,

(ক) এক পক্ষের ইচ্ছার উপর অপর পক্ষের প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য ছিল, এবং

(খ) লেন-দেন বিশেষভাবে অনুচিত (unfair) ও অযৌক্তিক হইয়াছিল। এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইলে অনুচিত প্রভাব বিদ্যমান এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে (is presumed)।

চুক্তি অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত নহে—ইহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির যিনি অপরের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ। তিনি দেখাইতে পারেন যে লেনদেনের পূর্বে অপর পক্ষ পৃথকভাবে আইনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অনুচিত প্রভাবের অস্তিত্ব ধারণা করা হইয়া থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে—ধা, ১৬ (২)। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা করা হয় না,—স্বামী ও স্ত্রী, জমিদার ও প্রজা, ঋণদাতা (creditor) ও ঋণগ্রহীতা (debtor)। এই সকল ক্ষেত্রে যে পক্ষ অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ হইয়াছে দাবি করিবে সেই পক্ষকেই ইহা প্রমাণ করিতে হইবে।

উচ্চহারে সুদ ও উচ্চ মূল্য

ঋণদাতা ঋণের জন্য দুস্থ ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ লইলে তাহা অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত গণ্য হইবে কি? অধিনিয়মের ১৬শ ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ উদাহরণ হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

বাজারে যে সময় টাকার অভাব সেই সময় ক একজন মহাজনের (banker) নিকট ঋণ প্রার্থনা করে। মহাজন অস্বাভাবিক উচ্চহারে সুদ ছাড়া ঋণদানে স্বীকৃত হয় না। ক ঐ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে। ইহা ব্যবসায়ের সাধারণ লেনদেন, এস্থলে চুক্তি অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত নহে।

সুতরাং সুদের হার উচ্চ হইলেই অনুচিত প্রভাব প্রমাণ হয় না। যদি সুদের হার এরূপ উচ্চ হয় যে, স্থানকালের বিচারে আদালত

তাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক (unconscionable) মনে করেন, তাহা হইলেই ঋণদাতাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ হয় নাই। ক তাহার গ্রামের মহাজন খ-এর নিকট হইতে পূর্বের ঋণ পরিশোধের পূর্বেই পুনরায় ঋণ গ্রহণ করে। এই নূতন ঋণের শর্ত অত্যন্ত অযৌক্তিক (unconscionable) মনে হয়। এ স্থলে খ-কে প্রমাণ করিতে হইবে যে অনুচিত প্রভাব দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হয় নাই।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই বর্তমানে মহাজনী অধিনিয়মে (Money-lender's Act) সর্বোচ্চ সুদের হার স্থির করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া, সুদের হার অত্যন্ত অযৌক্তিক বিবেচিত হইলে, অতিকৌসীদ ঋণ অধিনিয়ম (Usurious Loans Act of 1918) কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আদালত ঐ হার কমাইয়া দিতে সক্ষম।

বাজারে যখন কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয় সেই সময়ে যদি দোকানী ঐ দ্রব্যের জন্য উচ্চ মূল্য দাবি করে এবং ক্রেতা ঐ উচ্চ মূল্য প্রদান করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবসায়ের সাধারণ লেন দেন হিসাবে গণ্য হইবে।

পর্দানশিন স্ত্রীলোক—যে সকল স্ত্রীলোক পর্দানশিন অর্থাৎ যাহারা অন্তঃপুরে থাকেন এবং অপরের সম্মুখে বাহির হন না, আইনে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ, ইহারা সহজেই অনুচিত প্রভাবের বশীভূত হইয়া থাকেন। পর্দানশিন স্ত্রীলোকের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন হইলে তাহা ঐ স্ত্রীলোকের আবেদন ক্রমে রদ হইতে পারে, যদি না অপর পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন যে চুক্তির শর্তাবলী স্ত্রীলোকটির নিকট ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল এবং স্ত্রীলোকটি শর্তাবলীর মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যে স্ত্রীলোক (হিন্দু বা মুসলমান) নিজেকে পর্দানশিন বলিয়া দাবি করিবেন তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি অবরোধ প্রথা

পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকেন। আংশিক ভাবে পর্দানশিন হইলে তিনি আইনের এই সুযোগ পাইবার অধিকারী নহেন।

বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের পার্থক্য—উভয় ক্ষেত্রেই এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রভাবের অধীন। দণ্ড-সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্যের অনুষ্ঠান বা ঐ কার্য করিবার ভীতিপ্রদর্শন হইতে অথবা অন্যায় ভাবে অপরের সম্পত্তি আটক রাখা বা রাখিবার ভীতিপ্রদর্শন হইতে বলপ্রয়োগের প্রভাবের উৎপত্তি। অনুচিত প্রভাবে, অপরের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য হইতে ইহার উৎপত্তি। বলপ্রয়োগ প্রায়শঃই শারীরিক, অনুচিত প্রভাব প্রায়শঃই নৈতিক; তবে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন।

প্রতারণা (Fraud)

চুক্তির এক পক্ষকে বা তাহার অভিকর্তাকে (agent) প্রতারণা করিবার উদ্দেশে অথবা তাহাকে চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশে যদি অপর পক্ষের দ্বারা বা তাহার জ্ঞাতসারে বা তাহার অভিকর্তা দ্বারা নিম্নলিখিত কার্যগুলির যে কোনও একটি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য প্রতারণা গণ্য হইবে :—

(১) যাহা সত্য নহে এরূপ বিষয়, যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না তাহাদ্বারা সত্য বলিয়া বর্ণনা।

(২) কোন বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সেই বিষয় ইচ্ছাপূর্বক গোপন করা।

(৩) অঙ্গীকার পালনের কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ না করিয়া অঙ্গীকার করা।

(৪) প্রতারণা করিবার যোগ্য অন্য কোনও কার্য।

(৫) আইন দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারণামূলক (fraudulent) বলিয়া ঘোষিত কোন কার্য বা বিচ্যুতি (omission)। —ধা, ১৭

এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে প্রতারণার লক্ষণ কি কি তাহা জানিতে পারা যায়। এই লক্ষণগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হইল :—

(১) এই কার্য (ক) চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন এক পক্ষদ্বারা, অথবা (খ) তাহার জ্ঞাতসারে, অথবা তাহার অভিকর্তাদ্বারা অবশ্য অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ১৭শ ধারায় বর্ণিত পঞ্চবিধ কার্যের যে কোনও একটি হইতে হইবে।

(৩) ইহা প্রতারণার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইবে এবং কার্যতঃ প্রতারণা করিবে।

(৪) প্রতারণার লক্ষ্য হইবে (ক) চুক্তির অপর পক্ষ, অথবা (খ) তাহার অভিকর্তা, অথবা (গ) অপর পক্ষকে চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করা।

Derry v. Peek (1889, 14 App. Ca. 337) মামলা প্রতারণা সম্পর্কীয় মামলার প্রকৃষ্ট নজীর। ইহাতে ধার্য হয় যে, (ক) জ্ঞাতসারে অথবা (খ) সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও অথবা (গ) সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে উপেক্ষা করিয়া কোন মিথ্যা বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে প্রমাণ করা হইলেই প্রতারণা প্রমাণিত হইবে। সুতরাং সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে উপেক্ষা করিয়া কোন বর্ণনা প্রদান করিলে তাহা প্রতারণামূলক হইবে।

মৌনাবলম্বন মাত্রেই প্রতারণা গণ্য হইবে কি ? (Does "Mere Silence" amount to Fraud ?) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বন প্রতারণায় পরিণত হইবে তাহা অধিনিয়মের ১৭শ ধারার ব্যাখ্যায় (Explanation) বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়,— মৌনাবলম্বন মাত্রেই, অর্থাৎ কোন সারবান তথ্য (material fact) গোপন করিলেই তাহা প্রতারণা বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের অবশ্য দুইটি ব্যতিক্রম আছে; (ক) যে স্থলে প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, অথবা (খ) যে স্থলে

মৌন অর্থাৎ নীরবতাই বাক্যের ন্যায় অর্থপূর্ণ, এই দুই ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বন প্রতারণা গণ্য হইবে। নিচের উদাহরণ হইতে এই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে।

(১) ক একটি ঘোড়া খ-এর নিকট নিলামে বিক্রয় করে। ঘোড়াটি প্রকৃতিস্থ (sound) নহে জানিয়াও ক সে বিষয়ে খ-এর নিকট কিছু প্রকাশ করে না। ইহা ক-এর প্রতারণা হইবে না।

(২) খ ক-এর কন্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কা। এক্ষেত্রে দুই পক্ষের সম্পর্ক এরূপ যে, ঘোড়াটির অপ্রকৃতিস্থতার (unsoundness) বিষয় খ-এর নিকট প্রকাশ করা ক-এর কর্তব্য।

(৩) ক-এর নিকট খ বলিল, "আপনি অস্বীকার না করিলে আমি ধরিয়া লইব যে, ঘোড়াটি প্রকৃতিস্থ"। ক মৌন থাকে। এক্ষেত্রে ক-এর নীরবতা কথার তুল্য।

(৪) ক এবং খ, দুই ব্যবসায়ী, এক চুক্তিবদ্ধ হয়। বাজারে মূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে—ক গোপনে এই সংবাদ পাইয়াছে। এই মূল্য পরিবর্তনে খ-এর চুক্তি পালন করিবার ইচ্ছা বিঘ্নিত হইতে পারে। ক এই বিষয় খ-এর নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।

ক্রেতা সাবধান ও পরম বিশ্বাসের চুক্তি (Caveat Emptor & Contract uberrimae fidei) : এই প্রসংগে "ক্রেতা সাবধান" (Caveat Emptor) সূত্রটির অর্থ এবং পরম বিশ্বাস (uberrimae fidei) এর চুক্তি বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

'ক্রেতা সাবধান' সূত্রটির অর্থ এই—বিক্রেতার পক্ষে পণ্যের অন্তর্নিহিত (latent) ত্রুটি ক্রেতার নিকট প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই; অবশ্য কোন ত্রুটি থাকিলে বিক্রেতা তাহার কার্য দ্বারা বা লক্ষণ দ্বারা (by act or implication) ঐ ত্রুটির অস্তিত্ব নাই এরূপ ধারণা জন্মাইতে পারিবেন না। চুক্তির সকল

পক্ষই সমান, জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায় কোন পক্ষই হীন নহে, ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক পক্ষই আপন দক্ষতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিবেন। সুতরাং বিক্রেতা কোন সারবান তথ্য (material fact) সম্বন্ধে মৌন থাকিলে ক্রেতা অভিযোগ করিতে পারেন না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

এরূপ কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেস্থানে চুক্তির সারবান তথ্য প্রকাশ করা চুক্তির বিভিন্ন পক্ষের আইনতঃ কর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ তথ্য প্রকাশ না করিলে অপর পক্ষ চুক্তি পরিহার (avoid) করিতে অধিকারী হইবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য (guardian and his ward), প্রধান ও অভিকর্তা (principal and his agent), ব্যবহারদেশক ও মক্কেল (solicitor and his client) ন্যাসী ও হিতগ্রাহী (trustee and beneficiary),—ইহাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে অভিভাবক, ব্যবহারদেশক ও ন্যাসীর পক্ষে সারবান তথ্যের পর্যাপ্ত প্রকাশ (ample discloure) আবশ্যক। এতদ্‌ব্যতীত অন্য এক শ্রেণীর চুক্তি আছে যাহাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি (contract uberrimae fidei) বলা হয়। এই শ্রেণীর চুক্তিতে এক পক্ষের যেরূপ জানিবার উপায় থাকে, অপর পক্ষের তাহা থাকে না; কাজেই তাহাকে প্রথম পক্ষের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং যে পক্ষের জানিবার সুযোগ থাকে, সেই পক্ষের কর্তব্য অপর পক্ষের নিকট তাহার বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এরূপ সকল বিষয় প্রকাশ করা। এইরূপ ক্ষেত্রে আইন অনুসারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস (abundant good faith) ও বর্ণনার যথাযথ্য (accuracy of statement) একান্ত প্রয়োজন। এই শ্রেণীর চুক্তিতে প্রতারণা (fraud) বা মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) পরিহার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ

বলা যায়, বীমার চুক্তিতে যিনি বীমাপত্র (insurance policy) লইবেন তিনি যাহা কিছু সারভূত তথ্য জানেন তৎসমুদয় পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য, তিনি যাহা সারভূত বিবেচনা করেন শুধু তাহাই প্রকাশ করিলে চলিবে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে বীমাকর্তা (insurer) চুক্তি পরিহার করিবার অধিকার অর্জন করিবেন। জমি-বিক্রয়ের চুক্তিও অনেক সময় এই শ্রেণীর চুক্তি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ভারতীয় পণ্য-বিক্রয় অধিনিয়ম (Indian Sale of Goods Act)-এর ১৬শ ধারাতে ও কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে পণ্যের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে (regarding quality and fitness) বিবক্ষিত শর্তাবলীর (implied conditions) উল্লেখ আছে। এই সমস্তই "ক্রেতা সাবধান" সাধারণ সূত্রটির ব্যতিক্রম।

প্রতারণা দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য—(Contract caused by fraud is voidable) প্রতারণাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া সম্মতি প্রদান করিলে, যিনি ঐরূপ ভাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তাহার ইচ্ছায় চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হইবে।—ধা, ১০।

মিথ্যাবর্ণন—(Misrepresentation)

মিথ্যাবর্ণন বলিতে সাধারণতঃ নির্দোষ (innocent) মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত (deliberate) মিথ্যাবর্ণন এই উভয় প্রকারই বুঝায়। কিন্তু আইনের ভাষায় প্রথম প্রকারকে মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) ও দ্বিতীয় প্রকারকে প্রতারণা (fraud) বলা হয়। বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই অসত্য ; প্রভেদ এই যে, প্রতারণায় অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

চুক্তি অধিনিয়মের ১৮শ ধারায় মিথ্যাবর্ণন নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) প্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা সমর্থনযোগ্য নহে এরূপ নিশ্চয়তার

সহিত যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস পূর্বক সত্য বলিয়া বর্ণনা করা।

রাম শ্যামকে বলিল যে, যদু নূতন কোম্পানীটির একজন পরিচালক (director) হইবে। রাম এই সংবাদ মধুর নিকট হইতে পাইয়াছে, যদুর নিকট হইতে নহে ; এবং এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই শ্যামকে উহা বলিয়াছে। শ্যাম রামের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া ঐ কোম্পানীর অংশ ক্রয়ের আবেদন করে। রামের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং উহা মিথ্যাবর্ণন গণ্য হইবে ; কারণ রাম যে সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিল তাহা ঐরূপ নিশ্চয়-উক্তি (positive assertion) করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

(২) বঞ্চনার উদ্দেশ্য পোষণ না করিয়া কোন কর্তব্যের ত্রুটি যাহাদ্বারা অপর কোন ব্যক্তির ভ্রান্তি উৎপাদন ও স্বার্থহানি হয় এবং যে ব্যক্তি কর্তব্যে ত্রুটি করিয়াছে তাহার কিছু সুবিধা (advantage) হয়। এক্ষেত্রে অপরকে বঞ্চনা করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই সত্য ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, যে ব্যক্তি লেন-দেন হইতে কিছুটা সুবিধা লাভ করিলেন তাহার দায়িত্ব লঘু হইতে পারে না। বঞ্চনার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহার যেরূপ দায়িত্ব জন্মিত এক্ষেত্রেও অনুরূপ দায়িত্ব জন্মিবে। যে স্থলে সারভূত সংবাদ প্রকাশ করা আইনতঃ কর্তব্য, সেস্থলে যদি কেহ ঐ সংবাদ প্রকাশ না করায় অপর পক্ষ ভুল পথে পরিচালিত হয়, তবে তাহা এই শ্রেণীর মিথ্যাবর্ণন হইবে। ইংরাজী আইনে ইহাকে অন্বয়াশ্রিত প্রতারণা (Constructive Fraud) বলা হয়।

(৩) যে উক্তি—তাহা যতই নির্দোষিতার সহিত করা হউক—করারের সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষকে করারের বিষয়বস্তুর সারাংশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মায়।

মিথ্যাবর্ণন দ্বারা প্রণোদিত চুক্তির পরিণাম।—চুক্তি মিথ্যা-বর্ণন দ্বারা প্রণোদিত হইলে, ক্লিষ্ট পক্ষ [ক] ঐ চুক্তি পরিহার

(avoid) করিতে পারে, অথবা [খ] অপর পক্ষকে ঐ চুক্তি মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু মিথ্যাবর্ণন দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া যে ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তাহার পক্ষে সাধারণ প্রচেষ্টা দ্বারা (with ordinary diligence) প্রকৃত তথ্য জানিবার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ হইলে তিনি কোনও প্রতিকার পাইবেন না [ধা, ১৯]। সাধারণ প্রচেষ্টা বলিতে এরূপ প্রচেষ্টা বা প্রয়াস বুঝিতে হইবে যাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে আবশ্যক বিবেচনা করেন।

মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার পার্থক্য

(১) প্রতারণায় কোন বিষয় সত্য নহে জানিয়া তাহা সত্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ ইহা ইচ্ছাকৃত (deliberate) অসত্য ভাষণ ; কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে যাহা সত্য নহে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ ইহা নির্দোষ মিথ্যাভাষণ (innocent mistatement)।

(২) প্রতারণায় অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য থাকে, মিথ্যাবর্ণনে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

(৩) প্রতারণার ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি পরিহার করিতে পারে এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করিতে পারে ; কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি পরিহার করিতে পারিবে, ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবে না।

ভুল (Mistake)

কোন বিষয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাকে ভুল বলা হইয়া থাকে। ভুল দুই প্রকারের হইতে পারে, [ক] আইন সম্বন্ধে এবং [খ] তথ্য সম্বন্ধে। আইন সম্বন্ধে ভুলও দুই প্রকারের, [১] ভারতে প্রচলিত আইন সম্বন্ধে এবং [২] বিদেশীয় আইন সম্বন্ধে।

আইন সম্বন্ধীয় ভুল—ভারতীয় আইন সম্পর্কে কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহাতে চুক্তি ক্ষুন্ন (affected) হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ দেশের আইন সম্বন্ধে অবহিত, ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা কৈফিয়ত হিসাবে অগ্রাহ্য। যে ব্যক্তি নিজ দেশের আইন সম্পর্কে ভুল করিবে তাহাকে ঐ ভুলের মাশুল দিতে হইবে। কোন বিশেষ ঋণ ভারতীয় পরিসীমা আইন (Indian Law of Limitation) দ্বারা বাধিত (barred) অর্থাৎ তামাদি হইয়া গিয়াছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া ক এবং খ এক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি পরিহার করা যাইবে না। কিন্তু যদি বিদেশীয় আইন সম্পর্কে ভুল হয়, তাহা হইলে চুক্তি পরিহার করা যায়।

তথ্য সম্বন্ধীয় ভুল—

(১) করারের উভয় পক্ষই সারবান তথ্য (essential facts) সম্পর্কে ভুল করিলে করার নিষ্ফল (void) হইবে। —ধা, ২০.

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, (১) করারের সারবান তথ্য সম্পর্কে ভুল হওয়া আবশ্যক এবং (২) উভয় পক্ষের ভুল হওয়া আবশ্যক।

রাম শ্যামের নিকট হইতে একটি ঘোড়া ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়। পরে দেখা যায়, লেন-দেনের করার হইবার পূর্বেই ঘোড়াটির মৃত্যু হইয়াছিল, যদিও রাম বা শ্যাম কেহই জানিতে পারে নাই। এই করার নিষ্ফল (void)।

কিন্তু করারের বিষয়-বস্তু এইরূপ কোন দ্রব্যের মুল্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা তথ্য সম্বন্ধায় ভুল বলিয়া গণ্য হইবে না। একটি দ্রব্যের মুল্য একশত টাকা মনে করিয়া ক ঐ দ্রব্য ক্রয় করিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ দ্রব্যের মুল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র। ভুল বিধায় এই করার নিষ্ফল (void) হইবে না।

(২) চুক্তি অধিনিয়মের ২২তম ধারায় বলা হইয়াছে,—চুক্তির একপক্ষ তথ্য সম্পর্কে ভুলের বশবর্তী হইয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, এই কারণে চুক্তি নিষ্ফল হইবে না। এক পক্ষের ভুলে সাধারণতঃ চুক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু যদি ঐ ভুল এরূপ প্রকৃতির হয় যে তাহাতে সম্মতির :(consent) প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, তাহা হইলে এক পক্ষের ভুলেও চুক্তি নিষ্ফল হইবে।

চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল (Mistake as to Nature of Contract)—চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে এক পক্ষের ভুলেই চুক্তি নিষ্ফল হয়। এক ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ প্রত্যাভূতি (guarantee) মনে করিয়া একখানি বিনিময় পত্রে (bill of exchange] স্বাক্ষর দান করেন। ধার্য হয় যে, চুক্তি সম্পাদন হয় নাই (Foster v. Mackinnon, 1869, L. R. 4 C. P. 704)। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সম্মতির অভাব ঘটিয়াছে, যেহেতু চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই পক্ষ দুই প্রকার ধারণা করিয়াছে।

চুক্তির বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ভুল (Mistake as to Subject matter of Contract)—যাহার প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই এরূপ কোন অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যদি চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগুলি কোন চুক্তি সম্পাদন করে, অথবা কোন তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা বশতঃ এক চুক্তি বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে ঐ চুক্তি নিষ্ফল (void) হইবে। বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব, অভিন্নতা, স্বত্ব, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে এইরূপ ভুল হইতে পারে। বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুল— তথ্য সম্বন্ধীয় ভুল দ্রষ্টব্য।

বিষয়-বস্তুর অভিন্নতা সম্বন্ধে ভুল—Peerless নামে দুইখানি জাহাজ পণ্য-সম্ভার লইয়া বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করে। বিক্রেতা উহার একখানির মাল বিক্রয় করেন কিন্তু ক্রেতা অপর খানির মাল ক্রয় করেন, চুক্তি নিষ্ফল ধার্য হয় (Raffles v. Wichelhaus, 1864, 2. H. & C. 906)।

বিষয়বস্তুর স্বত্ব সম্পর্কে ভুল—ক-এর নিকট হইতে খ একটি মীনক্ষেত্র বা জলকরের (fishery) ইজারা (lease) গ্রহণ করে। ক-এর ইজারা প্রদান করিবার কোন স্বত্ব ছিল না, ক বা খ কেহই ইহা অবগত ছিল না, চুক্তি নিষ্ফল সাব্যস্ত হয় (Cooper v. Phibbs, 1867, 2. H. L. 149)।

বিষয়বস্তুর মূল্য সম্বন্ধে ভুল—বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে যথার্থ ভুল (genuine mistake) হইলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। বিক্রেতা সম্পত্তির মূল্য ২,২৫০ পাউণ্ডের স্থলে ভুল ক্রমে ১,১৫০ পাউণ্ড লেখেন এবং ক্রেতা লিখিত মূল্য ভুল জানিয়াও তাহাকে সম্মতি প্রদান করেন। আদালতে চুক্তি নিষ্ফল সাব্যস্ত হয়।

যে ব্যক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয় তৎসম্পর্কে ভুল (Mistake as to the person contracted)—আইনের বিধান এই,—যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ক-এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, সে ক্ষেত্রে খ এই চুক্তির অধীনে নিজেকে নিজে কোন স্বত্ব দান করিতে পারে না। সুতরাং ক যদি কেবলমাত্র খ-এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবার ইচ্ছা লইয়া গ-কে খ মনে করিয়া গ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে ঐ চুক্তি নিষ্ফল হইবে। ভুল পরিচয় হেতু (on ground of mistaken identity) চুক্তি নিষ্ফল হইবে যদি প্রমাণিত হয় (১) ক একমাত্র খ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক ছিল এবং (২) গ ইহা অবগত ছিল।

Cundy v. Lindsay (1873, 3 A. C. 459)—Blenkarn নামে এক ব্যক্তি Blenkiron নামক এক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর অনুকরণ পূর্বক Lindsay-র নিকট হইতে ধারে মাল সংগ্রহ করে এবং ঐ মাল Cundy নামক নির্দোষ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। Lindsay মাল ফিরিয়া পাইবার জন্য Cundyর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করে। ধার্য হয়, যেহেতু Blenkarn-এর সহিত Lindsay-র চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় ছিল না, সেই হেতু উভয়ের

মধ্যে কোন চুক্তি হয় নাই, এবং Cundy নির্দোষ ক্রেতা হইলেও Blenkarn-এর নিকট হইতে যে মাল কিনিয়াছে তাহাতে যথার্থ স্বত্ব লাভ করে নাই ; সুতরাং তাহাকে মাল ফেরৎ দিতে হইবে অথবা তাহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

Luke *v.* Simmons (1927, A. C. 487)—এক মহিলা নিজেকে একজন ব্যারণের পত্নী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান পূর্বক এক মণিকারের দোকান হইতে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্বামীকে দেখাইবার ভান করিয়া দুই গাছা মুক্তার হার লইয়া যান। ধার্য হয়,—মণিকার ও ঐ মহিলার মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই, কারণ মণিকারের ঐ মহিলার সহিত কারবার করিবার অভিপ্রায় ছিল না, ব্যারণ-পত্নীর সহিত কারবারের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যে ক্রেতা ঐ মহিলার নিকট হইতে ঐ মুক্তার হার ক্রয় করিয়াছে তাহাকে উহা মণিকারের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, যেহেতু ক্রেতা উহাতে যথার্থ স্বত্ববান নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবৈধ উদ্দেশ্য এবং পণ

(Unlawful Object and Consideration)

চুক্তি অধিনিয়মের ২৩তম ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন করারের উদ্দেশ্য (object) অথবা পণ (consideration) অবৈধ (unlawful) হইলে ঐ করার নিষ্ফল (void) হইবে। উদ্দেশ্য এবং পণ উভযেই বৈধ হইলে করার চুক্তিতে পরিণত হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইবে, উদ্দেশ্য এবং পণ কোন কোন ক্ষেত্রে অবৈধ পরিগণিত হইবে ? অধিনিয়মের ২৩তম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করারের উদ্দেশ্য অথবা পণ অবৈধ গণ্য হইবে :—

(১) যদি ইহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে (forbidden by law)। কোন কার্য বা অনুষ্ঠান (act or undertaking) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বিবেচিত হইবে যদি ঐ কার্য বা অনুষ্ঠান ভারতীয় দণ্ড আইন (criminal law) অনুসারে দণ্ডনীয় হয় অথবা আইন সভা হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগ্য প্রাধিকার (competent authority) কর্তৃক বিশেষ আইন (special legislation) দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে।

(২) যদি ইহা অনুজ্ঞাত (permitted) হইলে আইনের বিধান ব্যর্থ করিয়া দেয়। বকেয়া রাজস্বের জন্য আইনের বিধানে ক-এর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। ঐ আইন অনুসারে খেলাপকারী (defaulter) ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে না। ক-এর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া খ ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে এবং সেজন্য যে মূল্য প্রদান করিতে হইয়াছে তাহা ক-এর নিকট হইতে লইয়া তাহাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হয়। এই করার নিষ্ফল যেহেতু ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে খেলাপকারীকেই ক্রেতা স্বীকার করা হইতেছে এবং তদ্বারা আইনের বিধান ব্যর্থ করা হইতেছে।

(৩) যদি ইহা প্রতারণামূলক (fraudulent) হয়। প্রতারণার উদ্দেশে কোন করার সম্পাদিত হইলে উহা নিষ্ফল (void) হইবে। ক, খ এবং গ প্রতারণা দ্বারা যাহা লাভ হইয়াছে বা হইবে তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার করার করিল। এই করার নিষ্ফল।

ক এক জমিদারের নায়েব। জমিদারের অজ্ঞাতসারে খ-এর নিকট হইতে টাকা লইয়া ক ঐ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত একখণ্ড জমি খ-এর নিকট ইজারা দিতে স্বীকৃত হয়। এই করার নিষ্ফল যেহেতু ক অর্থপ্রাপ্তি গোপন করিয়া জমিদারের সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

(৪) যদি ইহা অপর কোন ব্যক্তির বা তাহার সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খাতক (debtor)

মহাজনের (creditor) নিকট মজুরের কাজ করিতে স্বীকৃত হয় ; এই করার নিষ্ফল।

(৫) যদি ইহা বিচারালয়ের দৃষ্টিতে দুর্নীতিপূর্ণ (immoral) বিবেচিত হয়। যে করারের উদ্দেশ্য অথবা পণ দুর্নীতিপূর্ণ তাহা নিষ্ফল। খ-এর পক্ষে নিযুক্ত মোক্তার ক, মোক্তার হিসারে গ-এর অনুকূলে খ-এর উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অঙ্গীকার করে এবং গ সেজন্য তাহাকে এক হাজার টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করে। এই করার দুর্নীতিপূর্ণ, সুতরাং নিষ্ফল।

(৬) যদি ইহা বিচারালয়ের দৃষ্টিতে লোকনীতি-বিরুদ্ধ (opposed to public policy) বিবেচিত হয়। যে করার জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা সমাজের স্বার্থের প্রতিকূল তাহাকে লোকনীতি-বিরুদ্ধ বলা হয়।

লোকনীতি-বিরুদ্ধ করার—যে করার জনসাধারণের বা সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল তাহাকে লোকনীতি-বিরুদ্ধ করার বলা হয় এবং তাহা ঐ কারণে অপ্রবর্তনীয় (unenforce-able)। লোক-নীতির সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। এই কারণে পূর্বে যে যে শ্রেণীর মামলা লোকনীতি-বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হইয়াছে ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিচারালয় এই জাতীয় মামলা সীমাবদ্ধ করিয়া থাকেন। কোন বিচারালয় লোকনীতির নূতন শ্রেণী উদ্ভাবন করিতে পারেন না ("No court can invent a new head of public policy")। নিম্নলিখিত করার সমূহ লোকনীতি বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হইয়াছে :--

(১) শত্রুর সহিত ব্যবসায় (Trading with the enemy) —পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত দুই দেশের নাগরিকের মধ্যে কোন করার সম্পাদিত হইলে তাহা নিষ্ফল হইবে,—ইহাই সাধারণ নিয়ম। ভারতে সরকার কর্তৃক বিনির্দিষ্টরূপে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে (when specifically permitted) ঐরূপ করার প্রবর্তনীয় হইয়া থাকে।

(২) ন্যায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা (Interfering with the course of justice)—যে করার ন্যায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা প্রবর্তনীয় হইবে না। কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে অপরাধীকে অবশ্যই অভিযুক্ত হইতে হইবে। ইহার প্রতিরোধ উদ্দেশে কোন করার সম্পাদিত হইলে তাহা লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে। এই প্রসংগে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতীয় দণ্ড আইনে (Indian Criminal Law) বিশেষ বিশেয ক্ষেত্রে আপস নিষ্পত্তি উৎসাহিত করা হইয়া থাকে।

(৩) আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার (Misuse of legal process)—ইংরাজী আইনে ইহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, Maintenance এবং Champerty। যখন একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অর্থ দ্বারা বা অন্যভাবে মামলা চালাইতে সাহায্য করে—যে মামলায় সাহায্যকারীর কোন স্বার্থ নাই—তখন উহাকে Maintenance বলা হয়। পক্ষান্তরে যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এই শর্তে মামলা চালাইতে সাহায্য করে যে মোকদ্দমার ফলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার একাংশ তাহার হইবে, তখন উহাকে champerty বলে। ইংরাজী আইনে যে করার Champerty গণ্য হয় তাহা নিষ্ফল। কিন্তু সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রমাণিত হইলে Maintenance লোকনীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে না। কিন্তু ইংরাজী আইনের Champerty এবং Maintenance বিষয়ক সিদ্ধান্ত ভারতে প্রযুজ্য নহে (Ramcoomer *v.* Chandrakanta, 4 I.A, 23)। মামলায় যে ফললাভ হইবে তাহার অংশের বিনিময়ে মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্যের করার ভারতে লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে না যদি ঐ মামলা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন অসদুদ্দেশ্যে মামলা করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে।

(৪) সরকারী চাকরী বা সম্মানের ক্রয়-বিক্রয় (Traffic in

public offices or honours)—সরকারী চাকরী বা সম্মান সংগ্রহ করিয়া দিবার উদ্দেশে কোন করার করা হইলে তাহা লোকনীতি বিরুদ্ধ হইবে। এক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত টাকা দান করিলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সচিব প্রভাব বিস্তার করিয়া দাতাকে সরকারী খেতাব সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে টাকা প্রদান করা হয়; কিন্তু খেতাব সংগ্রহ হয় না। দাতা ঐ টাকা প্রত্যর্পণের জন্য মামলা করেন। ধার্য হয়, ঐ করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ।

(৫) কর্তব্য-বিরুদ্ধ স্বার্থসৃষ্টি (Creating interest opposed to duty)—যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন করার সম্পাদন করেন যাহা দ্বারা তিনি তাহার পেশাদারী কর্তব্য (professional duty) হইতে বিচ্যুত হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে ঐ করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ হইবে; যথা, কোন সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করিবেন না এই মর্মে করার করেন।

(৬) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধ (Restraint of personal freedom)—সাধারণতঃ আইনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন চুক্তি সম্পাদন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঐরূপ চুক্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে, সে ক্ষেত্রে আইন ঐ চুক্তি বলবৎ হইতে দিবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হইলে চুক্তি নিষ্ফল হয়, যেহেতু উহা লোকনীতি বিরুদ্ধ। এক ব্যক্তি ঋণগ্রহণকালে ঋণদাতার সহিত করারবদ্ধ হয় যে, ঋণদাতার লিখিত অনুমতি ব্যতীত সে তাহার বাসস্থান বা চাকুরী পরিবর্তন করিবে না, বেতন হ্রাসে স্বীকৃত হইবে না, কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে না বা কোনরূপ আর্থিক, নৈতিক বা আইনসংক্রান্ত দায়বদ্ধ হইবে না। ধার্য হয় যে, ঐ করার নিষ্ফল, যেহেতু উহা লোকনীতি-বিরুদ্ধ।

(৭) পিতামাতার অধিকারে প্রতিবন্ধ (Restraint of paren-

tal rights)—যে করার পিতামাতার অধিকারে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে তাহা নিষ্ফল। পিতা তাহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক, এবং পিতার অবর্তমানে মাতা অভিভাবক। এই অধিকার কোন করার দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। এক ব্যক্তি তাহার দুইটি নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব শ্রীমতী বেসান্তকে হস্তান্তর করিবার করার করেন এবং উহা ভবিষ্যতে প্রত্যাহার করিবেন না এই মর্মে করার করেন। পরে তাহার মতের পরিবর্তন হয় এবং পুত্র দুইটিকে পুনরায় পাইবার জন্য এবং তিনি উহাদের অধিকার-সম্পন্ন অভিভাবক ইহা ঘোষণার জন্য বিচারালয়ের শরণাপন্ন হন। প্রিভি কাউন্সিল ঐ ব্যক্তির অনুকূলে রায় প্রদান করেন (Giddu Narayanish v. Mrs Annie Besant, 1914, P. C. 41)।

(৮) বিবাহ দালালি করার (Marriage brocage agreements)—ইংরাজী আইনে বিবাহ স্থির করিয়া দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবার করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ঐ দেশের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবনসঙ্গী নির্বাচন করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ভিন্ন রীতি প্রচলিত। এদেশে পিতামাতা বা অভিভাবক ছেলেমেয়ের জন্য পাত্রী ও পাত্র নির্বাচন করেন, এবং সেজন্য ঘটক নিযুক্ত করা সুপ্রচলিত প্রথা। কাজেই এই ইংরাজী আইন এদেশে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হয় নাই। এ সম্পর্কে ভারতীয় আইন,—(ক) বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে অর্থপ্রদান করিবার অঙ্গীকার লোকনীতি-বিরুদ্ধ; (খ) বর বা বধূর পিতামাতা বা অভিভাবককে বিবাহে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থপ্রদান সকলক্ষেত্রে অনৈতিক বা লোকনীতি-বিরুদ্ধ হইবে না; (গ) যে স্থলে পিতামাতা বা অভিভাবক অর্থের লোভে মেয়ের মঙ্গল উপেক্ষা করিয়া তাহাকে অনুপযুক্ত ছেলের হাতে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হন, সে স্থলে ঐ করার নিষ্ফল; (ঘ) বিবাহের

জন্য যে অলঙ্কারাদি অপর পক্ষকে প্রদান করা হয়, বিবাহ না হইলে তাহা প্রত্যর্পণের জন্য মামলা করা চলিবে।

নিষ্ফল করার (Void Agreements)

আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে, পণের অভাব (lack of consideration), তথ্য সম্পর্কে ভুল (mistake of fact), চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অভাব (want of capacity to contract) প্রভৃতি কারণে করার নিষ্ফল হয়। ইহা ব্যতীত ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও করার নিষ্ফল হইয়া থাকে ঃ—

(১) বিবাহের প্রতিবন্ধ (in restraint of marriage)— চুক্তি অধিনিয়মের ২৬তম ধারায় বলা হইয়াছে,—নাবালক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির বিবাহের প্রতিবন্ধ সৃষ্টিকারী করার নিষ্ফল।—ধা. ২৭।

(২) বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ (in restraint of trade)—যে করার কোন ব্যক্তির আইনানুগ বৃত্তি (lawful profession) বা ব্যবসায়ের অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহা তদনুপাতে (to that extent) নিষ্ফল।—ধা. ২৭।

তদনুপাতে বলিবার অর্থ,—করার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইলে, যে অংশ ত্রুটিমুক্ত, অর্থাৎ যে অংশ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক নহে, সেই অংশ বৈধ (valid) গণ্য হইবে। যে ক্ষেত্রে করার বিভিন্ন অংশে ভাগ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে।

এ বিষয়ে ইংরাজী আইন ভারতীয় আইনের ন্যায় কঠোর নহে। ইংরাজী আইনে ব্যবসায়ের অন্তরায় সৃষ্টি করিলেই করার নিষ্ফল হয় না। যদি ঐ করার যুক্তিযুক্ত (reasonable) বা উপযুক্ত পণের বিনিময়ে (for a good consideration) হয়, অথবা সাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল না হয় বা আংশিকভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তবে উহা নিষ্ফল হয় না। কিন্তু ভারতীয় আইনে বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক

হইলেই করার নিষ্ফল হয়। তবে এই নিয়মের কয়েকটি সংবিধিবদ্ধ ব্যতিক্রম (statutory exceptions) আছে।

বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক করার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বৈধ (valid) হইবে ঃ—

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারের উপর এরূপ বাধা আরোপ করা যাইতে পারে যে, যতদিন তিনি অংশীদার থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ব্যবসায় করিতে পারিবেন না।—ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়ম ধা. ১১ (২)।

(খ) কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত এরূপ করার করিতে পারেন যে, অবসর গ্রহণ করিবার পর নির্দিষ্ট সময়ের বা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তিনি ঐরূপ ব্যবসায় করিবেন না।—অ. অ. ধা. ৩৬(২)।

(গ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অবসান হইলে (on dissolution) অথবা তৎপূর্বেই উহা কল্পনা করিয়া (in anticipation of dissolution) অংশীদারগণ করার করিতে পারেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের বা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাহারা ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ব্যবসায় করিবেন না।—অ. অ. ধা. ৫৪।

(ঘ) যে ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill) বিক্রয় করিবেন তিনি ক্রেতার সহিত করার করিতে পারেন যে, যতদিন ক্রেতা বা তাহার স্বত্বের প্রতিনিধি ঐ ব্যবসায় চালাইবেন ততদিন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রেতা অনুরূপ ব্যবসায় করিবেন না ; অবশ্য এই প্রতিবন্ধ আদালতের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

চাকুরীতে বাধ্যতাজনক শর্ত আরোপ—অনেক সময় চাকুরীতে এরূপ শর্ত থাকে যে, ঐ চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা কালে কোন কাজ করিতে পারিবে না ; যথা, হাসপাতালে নিযুক্ত চিকিৎসক private practice করিতে পারিবেন না। এইরূপ শর্ত ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধ গণ্য হয় না।

অনেক সময় নিয়োগকর্তা এরূপ শর্ত আরোপ করেন যে, কোন কর্মচারী চাকুরী ত্যাগের পর কোন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে চাকুরী গ্রহণ করিবে না। ইংরাজী আইনে এইরূপ শর্ত যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে বৈধ গণ্য হইবে; কিন্তু ভারতীয় আইন এ বিষয়ে কঠোর।

বাণিজ্য-জোট (Trade combinations)—উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য জোট-বদ্ধ হওয়া সাধারণতঃ বৈধ গণ্য হয়। উৎপাদক সংঘ (pools) এবং বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ সংঘ (cartels) প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এগুলি বৈধ গণ্য হইয়া থাকে।

(৩) মামলার প্রতিবন্ধ (in restraint of legal proceedings) যদি কোন করার উহার যে কোনও এক পক্ষকে তাহার ঐ করারগত স্বত্ব আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে, অথবা ঐরূপ করিবার জন্য সময় সীমাবদ্ধ করে, তাহা হইলে ঐ করার তদনুযায়ী নিষ্ফল হইবে।—ধা ২৮।

এই নিয়মের দুইটি ব্যতিক্রম আছে। (ক) বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা সালিসী (arbitration) দ্বারা মীমাংসা হইবে, এবং (খ) যে বিবাদ পূর্ব হইতেই বর্তমান তাহা সালিসীদ্বারা মীমাংসা হইবে, এইরূপ করার অবৈধ (illegal) নহে।

(৪) অনিশ্চিত করার (uncertain agreements)—যে করারের অর্থ সুস্পষ্ট নহে বা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে, সে করার নিষ্ফল।—ধা ২৯।

(৫) দ্যূত-চুক্তি (Wagering Contract)—যে চুক্তিদ্বারা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হইলে বা না হইলে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে তাহাকে দ্যূত-চুক্তি বলা হয়। এইরূপ চুক্তিতে এক পক্ষ জিতিবে, অপর পক্ষ

হারিবে, এবং এই হার-জিত যে ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্ভর করে তাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকে। উহার একরূপ পরিণতি হইলে এক পক্ষ জিতিবে, অন্যরূপ পরিণতি হইলে অপর পক্ষ জিতিবে।

নিম্নলিখিত লেন-দেন দ্যূত-চুক্তি রূপে গণ্য হয় না ঃ—

(ক) শেয়ার বাজারের যে সকল লেন দেনে শেয়ার হস্তান্তর ও গ্রহণ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা বর্তমান।

(খ) পুরস্কার ও প্রতিযোগিতা। ধাঁধাঁ (puzzles), রচনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(গ) বীমার চুক্তি। এক্ষেত্রে যদিও বীমাকর্তার (insurer) অর্থপ্রদান ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে, তথাপি দ্যূত চুক্তি হইতে ইহা পৃথক। যিনি বীমাপত্র গ্রহণ করেন তাহার বীমাহিত (insurable interest) বর্তমান এবং বীমা সমাজের পক্ষে হিতকর। পক্ষান্তরে দ্যূত-চুক্তিতে কোন পক্ষের স্বার্থ থাকে না এবং ইহা দ্বারা সমাজেরও কোন হিতসাধন হয় না।

দ্যূত-চুক্তি নিষ্ফল; ইহা প্রবর্ত্তনের জন্য কোন মামলা করা যায় না।

(৬) অসম্ভব কার্য (Impossible Acts)—যে কার্য স্বতঃই অসম্ভব তাহা সম্পাদন করিবার করার নিষ্ফল গণ্য হয়।

একাধিক উদ্দেশ্য বা পণবিশিষ্ট করার অনেক সময় একই করারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা বিভিন্ন পণ থাকে। যদি ঐ উদ্দেশ্য বা পণের এক অংশ আইনানুগ না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে ;—

(১) যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কিন্তু একমাত্র পণ, সেক্ষেত্রে একটি উদ্দেশ্য অবৈধ হইলেই করার নিষ্ফল হইবে।—ধা ২৪

(২) যে ক্ষেত্রে একটি মাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন পণ, সেক্ষেত্রে একটি পণ অবৈধ হইলেই করার নিষ্ফল হইবে।—ধা ২৪

(৩) যে ক্ষেত্রে বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার কার্য করিবার জন্য দুই পক্ষই অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং ঐ করার বৈধ ও অবৈধ অংশে ভাগ করা যায়, সেক্ষেত্রে অবৈধ অংশ নিষ্ফল করার গণ্য হইবে।—ধা. ৫৭।

(৪) যদি করারে বিকল্প অঙ্গীকার (alternative promise) থাকে, এবং যদি তাহার একটি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হয়, তাহা হইলে বৈধ অংশ প্রবর্তনীয় হইবে।—ধা ৫৮।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

(Contingent Contract)

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি (Contingent Contract) বলিতে এরূপ চুক্তি বুঝায় যাহাতে ঐ চুক্তির আনুষঙ্গিক (collateral) কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে বা না হইলে, কোন কার্য সম্পাদন করা হইবে বা হইবে না এইরূপ অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে। (ধা ৩১)

ক তাহার গাড়ি নির্দিষ্ট মূল্যে খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, যদি গ ঐ গাড়ি ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি। ক তাহার গাড়ি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছে তাহা পরম (absolute) অঙ্গীকার নহে, গ-এর অস্বীকৃতির উপর ইহা নির্ভরশীল।

ঘটনাপেক্ষ চুক্তিমাত্রেই শর্তাধীন অঙ্গীকার থাকিবে। অঙ্গীকারকারী যে কোন অবস্থায় অঙ্গীকার পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে উহাকে শর্তবিহীন বা পরম অঙ্গীকার বলা হয়। পক্ষান্তরে চুক্তির আনুষঙ্গিক কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে বা না হইলে যে অঙ্গীকার প্রতিপালিত হয় তাহাকে শর্তাধীন অঙ্গীকার বলা হয়।

আনুষঙ্গিক ঘটনা (collateral event) বলিতে কি বুঝাইবে ? Pollock এবং Mulla বলেন,—"আনুষঙ্গিক ঘটনা বলিতে চুক্তির অংশ হিসাবে অঙ্গীকৃত কার্যের অনুষ্ঠান (performance directly promised as part of the contract) অথবা মোট পণ (the whole of the consideration) এ দুইয়ের কোনটাই বুঝায় না।" এই নেতিবাচক সংজ্ঞা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত চুক্তিসমূহ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নহে,—

(১) রাম শ্যামকে একশত বস্তা চাউল সরবরাহ করিবে এবং ঐ সরবরাহ অন্তে শ্যাম উহার মূল্য প্রদান করিবে,—এই মর্মে চুক্তি হয়। এক্ষেত্রে শ্যামের মূল্য প্রদান করিবার দায়িত্ব রামের চাউল সরবরাহের উপর নির্ভর করিতেছে। রাম কর্তৃক চাউল সরবরাহ চুক্তির আনুষঙ্গিক ঘটনা নহে, ইহা চুক্তির অংশ হিসাবে অঙ্গীকৃত কার্য। সুতরাং এই চুক্তি ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নহে, ইহাকে শর্তাধীন চুক্তি বলিব।

(২) রামের কুকুর হারাইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ কুকুর আনিয়া দিবে তাহাকে রাম ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়।—ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নহে, যেহেতু কোন ব্যক্তি ঐ ঘোষণা অনুসারে চেষ্টা করিয়া (acting on the offer) কুকুরটি আনিয়া দিবার পূর্বে কোন চুক্তিই হয় না।

(৩) কোন কার্যের মজুরী প্রদানে যদি এরূপ শর্ত থাকে যে, কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কিছুই পাওয়া হইবে না, তবে তাহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি হইবে না, কারণ কার্য সম্পূর্ণ করা (completion of the work) চুক্তিরই অংশ, চুক্তির আনুষঙ্গিক ঘটনা নহে।

কিন্তু যদি এরূপ চুক্তি হয় যে, খ-এর বাড়ি আগুনে পুড়িয়া গেলে ক তাহাকে ১০০০০৲ টাকা প্রদান করিবে, তাহা হইলে উহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি হইবে। খ-এর বাড়ি আগুনে পুড়িয়া যাওয়া চুক্তির আনুষঙ্গিক ঘটনা; চুক্তির অংশ হিসাবে খ এই কার্য

সম্পাদন করিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার করে নাই, অথবা ইহা খ এর নিকট হইতে প্রাপ্ত পণ (consideration) নহে। ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা।

তাহা হইলে মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাপেক্ষ চুক্তির দুইটি বিশেষ লক্ষণ আছে,—(ক) ঐরূপ চুক্তির সম্পাদন (performance) কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভর করে, এবং (খ) যে ঘটনার উপর নির্ভর করে তাহা অনিশ্চিত, অর্থাৎ তাহা ঘটিতে পারে বা নাও ঘটিতে পারে।

ঘটনাপেক্ষ চুক্তিসম্বন্ধীয় নিয়ম—(Rules regarding contingent contracts) অধিনিয়মের ৩২ হইতে ৩৬ ধারায় ঘটনাপেক্ষ চুক্তি সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত রূপ নিয়মগুলি পাই ঃ—

(১) যে চুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষ, তাহা ঐ ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় হইতে পারে না। যদি ঐ ঘটনা অসম্ভবে পরিণত হয় (becomes impossible), তাহা হইলে ঐ চুক্তি নিষ্ফল হইবে।—(ধা, ৩২)

(ক) রামের জীবদ্দশায় শ্যামের মৃত্যু হইলে, রাম যদুর গৃহ ক্রয় করিবে, এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করে ; রামের জীবদ্দশায় শ্যামের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি প্রবর্তনীয় (enforceable) হইবে না।

(খ) যদু লীলাকে বিবাহ করিলে, রাম যদুকে এক হাজার টাকা প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত হয়। যদুর সহিত বিবাহের পূর্বেই লীলার মৃত্যু হয়। ইহার ফলে ঐ চুক্তি নিষ্ফল হইবে।

(২) যে চুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটন না হওয়া সাপেক্ষ, তাহা ঐ ঘটনা অসম্ভবে পরিণত হইলে প্রবর্তনীয় হইবে, কিন্তু তৎপূর্বে নহে।—(ধা, ৩৩)

একখানি নির্দিষ্ট জাহাজ প্রত্যাবর্তন না করিলে, রাম শ্যামকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে চুক্তি করে। ঐ জাহাজ যদি

জলে ডুবিয়া যায়, অথবা আগুনে পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে।

(৩) ব্যক্তি বিশেষ অনির্দিষ্ট কালে যেরূপ কার্য করিবে তৎসাপেক্ষ চুক্তি হইলে, যদি ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য সম্পাদন করে যাহা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ কার্য অসম্ভবে পরিণত হয় অথবা অন্য কোন ঘটনা সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত কার্য অসম্ভব গণ্য হইবে।—(ধা, ৩৪)

খ গ-কে বিবাহ করিলে, ক খ কে একহাজার টাকা প্রদান করিবে চুক্তি হয়। গ ঘ-কে বিবাহ করে। এক্ষেত্রে খ-এর সহিত গ-এর বিবাহ অসম্ভব গণ্য করা হইবে, যদিও এরূপ হইতে পারে যে ঘ-এর মৃত্যু হইলে এবং তৎপরে গ-এর সহিত খ-এর বিবাহ হইল।

(৪) যে চুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সংগঠন হওয়া সাপেক্ষ তাহা নিষ্ফল হইবে, যদি ঐ ঘটনা নির্দিষ্ট কাল অন্তেও সংঘটিত না হইয়া থাকে অথবা তৎপূর্বেই অসম্ভবে পরিণত হয়।—(৩৫)।

যদি কোন বিশেষ জাহাজ এক বৎসরে মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে ক খ-কে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত হয়। ঐ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি প্রত্যাবর্তন করিলে এই চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে, কিন্তু ঐ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি অগ্নিসাৎ হইলে চুক্তি নিষ্ফল হইবে।

(৫) যে চুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সংঘটন না হওয়া সাপেক্ষ, তাহা আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় হইবে যদি নির্দিষ্ট কাল অন্তেও ঐ ঘটনা সংঘটিত না হইয়া থাকে অথবা ঐ নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইবার পূর্বেই ঐ ঘটনা সংঘটিত না হওয়া সুনিশ্চিত হয়।—(ধা, ৩৫)

যদি কোন বিশেষ জাহাজ এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না

করে, তাহা হইলে ক খ-কে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত হয়। ঐ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি প্রত্যাবর্তন না করিলে অথবা ঐ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি অগ্নিসাৎ হইলে এই চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে।

(৬) কোন অসম্ভব ঘটনা হওয়া সাপেক্ষ কিছু করিবার বা না করিবার চুক্তি নিষ্ফল হইবে,—চুক্তি সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির নিকট ঐ ঘটনার অসম্ভাবনা জ্ঞাত থাকুক বা অজ্ঞাত থাকুক। (ধা, ৩৬)

(ক) যদি দুইটি সরলরেখা কোন সমতল ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ক খ-কে এক হাজার টাকা প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি নিষ্ফল।

(খ) যদি খ ক-এর কন্যা গ-কে বিবাহ করে, তাহা হইলে ক খ-কে এক হাজার টাকা দিবে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি সম্পাদন কালে গ জীবিত ছিল না। এই চুক্তি নিষ্ফল।

নবম পরিচ্ছেদ

চুক্তি পালন

(Performance of Contracts)

চুক্তি অধিনিয়মের ৩৭ তম ধারায় বলা হইয়াছে,—যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি অধিনিয়মের বা অন্য কোন আইনের বিধান (provision) অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হইতে মুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালন করিবে অথবা পালন করিবার প্রস্তাব করিবে (must either perform or offer to perform)। এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই,—

(ক) চুক্তিবদ্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নানাবিধ বৈধ দায় (legal obligations) জন্মিয়া থাকে এবং প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য।

(খ) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই অব্যাহতি চুক্তি অধিনিয়মের অথবা অন্য কোন আইনের বিধান বলেই সম্ভব হয়।

(গ) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা (promisor) প্রতিশ্রুতি পালনে প্রস্তুত, কিন্তু অপর পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন করিবার প্রস্তাব (offer to perform) প্রদান দ্বারাই প্রতিশ্রুতিদাতা দায় মুক্ত হইবেন।

চুক্তি পালনের প্রস্তাব (offer to perform) ঃ চুক্তি পালন করিবার প্রস্তাবকেই আইনের ভাষায় দাখিল (tender) বলা হয়। ইহা চুক্তি পালনের প্রয়াস (attempt) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হইলে, চুক্তি পালনের প্রস্তাব, প্রয়াস বা দাখিল, বিধিসম্মত (legally valid) গণ্য হইয়া থাকে ঃ—

(১) চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হইবে। কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হইলে ঐ প্রস্তাব বিধি-সম্মত হইবে না।

একজন বাসযাত্রী ৮ নয়া পয়সা ভাড়ার জন্য একখানি এক টাকার নোট দাখিল করিলেন। ইহা চুক্তি পালনের বিধি সম্মত প্রস্তাব হইবে না, যেহেতু ইহা দ্বারা ঐ নোট গ্রহীতার উপর টাকার বাকি পয়সা প্রত্যর্পণ করিবার শর্ত আরোপ করা হইতেছে।

(২) চুক্তি পালনের প্রস্তাব যথাসময়ে ও যথাস্থানে করিতে হইবে। যথাসময় ও যথাস্থানে বলিতে কি বুঝাইবে তাহা বিভিন্ন পক্ষের অভিপ্রায় এবং অধিনিয়মের ৪৬-৫০ তম ধারা সমূহ হইতে নির্ধারিত হইবে।

নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে স্থান

স্থির হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্যস্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব প্রদান করিলে তাহা বিধিসম্মত হইবে না।

(৩) যিনি চুক্তি পালনের প্রস্তাব করিবেন তিনি প্রস্তাব কালে এবং প্রস্তাব স্থানে তাহার সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য, যে ব্যক্তির নিকট চুক্তি পালনের প্রস্তাব করিবেন, সেই ব্যক্তিকে ন্যায্য সুযোগ প্রদান করিবেন।

এই নিয়মের অন্তর্নিহিত কারণ এই যে,—আংশিক প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব বিধিসম্মত প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হয় না।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ অপর পক্ষকে অবশ্য দিতে হইবে।

(৫) একাধিক ব্যক্তিকে একত্রিতভাবে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে (where there are several joint promisees) তাহাদের যে কোনও একজনের নিকট প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব বৈধ দাখিল করা (tender) গণ্য হইবে।

প্রতিশ্রুতিদাতা (promisor) তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে প্রস্তুত এবং যথাসময়ে, যথাস্থানে ও যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। এক্ষেত্রে অন্যায় অস্বীকারের জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিল। ইহাতে প্রতিশ্রুতিদাতার প্রতিশ্রুতি পালন করিবার দায়িত্বের অবসান হইবে; কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তাহার যে অধিকার বা স্বার্থ তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

কে চুক্তি পালন করিবে?

(১) যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুণতা (skill), রুচি বা সুনামের প্রশ্ন জড়িত থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা স্বয়ং

প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। চুক্তি হইতে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের অভিপ্রায় নির্ধারণ করিয়া আদালত তাহা প্রবর্তন (enforce) করিবেন।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা অথবা তাহা প্রতিনিধিবর্গ ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে পারেন।—(ধা. ৪০১)

ক খ-এর একখানা তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। এক্ষেত্রে ক স্বয়ং ঐ চিত্র অঙ্কন করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ক খ-কে একশত টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ক স্বয়ং ঐ টাকা প্রদান করিতে পারিবে, অথবা তাহার প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করাইতে পারিবে ; এবং যদি টাকা প্রদান করিবার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই ক-এর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ক-এর পুত্র বা তাহার প্রতিনিধি ঐ টাকা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে (promisee), তিনি যদি কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পালন (performance) গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী কালে প্রতিশ্রুতিদাতার (promisor) নিকট প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারিবেন না।—(ধা. ৪১)

প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু : প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বেই প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু ঘটিলে ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব তাহার উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধির (legal representative) উপর বর্তাইবে, কিন্তু যদি ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের সহিত ব্যক্তিগত নিপুণতা জড়িত থাকে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হইলেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তাহার উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধি ঐরূপ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে না। ব্যক্তিগত বিবাদের হেতু ব্যক্তির মৃত্যুর সহিত তিরোহিত হয় (a personal cause of action dies with the person concerned) (ধা. ৩৭)।

প্রতিশ্রুতি পালনের সহিত ব্যক্তিগত নিপুণতা জড়িত না থাকিলে, প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধি ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথা তাহারা চুক্তি-ভঙ্গের জন্য দায়ী হইবেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধির দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ (limited to the assets obtained from the deceased),—তাহাদের কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মিবে না।

প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার মৃত্যু : যাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে (promisee) তাহার মৃত্যু ঘটিলে, তাহার বিধিগত প্রতিনিধি ঐ প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারিবেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

ক খ-কে একটি নির্দিষ্ট তারিখে তিরিশ টাকা মণ দরে ১০০ মণ চাউল সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ঐ তারিখের পূর্বেই খ-এর মৃত্যু ঘটে। খ-এর বিধিগত প্রতিনিধি ক-এর নিকট প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারিবেন। কিন্তু যেস্থলে ক খ-কে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সেইস্থলে খ-এর মৃত্যু হইলেই ক-এর দায়িত্বের অবসান হইবে।

চুক্তিগত অধিকার হস্তান্তর

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে চুক্তিগত অধিকার হস্তান্তর সম্পর্কে কোন পৃথক ধারা সংযোজিত হয় নাই। এই বিষয়ে ভারতীয় আদালত সমূহে যে সকল নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

সাধারণ ভাবে বলা যায়,—চুক্তিগত দায় (obligations under a contract) হস্তান্তরযোগ্য নহে। ক খ-এর নিকট ১০০৲ টাকা ঋণী ; এক্ষেত্রে যদি ক তাহার দায় গ-এর নিকট হস্তান্তর করে,

অর্থাৎ গ-কে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বলে, তবে ইহা দ্বারা খ আবদ্ধ হইবে না, এবং খ এইরূপ বন্দোবস্তে রাজী নাও হইতে পারে। কিন্তু যদি খ এই নূতন বন্দোবস্ত স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাতন চুক্তির স্থলে এক নূতন চুক্তি হইবে ; ফলে পুরাতন চুক্তি ও তাহার অন্তর্গত সর্বপ্রকার দায় ও অধিকার লোপ পাইবে। ইহাকেই আইনের ভাষায় নবাদেশ (novation) বলা হয়।— [ধা. ৪১, ৬২]

যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা স্বয়ং প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন, চুক্তিপত্রে এরূপ কোন উল্লেখ বা লক্ষণ (implication) না থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি তাহার প্রতিনিধির দ্বারা ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করাইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে তিনি দায়মুক্ত হইবেন না, তিনি তাহার প্রতিনিধির কার্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। কাজেই এস্থলেও চুক্তিগত দায় হস্তান্তর হইতেছে না। শুধুমাত্র ক্ষমতা-প্রত্যভিযোজন (delegation of power) দ্বারা দায়িত্ব পালন হইতেছে।

চুক্তিগত অধিকার ও সুবিধা (rights and benefits) হস্তান্তর করা যায় এবং যাহার নিকট হস্তান্তর করা হয় তিনি চুক্তির অপর পক্ষের নিকট প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারেন। কিন্তু এই হস্তান্তর পূর্বতন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়সংগত অধিকার অনুযায়ী হইতে হইবে (subject to equity between the original parties)। ক খ-এর নিকট এক হাজার টাকা পাইবে ; ক এই অধিকার গ-কে হস্তান্তর করিল। এখন গ খ-এর নিকট ঐ একহাজার টাকা দাবি করিতে পারিবে। কিন্তু যদি খ ইতিমধ্যে ক-কে পাঁচশত টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গ বাকী পাঁচশত টাকা মাত্র দাবি করিতে পারিবে। এই কারণেই তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত আইনের এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, যাহার অনুকূলে চুক্তিগত অধিকার হস্তান্তরিত হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তির প্রতিপক্ষকে

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি চুক্তি অনুসারে দায়বদ্ধ) ঐ হস্তান্তরের বিষয় অবগত করাইবেন এবং টাকা প্রদান করিতে বলিবেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে চুক্তিগত অধিকার বাদযোগ্য দাবি (actionable claim) হইলে, তাহা হস্তান্তরের জন্য লিখিত দলিলের প্রয়োজন। টাকার ঋণ (money debt), হিসাবের খাতার ঋণ (book debt) প্রভৃতি বাদযোগ্য দাবি।

চুক্তিগত অধিকার মাত্রেই হস্তান্তরযোগ্য—ইহা মনে করা ভুল হইবে। যেস্থানে চুক্তি পালন ব্যক্তিগত নিপুণতা (skill), স্বচ্ছলতা (solvency) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, সেস্থলে অধিকার হস্তান্তরযোগ্য নহে।

অনেক ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়া দ্বারা (by operation of law) অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। এক পক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার চুক্তিগত অধিকার ও দায় তাহার উত্তরাধিকারী এবং বিধিগত প্রতিনিধিদের উপর বর্তায় (devolve), অবশ্য ব্যক্তিগত নিপুণতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নহে। সেইরূপ কেহ দেউলিয়া হইলে তাহার অধিকার ও দায় সরকারী রিসিভারের (Official Receiver) হাতে চলিয়া যায়।

যুক্তঅধিকার ও দায় প্রতিসংক্রম
(Devolution of Joint Rights & Liabilities)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত যুক্ত করার (joint agreement) সম্পাদন করিতে পারে। ক এবং খ একত্রে (jointly) চ এবং ছ কে পাঁচশত টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এখন প্রশ্ন হইবে—এই প্রতিশ্রুতি পালনের দায় কাহার এবং কে এই প্রতিশ্রুতিপালন (performance) দাবি করিবার অধিকারী? অধিনিয়মের ৪২—৪৫ তম ধারায় এই সম্পর্কীয় নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত প্রতিশ্রুতি (joint promise) প্রদান করিলে, তাহারা প্রত্যেকে যুক্তভাবে (jointly) ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য থাকিবে (যদি অবশ্য চুক্তির মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত না হয়)। যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাদিগের একজনের মৃত্যু হইলে, তাহার দায় তাহার বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের উপর অর্সায় (devolves) এবং ঐ প্রতিনিধিবর্গ জীবিত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের সহিত যুক্তভাবে ঐ দায় পালনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রতিশ্রুতিদাতাগণের যখন কেহই জীবিত থাকেন না তখন তাহাদের বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের উপর যুক্তভাবে ঐ দায় অর্সায় বা প্রতিসংক্রমিত হয় (devolves)—(ধা, ৪২)।

(১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (promisee) যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের যে, কোনও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করিতে পারিবেন, যদি অবশ্য ইহার বিরুদ্ধ মত চুক্তিতে না থাকে।

ক, খ এবং গ একত্রে চ-এর নিকট হইতে ৬০০ টাকা ঋণ করে এবং উহা যুক্তভাবে পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইহার খেলাপ হইলে (in case of default), চ ঐ সমুদয় টাকা ক, খ ও গ ইহাদের মধ্যে যে কোনও এক বা দুইজনের অথবা তিনজনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। কোন প্রতিশ্রুতিদাতার এরূপ দাবি করিবার অধিকার নাই যে, সহ প্রতিশ্রুতিদাতাগণের সহিত (with co-promisors) একযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতে হইবে। যদি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের একজন বা দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করেন এবং তাহাদের প্রতিকূলে আজ্ঞপ্তি (decree) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহার দাবি ঐ আজ্ঞপ্তি মধ্যে লীন হইবে (merges in the decree), এবং তিনি ঐ টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হইলেও অপরাপর প্রতিশ্রুতিদাতার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতে পারিবেন না।

ইংরাজী আইনে এইরূপ ক্ষেত্রে দায় শুধুমাত্র যুক্ত (joint) গণ্য হয়, সুতরাং যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের বিরুদ্ধে একত্রে মামলা আনয়ন করিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় আইনে যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণ যুক্ত-ভাবে এবং পৃথকভাবে (jointly and separately) দায়বদ্ধ।

(৩) যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের একজনকে যদি পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য প্রতিশ্রুতিদাতাগণের নিকট হইতে যথানুপাত অংশ দাবি করিতে পারিবেন। ক, খ এবং গ একত্রে চ-এর নিকট হইতে ৩,০০০ টাকা ঋণ করে। ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় চ ক-এর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করে এবং ক সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। এখন, ক খ-এর নিকট হইতে ১০০০ এবং গ-এর নিকট হইতে ১০০০ আদায় করিতে পারিবে। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা চুক্তিতে থাকিলে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। যদি কোন সহ-প্রতিশ্রুতিদাতা তাহার অংশের টাকা প্রদান করিতে অপরাগ হন, তাহা হইলে অপর সহ-প্রতিশ্রুতিদাতাগণ ঐ ক্ষতি সমান অংশে বহন করিবেন। ধরিয়া লওয়া হউক যে, গ দেউলিয়া হইয়াছে এবং তাহার সম্পত্তি হইতে মাত্র ৫০০ টাকা পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে ক খ-এর নিকট হইতে ১২৫০ টাকা এবং গ-এর সম্পত্তি হইতে ৫০০৲ পাইবে।—(ধা, ৪৩)

(৪) যে ক্ষেত্রে যুক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা একজন প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রুতি পালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলে, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার নিকট তিনি দায় মুক্ত হইবেন, কিন্তু সহ-প্রতিশ্রুতিদাতাগণের নিকট তাহার দায় লোপ পাইবে না।—(ধা, ৪৪)

এক্ষেত্রেও ইংরাজী আইন অন্যরূপ, কারণ ইংরাজী আইনে এইরূপ দায় পৃথক নহে, যুক্ত।

(৫) এক ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির নিকট যুক্তভাবে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাগণ একত্রে ঐ প্রতিশ্রুতি

পালন দাবি করিবার অধিকারী। একজন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহার বিধিগত প্রতিনিধি জীবিত প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাগণের সহিত একত্রে প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিবে। সকল প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহাদের সকলের বিধিগত প্রতিনিধিবর্গ একত্রে দাবিদার হইবে।—(ধা, ৪৫)

প্রতিশ্রুতি পালনের সময় ও স্থান

প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও কাল (place and time) চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। অধিনিয়মের ৪৬ ৫০তম ধারায় এই সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) যদি চুক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুতিদাতা অপর পক্ষের বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং চুক্তি মধ্যে চুক্তিপালনের কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে ন্যায় সঙ্গত সময়ের মধ্যে চুক্তি পালন অবশ্য করিতে হইবে।—(ধা, ৪৬)

চুক্তির পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যে সময়কে ন্যায়সংগত মনে করেন তাহাই ন্যায়সংগত সময় বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা কোন নির্দিষ্ট দিনে এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার বিনা আবেদনে চুক্তি পালনের দায় গ্রহণ করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা ঐ দিনে এবং সাধারণতঃ যে সময় কার্য নির্বাহ করা হইয়া থাকে (usual hours of business) সেই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে চুক্তি পালন করিবেন।—(ধা, ৪৭)

১লা জানুয়ারি তারিখে খ-এর পণ্যাগারে (warehouse) মাল সরবরাহ করিতে ক প্রতিশ্রুত হয়। ঐ দিন ক মাল লইয়া খ-এর পণ্যাগারে যায়; কিন্তু তখন পণ্যাগার বন্ধ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং মাল গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে ক-এর চুক্তি পালন হয় নাই।

(৩) যে ক্ষেত্রে চুক্তিপালনের দিন নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা অপরপক্ষের বিনা আবেদনে চুক্তিপালনের দায় গ্রহণ করেন নাই, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে চুক্তিপালনের জন্য স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া চুক্তিপালনের আবেদন করিতে হইবে। চুক্তিপালনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট হইবে তাহা সাধারণ কারবারের সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।—(ধা, ৪৮)

(৪) যদি প্রতিশ্রুতিদাতা অপরপক্ষের বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং চুক্তিমধ্যে চুক্তিপালনের স্থান নির্দিষ্ট করা না থাকে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতিদাতা চুক্তিপালনের কোন ন্যায়সংগত স্থান স্থির করিবার জন্য অপর পক্ষের নিকট আবেদন করিবেন এবং সেই স্থানে চুক্তিপালন করিবেন।—(ধা, ৪৯)

(৫) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ব্যবস্থামত বা অনুমোদন ক্রমে যে কোন ভাবে বা সময়ে চুক্তিপালন করা যাইতে পারে—(ধা, ৫০)

ক-এর নিকট খ ১০০৲ টাকা ঋণী। ক একশত টাকার একখানি নোট ডাকযোগে পাঠাইতে বলিল। খ যে মুহূর্তে চিঠির মধ্যে এক শত টাকার একখানা নোট ভরতি করিয়া ঠিকমত ক-এর ঠিকানা লিখিয়া তাহা ডাকে প্রদান করিল, সেই মুহূর্তে তাহার ঋণের দায় পরিশোধ হইল। ঐ চিঠি ক-এর নিকট পৌঁছিল কিনা তাহা অবান্তর।

পরস্পর প্রতিশ্রুতি (Reciprocal Promises)

ক খ-এর নিকট একশত মণ চাউল বিক্রয় করিল এবং খ একমাস অন্তে উহার মূল্য প্রদান করিবে, প্রতিশ্রুত হইল। এক্ষেত্রে একটি কার্য ও একটি প্রতিশ্রুতি দ্বারা চুক্তি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুই পক্ষের প্রতিশ্রুতিদ্বারা চুক্তি গঠিত হইয়া থাকে। ক খ-কে একশত মণ চাউল সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হয় এবং খ সরবরাহ অন্তে উহার মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এক্ষেত্রে

দুইটি প্রতিশ্রুতি দ্বারা চুক্তি গঠিত। একটি খ-এর অনুকূলে ক প্রদান করিয়াছে, অপরটি ক এর অনুকূলে খ প্রদান করিয়াছে। এইরূপ প্রতিশ্রুতিকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি (reciprocal promises) বলা হয়। এই প্রকারের প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে অধিনিয়মের ৫১—৫৪তম ধারায় যে নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) যে ক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রুতি একই সময়ে পালন করিতে হয়, সেক্ষেত্রে উহাদিগকে পারস্পরিক ও সমগামী (mutual and concurrent) বলা হইয়া থাকে। অধিনিয়মের ৫১ তম ধারায় বলা হইয়াছে,—সেক্ষেত্রে একই সময়ে পালন করিতে হইবে এইরূপ পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা চুক্তি গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তুত (willing and ready) না হইলে, প্রতিশ্রুতিদাতার নিজ প্রতিশ্রুতি পালনের আবশ্যকতা নাই।

(২) পরস্পর প্রতিশ্রুতিসমূহ যে ক্রম (order) অনুসারে পালন করিতে হইবে তাহা চুক্তি দ্বারা সুনির্দিষ্ট থাকিলে, সেই ক্রম অনুসারে তাহা পালন করিতে হইবে। চুক্তিতে ঐ ক্রম সুনির্দিষ্ট করা না থাকিলে, লেনদেনের স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে।—(ধা, ৫২)

(ক) ক এবং খ-এর মধ্যে চুক্তি হয় যে, ক নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে খ-এর জন্য একখানি বাড়ি নির্মাণ করিয়া দিবে, এক্ষেত্রে খ-এর প্রতিশ্রুতি (টাকা প্রদান) পালনের পূর্বে ক-এর প্রতিশ্রুতি (বাড়ি নির্মাণ) পালন করিতে হইবে।

(খ) ক তাহার ব্যাপারিক সম্ভার (stock in trade) নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে খ-এর হস্তে প্রদান করিবে এবং খ মূল্য প্রদানের জন্য জামিন (security) দিবে—এই মর্মে চুক্তি হয়। জামিন প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত ক-এর প্রতিশ্রুতি পালন আবশ্যক নহে, কারণ

লেনদেনের স্বরূপ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, ব্যাপারিক সম্ভার প্রদান করিবার পুর্বে ক-এর জামিন পাওয়া প্রয়োজন।

যেক্ষেত্রে চুক্তি পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা গঠিত এবং চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে ঐ চুক্তি নিস্ফল যোগ্য (voidable) হইবে, এবং বাধাপ্রাপ্ত পক্ষ চুক্তিপালন না হওয়ায় তাহার যে ক্ষতি হইবে তাহার জন্য অপর পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।—(ধা, ৫৩)

(৪) পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা গঠিত চুক্তিতে যদি এরূপ হয় যে, একপক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হইলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব নহে অথবা দাবি করা যায় না, তাহা হইলে প্রথম পক্ষ তাহার প্রতিশ্রুতি পালন না করিলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারিবে না এবং চুক্তি পূরণ না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষের কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।—(ধা, ৫৪)

ক প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করিবে এবং খ তাহাদ্বারা ক-এর জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের পরিবর্তে একটি আলমারি তৈয়ার করিয়া দিবে চুক্তি হয়। ক কাঠ সরবরাহ না করায় আলমারি তৈয়ারি সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে খ-এর প্রতিশ্রুতি পালন করিবার আবশ্যকতা নাই এবং এজন্য তাহার যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করিতে ক বাধ্য থাকিবে।

শর্তাধীন সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন না করা

অনেক সময় চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কোন নির্দিষ্ট দিবসে বা নির্দিষ্ট দিবসের পুর্বে চুক্তি পালন করিবে এইরূপ শর্ত করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত লেনদেনের স্বরূপ বিচার করিয়া স্থির করিবেন যে, নির্ধারিত সময় ঐ চুক্তির অপরিহার্য অংশ (essential) কি না। চুক্তিপালনের সময় নির্দিষ্ট করা থাকিলেই ইহা প্রমাণিত

হয় না যে, সময় চুক্তির অপরিহার্য অংশ। সম্পত্তির স্বরূপ, চুক্তির গঠন এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া চুক্তি সম্পাদন হইয়াছে,—এই সমুদয়ের উপর এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিবে। সাধারণতঃ বাণিজ্যিক চুক্তিতে মাল সরবরাহের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হয় তাহা চুক্তির অপরিহার্য অংশ গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু মূল্য প্রদানের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাহা ঐরূপ গণ্য হয় না।

শর্তাধীন সময়ের মধ্যে চুক্তিপালন না হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে সে বিষয় অধিনিয়মের ৫৫ তম ধারায় বলা হইয়াছে।

(১) যদি সময় চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য হয়, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তিপালন না হয়, তাহা হইলে ঐ চুক্তি (বা তাহার যে অংশ পালন করা হয় নাই) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইবে।

(২) ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের অন্তেও চুক্তিপালন স্বাকার করিতে পারিবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান কালে বিলম্বে চুক্তিপালনের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করিবার বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে পরবর্তী কালে ঐরূপ দাবি করিতে পারিবেন না।

(৩) যদি সময় চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য না হয়, তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তিপালন না হইলে চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (voidable) হইবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার অধিকারী হইবেন।

পরিশোধ বিনিয়োগ (Appropriation of payments)

অনেক সময় একই ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির নিকট একাধিক বিভিন্ন ঋণ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণী ব্যক্তি যখন উত্তমর্ণকে কিছু টাকা প্রদান করেন তখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ টাকা কোন ঋণ পরিশোধে বিনিয়োগ করা হইবে ? চুক্তি অধিনিয়মের ধারা ৫৯-৬১

হইতে এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিচে এই ধারাগুলির সারাংশ দেওয়া হইল ঃ—

(১) যে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের সময় অধমর্ণ (debtor) জানাইয়া দেন যে প্রদত্ত অর্থ কোন বিশেষ ঋণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থ গ্রহণ করা হইলে উহা অধমর্ণের অভিপ্রায় অনুসারে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে ঐরূপ স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি থাকে না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে কোন ঋণ পরিশোধের উদ্দেশে টাকা প্রদত্ত হইল তাহা অবগত হওয়া যায়, সেক্ষেত্র ঐ টাকা গৃহীত হইলে অধমর্ণের অভিপ্রায় অনুসারে উহা বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্পর্কে অধমর্ণ তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে ঐ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে অধমর্ণ কর্তৃক আইনানুসারে দেয় যে কোনও ঋণ পরিশোধে ঐ টাকা উত্তমর্ণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে। যে ঋণ অবধিবাধিত অর্থাৎ তামাদি হইয়া গিয়াছে (barred by limitation) সেরূপ ঋণেও তিনি উহা বিনিয়োগ করিতে পারিবেন। ইহার কারণ এই যে, অবধিবাধিত ঋণে উত্তমর্ণ কোন প্রতিকার পাইতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহার দাবি লোপ পায় না।

(৪। যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্পর্কে অধমর্ণ কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই এবং উত্তমর্ণও কোন বিনিয়োগ করেন নাই, সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকা, সময়ের হিসাবে যে ঋণ সর্বপ্রথম, তাহাতে প্রযুক্ত হইবে (appropriated to the earliest debt in the order of time), এবং কিছু উদ্বর্ত থাকিলে তৎপরবর্তী ঋণে প্রযুক্ত হইবে। যদি ঋণসমূহ একই সময়ের হয়, তাহা হইলে প্রদত্ত টাকা সমানুপাতে সকল ঋণে প্রযুক্ত হইবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে আসল এবং সুদ দেয়, সে ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ-বিনিয়োগ সম্পর্কে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া টাকা প্রদান

করিলে ঐ টাকা প্রথমে সুদ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, এবং যদি কিছু উদ্বর্ত থাকে তাহা আসল পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে (1950 Fed. Court. 38)।

দশম পরিচ্ছেদ

উপচুক্তি

(Quasi Contract)

অনেক সময় দেখা যায় যে, দুই পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, কেহ প্রস্তাব বা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে নাই বা কোন মতৈক্য (consensus ad idem) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পক্ষদ্বয়ের আচরণ (conduct) এবং সম্বন্ধ (relation) বিবেচনা করিয়া আদালত, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইলে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইত সেইরূপ সম্পর্ক আরোপ করিয়া থাকেন। এইগুলিকে ইংরাজী আই Quasi-contracts বা উপচুক্তি বলা হয়; ভারতীয় আইনে ইহাকে "চুক্তির সম্পর্ক সদৃশ সম্পর্ক" (Relations resembling those of contracts) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ৬৮ হইতে ৭২তম ধারায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর উপচুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ—

(১) যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম (incapable), তাহাকে বা তাহার জন্য আবশ্যকীয় বস্তু সরবরাহ—ধা. ৬৮।

(২) অর্থ আদায়ের নিমিত্ত মামলা—ধা, ৬৯, ৭২।

(৩) অর্জিত পরিমাণ (Quantum Meruit)।

(৪) যে ব্যক্তি অপরের কোন দ্রব্য পাইয়াছে তাহার দায়িত্ব—ধা, ৭১।

(৫) যে ব্যক্তি কোন স-শুল্ক (non-gratuitous) কার্য হইতে সুবিধা ভোগ করেন তাহার দায়িত্ব—ধা, ৭০।

(১) আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, নাবালক, জড়বুদ্ধি, উন্মাদ প্রভৃতি চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম; তাহাদের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে তাহা নিষ্ফল (void) হয়। কিন্তু অধিনিয়মের ৬৮তম ধারা অনুসারে এইরূপ ব্যক্তিকে (বা ইহার আইনত প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গকে) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইলে, ঐ দ্রব্যের মূল্যের জন্য ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি দায়বদ্ধ (liable) হইবে, প্রাপকের ব্যক্তিগত কোন দায় জন্মিবে না (no personal liability)। তবে যে সকল দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা "আবশ্যকীয়" পর্যায়ভুক্ত হওয়া চাই এবং তাহার ন্যায্য মূল্যের জন্য (reasonable price) সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইবে। ইহা উপচুক্তি বিধায় (on the basis of quasi-contract) হইয়া থাকে।

(২) অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করিবার অধিকার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হইয়া থাকে ঃ—

(ক) ভুলবশতঃ (by mistake) অথবা বলপ্রয়োগে বাধ্য হইয়া (under coercion) কোন ব্যক্তিকে টাকা বা কোন বস্তু প্রদান করা হইয়া থাকিলে তিনি তাহা অবশ্য প্রত্যার্পণ করিবেন। (ধা, ৭২)

ক এবং খ একত্রে গ এর নিকট হইতে ১০০৲ টাকা ধার লইয়াছিল। ক ঐ টাকা পরিশোধ করে। খ ইহা না জানিয়া পুনরায় গ কে একশত টাকা প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ ঐ টাকা খ-কে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

এক ব্যক্তি বিনা টিকিটে ট্রামে ভ্রমণকালে ধরা পড়ে। মামলা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ট্রাম-ইনস্‌পেক্টরকে তাহার দাবি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি পাঁচ টাকা প্রদান করে। মামলায় ধার্য হয়, সে এই টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী (Trikamdas Udeshi *v.* Bombay Municipal Corporation, 1954, Bom. 427)।

(খ) এক ব্যক্তি যে টাকা প্রদান করিতে আইনত বাধ্য তাহা প্রদান না করায়, যে ব্যক্তির স্বার্থ ঐ কারণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে তিনি ঐ টাকা প্রদান করিলে, প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি ঐ টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী। (ধা, ৬৯)

ক জমিদারের নিকট হইতে ইজারা (lease) লইয়া জমি ভোগ করে। জমিদার রাজস্ব প্রদান না করায় তাহার জমিদারী নিলাম হইবে বিজ্ঞাপিত হয়। নিলাম হইলে ক এর ইজারা খারিজ হইয়া যাইবে। ইজারা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক জমিদারের দেয় টাকা সরকারে দাখিল করে। জমিদার ঐ টাকা ক-কে পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(৩) Quantum Meruit (অর্জিত পরিমাণ) বলিতে বুঝায়, যে পরিমাণ অর্জিত হইয়াছে তাহা। যখন বিনাচুক্তিতে, অথবা পূর্বতন চুক্তি একপক্ষের চুক্তিভঙ্গের দ্বারা পরিসমাপ্ত হইলে (terminated), অথবা কোন কারণে চুক্তি নিষ্ফল (void) হইলে, এক পক্ষ যে পরিমাণ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন বা মাল সরবরাহ করিয়াছেন তাহার জন্য পাওনা (payment) দাবি করেন, তখন এই সূত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, চুক্তির এক পক্ষ পূর্ণরূপে চুক্তি সম্পাদন না করিলে, যে পরিমাণ করিয়াছেন তাহার জন্য পাওনা দাবি করিতে পারেন না। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঐরূপ দাবি স্বীকার করা হয়। এই দাবি চুক্তি হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা উপচুক্তি হইতে উদ্ভূত।

"অর্জিত পরিমাণ" সূত্র-বলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দাবি করা যাইতে পারে :—

(ক) এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে অপর পক্ষ চুক্তির অধীনে যতটা কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক (reasonable remuneration) দাবি করিতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার উদ্দেশে একখানি বই লিখিবার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ধার্য হয়, লেখক চুক্তির অধীনে যে পরিমাণ লিখিয়াছেন সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী।

(খ) যে স্থলে এক পক্ষ কার্য করিয়াছে এবং অপর পক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছে সেস্থলে চুক্তি নিষ্ফল (void) প্রতিপন্ন হইলেও "অর্জিত পরিমাণ" সূত্র প্রযুক্ত হইবে।

ক একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক (managing director) নিযুক্ত হন। কিন্তু যে পরিচালকবর্গ তাহাকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের উপযুক্ত যোগ্যতা (qualification) ছিল না। সুতরাং ঐ নিয়োগ (appointment) নাকচ হইয়া যায়। ক তাহার পারিশ্রমিকের দাবিতে মামলা করেন। ধার্য হয়, "অর্জিত পরিমাণ" সূত্রানুযায়ী তিনি দাবি করিতে অধিকারী।

ইংরাজী আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে, "অর্জিত পরিমাণ" সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ পরিসীমা (limitations) মান্য করা হয়।

(ক) যে ক্ষেত্রে চুক্তি বিভিন্ন অংশে বিভাগযোগ্য নহে (not divisible into parts), এবং পূর্ণ কার্যের জন্য একটা মোট পরিমাণ (lump sum) টাকা প্রতিশ্রুত থাকে, সেক্ষেত্রে আংশিক কার্য সম্পাদন দ্বারা "অর্জিত পরিমাণ" সূত্রবলে কোন দাবি জন্মে না। এক জাহাজে জ্যামাইকা হইতে লিভারপুর যাত্রার জন্য একজন নাবিক মোট ৩০ গিনি পারিশ্রমিকে নিযুক্ত হয়। যাত্রার দুই তৃতীয়াংশ শেষ হইতেই নাবিকের মৃত্যু ঘটে। নাবিকের আইনানুগ প্রতিনিধিবর্গ কিছুই পাইতে পারেন না (Cutter *v.* Powell, 101 E. R. 573)।

কিন্তু যেক্ষেত্রে চুক্তিনির্দিষ্ট কার্য পূর্ণরূপে করা হইয়াছে, কিন্তু কার্য সম্পাদন ক্রুটিপূর্ণ, সেক্ষেত্রে চুক্তি অবিভাজ্য (indivisible) হইলেও যে ব্যক্তি কার্য সম্পন্ন করিয়াছে, সে তাহার কার্যের ক্রুটি সংশোধনের ব্যয় বাদে প্রতিশ্রুত টাকার অবশিষ্ট পাইবার অধিকারী (Dakin *v.* Lee, 1916, 1. K. B. 56)।

(খ) চুক্তিভঙ্গকারীর "অর্জিত পরিমাণ" সূত্রে কোন দাবি করিবার অধিকার নাই।

(৪) যে ব্যক্তি অপরের দ্রব্য দেখিতে পাইয়া তাহা নিজ হেপাজতে (custody) লইয়াছেন, তিনি গচ্ছিত-গ্রহীতার (bailee) সকল দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।—ধা, ৭১

ঐ দ্রব্য রক্ষণ (protection) ও পোষণের (preservation) জন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত যত্ন (reasonable care) লইতে বাধ্য থাকিবেন, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় নিজের দ্রব্যের যেরূপ যত্ন লইয়া থাকেন সেইরূপ যত্ন লইবেন। দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি যাহা ব্যয় করিবেন, তাহা তিনি প্রকৃত মালিকের নিকট হইতে পাইবার অধিকারী এবং তাহা না পাওয়া পর্যন্ত ঐ দ্রব্য মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু ঐ ব্যয় আদায় করিবার জন্য তিনি মামলা করিতে পারেন না। ঐ দ্রব্য পচনশীল (perishable) হইলে তিনি উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। অন্যথা, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ঐ দ্রব্যের মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ হইলে বিক্রয় করিতে পারিবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে নিজ ব্যয় রাখিয়া বাকি অংশ মালিককে প্রত্যর্পণ করিবেন। তিনি প্রকৃত মালিকের সন্ধান করিতে অবশ্য যত্নবান হইবেন।

একমাত্র প্রকৃত মালিক ঐ দ্রব্য ফেরত পাইবার অধিকারী। যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য তাহার নিকট হইতে দাবি করিতে পারিবে না।

(৫) যে স্থলে কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত ভাবে (lawfully) অপর কোন ব্যক্তির জন্য কোন কার্য সম্পাদন করে অথবা কোন দ্রব্য সরবরাহ করে এবং উহা নিঃস্বার্থ (gratuitous) কার্য করিবার অভিপ্রায় প্রণোদিত নহে, এবং ঐ অপর ব্যক্তি উহার সুবিধাভোগ করে, সেস্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ কার্যের জন্য অথবা সরবরাহের জন্য প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে অথবা সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে।—ধা ৭০

এক ব্যবসায়ী ভুলবশতঃ এক ব্যক্তির গৃহে কিছু মাল সরবরাহ করেন, এবং ঐ ব্যক্তি উহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। তিনি ঐ মালের মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। রামের বাড়িতে আগুণ লাগিলে শ্যাম আগুন হইতে রামের সম্পত্তি রক্ষা করে। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে দেখা যায় যে শ্যাম কোনরূপ প্রাপ্তির আশায় ঐ কার্য করে নাই (intended to act gratuitously), তাহা হইলে সে রামের নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চুক্তির উন্মোচন

(Discharge of Contracts)

নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতি অনুসারে চুক্তির উন্মোচন (discharge) অথবা পরিসমাপ্তি (termination) হইতে পারে ;—

(১) চুক্তিপালন বা চুক্তিপালনের প্রস্তাব দ্বারা (By performance or tender)

(২) সম্মতি বা করার দ্বারা (By consent or agreement)

(৩) চুক্তিপালনের অসম্ভবতার দ্বারা (By impossibility of performance)

(৪) সময় উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারা (By lapse of time)

(৫) আইনের ক্রিয়া দ্বারা (By operation of law)

(৬) চুক্তিভঙ্গের দ্বারা (By breach of contract)

(১) চুক্তি উন্মোচনের সর্বাপেক্ষা সরল ও স্বাভাবিক পন্থা হইল চুক্তিপালন। চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলে চুক্তির দায় হইতে তাহার অব্যাহতি জন্মে। চুক্তির সকল পক্ষ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিলেই চুক্তির পূর্ণ অবসান হয়।

চুক্তিপালনের প্রস্তাব দ্বারাও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি চুক্তির একপক্ষ তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব করে কিন্তু অপর পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রথম পক্ষের দায় পরিসমাপ্ত হয়।

(২) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তিপালনের দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিলেও চুক্তির উন্মোচন হইয়া থাকে। চুক্তি অধিনিয়মের ৬২তম এবং ৬৩তম ধারায় ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

অধিনিয়মের ৬২তম ধারায় বলা হইয়াছে,—

চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ঐ চুক্তির পরিবর্তে কোন নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপন (substitution) করিতে অথবা ঐ চুক্তি প্রত্যাহার (rescind) বা পরিবর্তন (alter) করিতে স্বীকৃত হইলে, মূলচুক্তি (original contract) পালন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

এই ধারা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে,—সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে যে কোন চুক্তি বাতিল বা বিলুপ্ত (cancelled) হইতে পারে, অথবা ইহার শর্তসমূহের পরিবর্তন হইতে পারে, অথবা ঐ চুক্তির পরিবর্তে কোন নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপিত (substituted) হইতে পারে ; এবং ইহার যে কোন একটা হইলেই পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুতরাং পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির উন্মোচন নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে :—

(ক) নবাদেশ (Novation)

যে চুক্তি বিদ্যমান তাহার পরিবর্তে কোন নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপিত হইলে তাহাকে নবাদেশ বলা হয়। এই নূতন চুক্তি পূর্বতন চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে হইতে পারে অথবা কোন নূতন পক্ষের সহিতও হইতে পারে। নবাদেশ হইলে নূতন চুক্তির উদ্ভব হয় এবং পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি এবং উন্মোচন ঘটে। কিন্তু যদি কোন কারণে প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ নূতন চুক্তি আইনানুগ (lawful) নহে, তাহা হইলে পূর্বতন চুক্তি বলবৎ হইবে। সুতরাং যে নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপিত হয় তাহা আইন অনুসারে প্রবর্তনীয় (enforceable) না হইলে নবাদেশ হইবে না। যে চুক্তিপত্র আইনানুসারে পঞ্জীভুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য তাহা যদি পঞ্জীভুক্ত করা না হয়, তবে তাহাদ্বারা নবাদেশ হইবে না। সেইরূপ যদি কোন প্রত্যর্থপত্রে (Promissory Note) পর্যাপ্তরূপ মুদ্রাঙ্ক শুল্ক প্রদত্ত না হয়

(inadequately stamped) তাহা হইলে তাহাদ্বারা নবাদেশ হইবে না।

চুক্তি অনুসারে ক খ-এর নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা পাইবে। ক, খ এবং গ এই তিনজনের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে ক ঐ টাকা গ-এর নিকট হইতে পাইবে। এস্থলে নবাদেশ হইল; ইহার ফলে ক-এর নিকট খ এর ঋণের অবসান হইল এবং ক-এর নিকট গ-এর ঋণ সৃষ্টি হইল।

(খ) প্রত্যাহরণ (Rescission)

দুই পক্ষ পরস্পর সম্মতিক্রমে চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে; পরস্পর সম্মতিক্রমে তাহারা চুক্তি হইতে মুক্তিলাভও করিতে পারে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির উন্মোচন (discharge) হইতে পারে। ইহাকে প্রত্যাহরণ বলা হয়। নবাদেশ হইলে পুরাতন চুক্তির স্থলে নূতন চুক্তির আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু প্রত্যাহরণ হইলে শুধুমাত্র পুরাতন চুক্তি বিলুপ্ত হয়, কোন নূতন চুক্তি ইহার স্থান অধিকার করে না। বলা বাহুল্য, নবাদেশের ক্ষেত্রেও প্রত্যাহরণ নিহিত থাকে।

চুক্তি প্রত্যাহরণের জন্য সকল ক্ষেত্রে পক্ষসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তির এক পক্ষ চুক্তি প্রত্যাহার করিতে পারে :—

(/০) চুক্তির একপক্ষ তাহার দায় পালন না করিলে অপর পক্ষ চুক্তিভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চুক্তি প্রত্যাহার করিতে পারে।

(৵০) চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (voidable)•হইলে, যে কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে উহা প্রত্যাহার করিতে পারে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন চুক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য মামলা দায়ের করিবার প্রয়োজন হয় না, কার্যদ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে।

যে পদ্ধতিতে প্রস্তাব জ্ঞাপন (communicate) এবং প্রত্যাহার (revoke) করা হইয়া থাকে এবং ঐ দুই ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম প্রযুক্ত হইয়া থাকে, নিষ্ফলযোগ্য চুক্তির প্রত্যাহরণক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।—ধা, ৬৬।

(গ) পরিবর্তন (Alteration)

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির এক বা একাধিক শর্তের পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন সম্পূর্ণ বৈধ। এরূপ ক্ষেত্রে মূল চুক্তি লোপ পায়, এবং তাহা পালন করিবার প্রয়োজন হয় না; পরিবর্তিত চুক্তি পালন করিতে হয়। (এই সম্পর্কে আইনের প্রয়োজনদ্বারা উন্মোচন দ্রষ্টব্য)।

একপক্ষীয় (Unilateral) চুক্তির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যে চুক্তিতে কোন কার্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয় অথবা কোন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কার্য করা হয়), যে পক্ষ চুক্তিপালন পাইবার অধিকারী সেইপক্ষ (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা) অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালন হইতে মুক্তি দিতে পারেন। এক পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির উন্মোচন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হইতে পারে,—

(ঘ) পরিহার বা মকুফ (Remission)

অধিনিয়মের ৬৩তম ধারায় বলা হইয়াছে,—

প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পালন করা পূর্ণ বা আংশিকরূপে পরিহার বা মকুফ করিতে পারেন, অথবা উহা পালনের কাল বর্ধিত করিতে পারেন, অথবা উহার পরিবর্তে তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

(/০) ক খ-এর নিকট একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। পরে খ তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করে। অতঃপর ঐ প্রতিশ্রুতিপালনে ক-এর কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

(৵০) খ ক-এর নিকট ৫০০০৲ টাকা পাইবে। ক খ-কে ২০০০৲ টাকা প্রদান করে এবং খ তাহা পূর্ণ পরিশোধ হিসাবে (in full satisfaction) গ্রহণ করে। ইহাতে সমগ্র ঋণ পরিশোধ হইবে।

(৶০) খ ক-এর নিকট ৫০০০৲ পাইবে। গ খ-কে ১০০০৲ টাকা প্রদান করে এবং খ ক-এর নিকট তাহার দাবির পূর্ণ পরিশোধ হিসাবে ঐ টাকা গ্রহণ করে। ইহাতে ঐ দাবির পূর্ণ পরিশোধ হইবে।

এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে যে পরিমাণ টাকার জন্য চুক্তি হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়া অথবা এক কপর্দকও গ্রহণ না করিয়া অপর পক্ষকে দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন এবং এজন্য কোন পণ বা প্রতিলাভের (consideration) প্রয়োজন হয় না।

যে পরিমাণ টাকার জন্য চুক্তি হইয়াছিল তদপেক্ষা কম পরিমাণ টাকা প্রতিশ্রুতিদাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেই তাহা পরিহার বা মকুফ গণ্য হইবে না; উহা পূর্ণ পরিশোধ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহা তথ্যগত প্রশ্ন (question of fact)। শুধু মাত্র গ্রহণ করা হইাছে বা চেক ভাঙ্গান' হইয়াছে, ইহাই পূর্ণ পরিশোধের চূড়ান্ত প্রমাণ (conclusive evidence) হইবে না।

এই ধারা অনুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিপালনের কাল বর্ধিত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা প্রতিশ্রুতিদাতার অনুকূলে হইতে হইবে; প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা নিজের সুবিধার জন্য এই ধারার আশ্রয় লইতে পারিবেন না।

ইংরাজী আইনের প্রাতিষঙ্গিক (corresponding) ধারা হইতে ৬৩ সংখ্যক ধারার পার্থক্য এই যে, এই ধারায় পণ বা প্রতিলাভের (consideration) আবশ্যক হয় না। ভারতীয় আইনে পরিহারের অঙ্গীকার প্রবর্তনীয় গণ্য হয়; কিন্তু ইংরাজী আইনে পরিহারের অঙ্গীকার প্রবর্তনীয় নহে, যেহেতু উহার সমর্থনে কোন পণ বা

প্রতিলাভ নাই। কিন্তু যেক্ষেত্রে চুক্তি আংশিকরূপে পালিত হইয়াছে এবং অপর পক্ষ তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেক্ষেত্রে চুক্তির উন্মোচন হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজী আইনে Accord and Satisfaction (সম্মতি ও পরিশোধ) বলা হয়।

(৩) চুক্তিপালন অসম্ভব হইলে তাহাদ্বারা চুক্তির উন্মোচন হয়। অধিনিয়মের ৫৬ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—যে কার্য স্বতঃই অসম্ভব (impossible in itself) তাহা সম্পাদনের করার নিষ্ফল (void) হইয়া থাকে।

যে কার্য সম্পাদনের জন্য চুক্তি হইয়াছে তাহা যদি চুক্তি সম্পাদনের পরে অসম্ভবে পরিণত হয়, অথবা প্রতিশ্রুতিদাতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন ঘটনার জন্য অবৈধ (unlawful) হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য অসম্ভব বা অবৈধ হওয়া মাত্র ঐ চুক্তি নিস্ফল হইবে।

পরিপূর্তির অসম্ভবতা (impossibility of performance) চুক্তিসম্পাদন কালেই পক্ষসমূহের জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে বিদ্যমান থাকিতে পারে, অথবা চুক্তি সম্পাদনের পরে উদ্ভূত হইতে পারে। চুক্তিসম্পাদন কালেই পরিপূর্তির অসম্ভবতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ চুক্তি নিষ্ফল (void)। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন কালে চুক্তি পালন সম্ভব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে উহা অসম্ভবে পরিণত হয় বা অবৈধ হয়। ঐরূপ হইলে চুক্তি নিষ্ফল (void) হয়। যাহা অসম্ভব, আইন তাহা করিতে বাধ্য করে না (Lex non cogit ad impossibilia)—এই নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

৫৬ সংখ্যক ধারায় "অসম্ভব" শব্দটি বাস্তব (physical) অথবা আক্ষরিক (literal) অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন কার্য সম্পাদন হয়ত আক্ষরিক ভাবে অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যে উদ্দেশে ঐ কার্য সম্পাদনের চুক্তি হইয়াছিল তাহা যদি কার্য সম্পাদনে সাধিত না হয়, অথবা যে ভিত্তির উপর চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কোন প্রতিকূল ঘটনায় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে তাহা যদি

সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতিপালন অসম্ভব গণ্য হইবে। চুক্তির পক্ষসমূহ পূর্বাহ্নে কল্পনাও করিতে পারেন নাই এইরূপ বাহ্য কারণে (external cause) চুক্তিপালন অসম্ভব বশতঃ চুক্তির উন্মোচনকে Frustration বা ব্যর্থতা বলা হইয়া থাকে।

পরিপূর্তির অসম্ভবতা বিভিন্ন কারণে জন্মিতে পারে, নিচে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইল।

(ক) চুক্তি পালনের জন্য আবশ্যক বস্তুর বিনাশ (Destruction of an object necessary for the performance of the contract)—ঐকতান অনুষ্ঠানের জন্য একটি সঙ্গীত ভবন ভাড়া লওয়া হয়। যে দিবস অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কথা তাহার পূর্বেই ঐ বাড়ি আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ইহাতে চুক্তি উন্মোচন হইয়াছে ধার্য হয়।

(খ) আইনের পরিবর্তন (change of law)—সম্পাদনকালে যে চুক্তি আইনানুগ ছিল তাহা পরবর্তী কালে আইনের পরিবর্তন বশতঃ আইনবিরুদ্ধ হইলে, ঐ চুক্তির অবসান হয়। চুক্তির উপর যুদ্ধের প্রভাব দ্রষ্টব্য।

(গ) ব্যক্তিগত অসামর্থ্য (Personal incapacity)—যদি একপক্ষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা (qualification) চুক্তির ভিত্তি হয়, তাহা হইলে মৃত্যু বা রোগহেতু ঐ পক্ষের অসামর্থ্য জন্মিলে ঐ চুক্তির উন্মোচন হইবে। ক একজন খ্যাতনামা অভিনেতা, তাহার নামে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ভিড় হয়। তিনি খ-এর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে চুক্তিবদ্ধ। একটি বিশেষ রজনীতে ক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। ফলে খ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মামলা চলিবে না, যেহেতু ঐ রজনীতে অভিনয় করিবার চুক্তি অসামর্থ্যের জন্য উন্মোচিত হইয়াছে।

(ঘ) যে অবস্থার নিরন্তর বিদ্যমানতা চুক্তির ভিত্তি স্বরূপ, সেই

অবস্থা বিদ্যমান না থাকা (the non-existence of a state of things the continued existence of which formed the basis of a contract)—ক এবং খ পরস্পর বিবাহ করিতে চুক্তি বদ্ধ হয়। বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই খ উন্মাদ হয়। এক্ষেত্রে ক ও খ-এর স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা চুক্তির ভিত্তি স্বরূপ ছিল। তাহার লোপ হওয়ায় চুক্তির অবসান হয়।

(ঙ) যুদ্ধ-ঘোষণা (Out-break of war)—যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে বিদেশী শত্রুর সহিত কোন চুক্তি হইলে তাহা মূলতঃ (ab initio) নিষ্ফল। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরেও ঐ চুক্তি নিষ্ফল গণ্য হইবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ অনুজ্ঞা (licence) মঞ্জুর করিয়াছেন সে ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।

দুই বিভিন্ন দেশের নাগরিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পরে ঐ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন ঐ চুক্তি নিলম্বিত (suspended) থাকিবে। যুদ্ধ বিরতির পরে উহা পুনর্জীবিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ চুক্তি শত্রুকে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করে গণ্য হয়, অথবা যদি ঐ চুক্তি স্বভাবতঃই নিলম্বিত থাকিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ চুক্তির নিরাকরণ (abrogation) হইবে।

অধিনিয়মের ৫৬ সংখ্যক ধারায় ব্যবহৃত "অসম্ভবে পরিণত হয়" (becomes impossible) এই বাক্যাংশটি বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। পরিপূর্তির অসম্ভবতা যদি বাস্তব না হইয়া শুধুমাত্র অসুবিধাজনক বা কষ্টসাধ্য হয়, তাহা হইলে এই ধারার প্রয়োগ হইবে না। চুক্তিপালনের জন্য যদি মূল্য বৃদ্ধিহেতু অত্যধিক মূল্য প্রদানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ৫৬ সংখ্যক ধারার অর্থানুসারে ঐ চুক্তি অসম্ভব গণ্য হইবে না (40. Bom. 301.)। যদি কোন তৃতীয় পক্ষের কার্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিশ্রুতিদাতা চুক্তি সম্পাদন করেন, তাহা হইলে এই ধারা তৃতীয় পক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত

হইবে না। প্রতিবাদীর বাগদত্তা কন্যা বাদীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে, তাহাদ্বারা প্রতিবাদীর চুক্তি পালন অসম্ভবে পরিণত হয় না (21. Bom. 3)। ধর্মঘট, তালাবন্দী (lock out) বা দাঙ্গা প্রভৃতি অসামরিক গোলযোগে (civil disturbance) চুক্তিপালন অসম্ভব গণ্য হইবে না ; অবশ্য যদি এই সকল অবস্থায় চুক্তির অবসান হইবে বা চুক্তিপালনের সময় বর্ধিত হইবে এইরূপ কোন ধারা চুক্তিতে উল্লেখ থাকে তাহা হইলে সেইরূপ হইবে।

চুক্তিবদ্ধ হইবার পরে সেই চুক্তি অসম্ভবে পরিণত হইলে, চুক্তির যে পক্ষ চুক্তি হইতে কোন সুবিধা (advantage) পাইয়াছেন তিনি তাহা অপর পক্ষকে প্রত্যর্পণ করিবেন অথবা ইহার ক্ষতিপূরণ করিবেন (ধা. ৬৫)। চুক্তি অসম্ভবে পরিণত হইলে যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে বা আমানত রাখা হইয়াছে তাহা ফেরৎ পাওয়া যাইবে।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে পরিসীমা অধিনিয়ম (Limitation Act) চুক্তিভঙ্গের মামলায় উত্তম প্রতিরক্ষণ (good defence) সৃষ্টি করে। এবং তাহার ফলে চুক্তির অবসান হয় ও অন্য পক্ষ আইন সঙ্গত প্রতিকার (remedy) হইতে বঞ্চিত হয়। যদি অধমর্ণ নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধ না করে এবং উত্তমর্ণ খেলাপের (default) তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করেন, তাহা হইলে চুক্তির উন্মোচন হয় এবং উত্তমর্ণ কিছুই আদায় করিতে পারিবেন না। ভারতে সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে পরিসীমা কাল তিন বৎসর এবং বিশেষ চুক্তির ক্ষেত্রে বার বৎসর।

(৫) আইনের ক্রিয়া দ্বারা চুক্তির উন্মোচন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হইয়া থাকে :—

(ক) সংবিলয়ন (Merger)—কোন উচ্চ অধিকার (superior right) ও নিম্ন অধিকার একত্রে একই ব্যক্তিতে সমাবেশিত (coincide) হইলে, নিম্ন অধিকার উচ্চ অধিকারের মধ্যে বিলীন

হয়। ইহাকে সংবিলয়ন বলা হয়। ক যে জমিখণ্ড ইজারা লইয়াছে তাহাই ক্রয় করে। ইজারাদার হিসাবে তাহার যে স্বত্ব (right as a lessee) তাহা এখন তাহার মালিকানা স্বত্বের মধ্যে (in his right of ownership) বিলীন হইবে।

(খ) সারভুত পরিবর্তন (Material alteration)—যদি চুক্তির একপক্ষ অপর পক্ষের অজ্ঞাতসারে অথবা বিনা সম্মতিতে চুক্তির কোন সারভূত শর্তের পরিবর্তন করে, তাহা হইলে চুক্তির উন্মোচন হইবে এবং পরিবর্তনকারী পক্ষ পরিবর্তনের পূর্বস্থিত চুক্তিও আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করিতে পারিবে না।

(গ) দেউলিয়া (Insolvency)—আদালত হইতে দেউলিয়ার মুক্তির আদেশ (order of discharge) প্রদত্ত হইলে, এই আদেশ বলে সে তাহার পূর্বেকার ঋণ হইতে অব্যাহতি পায়। অন্যথা তাহার অধিকার ও দায় Official Assignee অথবা Receiver এর হস্তে ন্যস্ত হয়।

(৬) চুক্তিভঙ্গ দুই প্রকারের হইতে পারে, বাস্তবিক (actual) ও পূর্বাবধারিত (anticipatory)। এই দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিভঙ্গকেই অন্বয়াশ্রিত (constructive) বলা হইয়া থাকে।

(ক) চুক্তি পালন করিতে করিতে (during performance) অথবা চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে (after the performance becomes due) চুক্তির একপক্ষ তাহার দায় পালন না করিলে বা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বাস্তবিক চুক্তিভঙ্গ বলা হয়। ক একটি বিদ্যালয়ে দুইশত বেঞ্চ সরবরাহ করিবার চুক্তি করে। একশত খানি সরবরাহ করা হইলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়া দেন যে, আর প্রয়োজন হইবে না। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হয়।

যদি কোন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিদাতাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ (reasonable facility)

প্রদানে অবহেলা অথবা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ অবহেলা বা অস্বীকারের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব না হইলে প্রতিশ্রুতি-দাতা তাহার দায়মুক্ত হইবেন।—ধা. ৬৭।

(খ) যদি চুক্তির একপক্ষ চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চুক্তি অধীনে তাহার যে দায় তাহা প্রত্যাখ্যান (repudiate) করে অথবা নিজের কার্যদ্বারা নিজেকে চুক্তিপালনে অশক্ত করে, তাহা হইলে পূর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্গ হয়। ক তাহার গাড়ি ১লা ডিসেম্বর তারিখে খ-এর নিকট বিক্রয় করিবে, এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১লা ডিসেম্বরের পূর্বেই ক খ-কে জানাইয়া দেয় যে গাড়ি বিক্রয় হইবে না। এক্ষেত্রে খ এই সংবাদ পাইয়াই চুক্তিভঙ্গের মামলা আনয়ন করিতে পারে, সেজন্য চুক্তিপালনের তারিখ পর্যন্ত (১লা ডিসেম্বর) তাহার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন করে না।

পূর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্গে আপনা হইতেই চুক্তির উন্মোচন হয় না; ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) ঐরূপ স্থির করিলে অর্থাৎ পূর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্গকে বাস্তবিক চুক্তিভঙ্গের তুল্য ব্যবহার করিলে (elects to treat it as equivalent to actual breach) তবেই চুক্তির উন্মোচন হইবে। পূর্বের উদাহরণে, অবিলম্বে মামলা দায়ের না করিয়া, খ ক-এর কার্য বা বিজ্ঞপ্তি মান্য করিতে অস্বীকার পূর্বক চুক্তিপালনের নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করিল। তাহার পর প্রয়োজন হইলে মামলা করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে যদি চুক্তিপালন করিবার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন কারণে চুক্তিপালন অসম্ভবে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা চুক্তি উন্মোচন হইবে এবং খ তাহার ক্ষতিপূরণের মামলা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

(Remedies of Breach of Contract)

চুক্তিভঙ্গ হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ (injured party) নিম্নলিখিত এক বা একাধিক প্রতিকার (remedy) পাইবার অধিকারী :—

(১) চুক্তি প্রত্যাহরণ (Rescission of the Contract)। ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, চুক্তির অধীনে তাহার যে সকল দায়, তৎসমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

(২) ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা (Suit for damages)।

(৩) অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা (Suit upon Quantum Meruit)।

(৪) চুক্তির বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির জন্য মামলা (Suit for Specific performance of the contract)।

(৫) নিষেধাজ্ঞা প্রদানের জন্য মামলা (Suit for Injunction)।

চুক্তির প্রত্যাহরণ—চুক্তির এক পক্ষ ৩৯, ৫৩ অথবা ৫৫ সংখ্যক ধারা অনুসারে চুক্তি প্রত্যাহরণ করিলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। অধিনিয়মের ৬৪ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি প্রত্যাহবণ করা হইলে, যিনি প্রত্যাহরণ করেন তিনি অপর পক্ষের নিকট হইতে চুক্তির অধীনে যে সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। অপর পক্ষে ৭৫ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, যিনি ন্যায়সংগত ভাবে (rightfully) চুক্তি প্রত্যাহরণ করিয়াছেন তিনি চুক্তিপালন না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সেজন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন। একজন গায়িকা এক রঙ্গালয়ে পরবর্তী দুই মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দুই রাত্রি গান করিবে এবং রঙ্গালয় তাহাকে প্রতি রাত্রের গানের জন্য একশত টাকা প্রদান করিবে,—

এই চুক্তি হয়। ষষ্ঠ রাত্রে গায়িকা ইচ্ছাপূর্বক রঙ্গালয়ে অনুপস্থিত হওয়ায় রঙ্গালয় চুক্তি প্রত্যাহরণ করে। ৬৪ সংখ্যক ধারা অনুসারে রঙ্গালয় পাঁচ রাত্রি গানের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য; পক্ষান্তরে চুক্তি পালন না হওয়ায় রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে সেজন্য ৭৫ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী রঙ্গালয় ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

ক্ষতিপূরণ (Damages)—চুক্তিভঙ্গ হেতু কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ঐ পক্ষ অধিনিয়মের ৭৩ সংখ্যক ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন। ঐ ধারায় বলা হইয়াছে,– চুক্তিভঙ্গ হইলে সেজন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী :—

(ক) চুক্তিভঙ্গের ফলে যে ক্ষতি সাধারণ ঘটনা-প্রবাহ হইতে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত (naturally arose in the usual course of things)।

(খ) যে ক্ষতি চুক্তিভঙ্গ হেতু স্বাভাবিক ভাবে জন্মে নাই এইরূপ কোন বিশেষ ক্ষতি, যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, চুক্তি সম্পাদনকালে ঐরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয় পক্ষ অবগত ছিলেন।

(গ) চুক্তিভঙ্গের ফলে কোন দূরবর্তী (remote) বা পরোক্ষ (indirect) ক্ষতির জন্য এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

(ঘ) উপচুক্তিভঙ্গের ক্ষতিপূরণ চুক্তিভঙ্গের ক্ষতিপূরণের অনুরূপ হইবে।

যে সকল ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইতে পারে, তাহা চার শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে, সাধারণ (ordinary or general), বিশেষ (Special), আদর্শাত্মক, দণ্ডাত্মক, বা প্রতিশোধাত্মক (Exemplary, punitive), এবং নামমাত্র (Nominal)।

সাধারণ ক্ষতিপূরণ—চুক্তিভঙ্গের সন্নিহিত পরিণাম (proximate consequences) দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ, দূরবর্তী পরিণাম সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য নহে। সাধারণতঃ বাদীর নিকট কার্যপূর্তির যে মূল্য (value) তদনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিণাম স্থির করা হয়, প্রতিবাদীর কার্যপূর্তির ব্যয় (cost) অনুসারে নহে। ক খ-এর জমির চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিবে চুক্তি হয়। ক চুক্তি ভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মাত্রা বা পরিমাণ প্রাচীর নির্মাণের ব্যয় অনুসারে হইবে না। প্রাচীর নির্মাণ না হওয়ায় জমির মূল্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তদনুসারে হইবে। ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের তারিখে পণ্যের মূল্য ও চুক্তিকৃত মূল্য এই দুইয়ের অন্তর ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। চুক্তিভঙ্গের পরবর্তীকালে উহার মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস বিবেচনা করা হয় না।

ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগের জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইতে পারে। এক রেল প্রতিষ্ঠান এক যাত্রীকে এরূপ স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য করিল যে স্থানে কোন যানবাহন বা হোটেল না থাকায় যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে কয়েক মাইল পথ পদব্রজে যাইতে হইল। তাহার এই অসুবিধা ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হওয়ায় তাহার ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হইল তাহা অতি দূরতম পরিণাম (too remote consequence) বলিয়া ধার্য হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কর্তব্য হইবে চুক্তিভঙ্গ হেতু ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা করা। যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে তাহার ক্ষতির একাংশ এই কর্তব্য উপেক্ষা বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত, তাহা হইলে সেই অংশের জন্য তিনি ক্ষতি পূরণের দাবি হইতে বঞ্চিত হইবেন। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইয়াছেন, তাহার কর্তব্য অন্য চাকুরীর সন্ধান করিয়া ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করা। যদি ঐ ব্যক্তি প্রমাণ

করিতে পারেন যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তিনি অন্য চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবেই তাহার পূর্ণ বেতনের দাবি স্বীকৃত হইবে।

বিশেষ ক্ষতিপূরণ—অনেক সময় বিশেষ পরিস্থিতির হেতু, চুক্তিভঙ্গ হইতে সাধারণ ক্ষতি ছাড়াও অন্য ক্ষতির উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহা চুক্তিভঙ্গের সন্নিহিত পরিণাম (proximate consequence) নহে, দূরবর্তী পরিণাম (remote consequence)। এইরূপ ক্ষতিপূরণকেই বিশেষ ক্ষতিপূরণ বলা হয়। যে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন কালেই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ অবগত ছিলেন যে, চুক্তিভঙ্গ হইলে ঐ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেই ক্ষেত্রেই আদালত বিশেষ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া থাকেন। গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুতকারক এক ব্যবসায়ী পশু-প্রদর্শনী হইতেছে এইরূপ একস্থানে প্রেরণের জন্য ঐ খাদ্য রেল-প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান করেন এবং রেল প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দেন যে ঐ পণ্য পশু প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত হইতেছে এবং পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। প্রদর্শনী সমাপ্ত হইবার পর পণ্য ঐ স্থানে পৌঁছায়, এক্ষেত্রে পণ্য বিলম্বে পৌঁছিবার জন্য ব্যবসায়ী সাধারণ ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবেন। উপরন্তু চুক্তিভঙ্গ হেতু তাহার লাভের হানির জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণেরও অধিকারী হইবেন।

আদর্শাত্মক, দণ্ডাত্মক বা প্রতিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণ—দণ্ডপ্রদানের উদ্দেশে এবং অপরের নিকট উদাহরণ স্থাপনের নিমিত্ত এই শ্রেণীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। স্বভাবতঃই এই ক্ষতিপূরণের মাত্রা অত্যন্ত অধিক হয় এবং শুধুমাত্র দুইটি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ;—(ক) বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ব্যাঙ্কে ব্যবসায়ীর টাকা থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যায় ভাবে ব্যবসায়ীর চেক প্রত্যাখ্যান বা অনাদর (dishonour) করা। প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অনুভূতির উপর যে-ক্ষতি সাধন হইয়াছে (injury

to feelings) তাহা দ্বারা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, চেকে অঙ্কের পরিমাণ যত কম হয়, ক্ষতিপূরণের মাত্রা তত অধিক হয়।

নামমাত্র ক্ষতিপূরণ—যে ক্ষেত্রে আদালত দেখিতে পান যে বাদীর ক্ষতির পরিমাণ অধিক নহে, অথবা যে ক্ষেত্রে আদালতের মতে ক্ষতির পরিমাণ অতি নগণ্য, সেইরূপ ক্ষেত্রে আদালত এক টাকা বা দশ নয়া পয়সা বা ঐরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকেই নামমাত্র ক্ষতিপূরণ বলা হয়। চুক্তিভঙ্গে আজ্ঞপ্তি বা ডিক্রী (decree) পাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ—ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি উপায়ে নির্ধারণ করা হইবে সে সম্পর্কে অধিনিয়মের ৭৩ হইতে ৭৫ সংখ্যক ধারাসমূহে কয়েকটি সূত্র সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই বিষয়ের দৃষ্টান্তমূলক মামলা (leading cases) হইতেও কিছু সূত্র পাওয়া যায়। প্রধান সূত্রগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) চুক্তিভঙ্গ হেতু একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, চুক্তিপালন হইলে ঐ ক্ষতি সম্পর্কে তাহার যেরূপ অবস্থা হইত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে টাকার সাহায্যে যতদূর সম্ভব সেইরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে,—ইহাই ক্ষতিপূরণের সাধারণ নিয়ম। (Hadley *v.* Baxendale)

(২) সাধারণতঃ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তাহার যে বাস্তব ক্ষতি (actual loss) হইয়াছে, শুধু তাহারই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

(৩) বাস্তব ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে আদালত শুধুমাত্র সেইরূপ ক্ষতি বিবেচনা করিবেন যাহা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করিলে চুক্তিভঙ্গহেতু সাধারণ ঘটনা-প্রবাহ হইতে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে বিবেচিত হয়।

(৪) দূরবর্তী ক্ষতি (অর্থাৎ যাহা দূরবর্তী পরিণাম হইতে উদ্ভূত অথবা যাহা চুক্তিভঙ্গহেতু স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত নহে) সাধারণতঃ মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে চুক্তিসম্পাদনের সময় ঐরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয় পক্ষ অবগত থাকেন, সেক্ষেত্রে আদালত দূরবর্তী ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারেন।

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণের আজ্ঞপ্তি (decree) পাইবার জন্য যে ব্যয় করেন, তাহাও পাইবার অধিকারী।

(৬) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কর্তব্য ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা করা।

(৭) ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন হইলে তাহা ক্ষতি-পূরণ প্রদানে বাধার কারণ হইতে পারে না। আদালত ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য নির্ধারণ করিবেন এবং তদনুযায়ী আজ্ঞপ্তি (decree) প্রদান করিবেন।

(৮) যদি চুক্তিতে এরূপ উল্লেখ থাকে যে, চুক্তিভঙ্গ হইলে নিশ্চিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হইবে, অথবা চুক্তিভঙ্গের দণ্ড হিসাবে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের শর্ত থাকে, তাহা হইলে আদালত উল্লিখিত অর্থের অনতি পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন (reasonable compensation not exceeding the sum named)—ধা. ৭৪.

পরিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণ ও দণ্ড (Liquidated Damages and Penalty)—অনেক সময় চুক্তিভঙ্গ হইলে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেয় তাহা চুক্তি সম্পাদন কালেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আদালত ঐ স্থিরীকৃত অঙ্ক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করিবেন কিনা।

ইংরাজী আইনে এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা হয়, চুক্তিভঙ্গ হইলে যে টাকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পরিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণ অথবা দণ্ড। যখন দেখা যায়, চুক্তিভঙ্গ হইলে একপক্ষের

যে বাস্তব ক্ষতি হইবে তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রাক্কলনদ্বারা (by reasonable estimate) দেয় টাকার পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে, তখন উহাকে পরিশোধাত্মক বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে, সম্ভাব্য বাস্তব ক্ষতির হিসাব করিয়া উহা স্থির করা হয় নাই, দণ্ডপ্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে স্থির করা হইয়াছে, তাহা হইলে উহাকে দণ্ড (Penalty) বলা হয়।

পরিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ইংরাজী আদালত শর্তানুযায়ী টাকা (stipulated amount) প্রদান করিয়া থাকেন ; বাস্তব ক্ষতি উহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলেও আদালত কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আদালত শুধুমাত্র ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া থাকেন।

ভারতীয় আইনে এই দুইয়ের কোন প্রভেদ করা হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী, কিন্তু ইহার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না, কম বা সমান হইতে পারে।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুদের দাবি—চুক্তি অনুযায়ী একপক্ষ যে টাকা পাইবার অধিকারী তাহা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রদান করা না হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুদ পাইবার অধিকারী হইবেন :—

(ক) যে ক্ষেত্রে করারে লিখিত বা ধ্বনিত (implied) থাকে যে, সুদ প্রদান করা হইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে সুদ প্রদানের প্রথা আছে।

(গ) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সুদ অধিনিয়মের বিধান অনুসারে।

ঋণের চুক্তিতে যখন শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পরিশোধ না করিলে খেলাপের তারিখ হইতে নির্দিষ্ট অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে বর্ধিত হার ন্যায় সঙ্গত হইলে আদালত তাহা মঞ্জুর করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ বর্ধিত হার অত্যধিক

(exhorbitant) হইলে আদালত শুধুমাত্র ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। এক ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল শতকরা ১২৲ টাকা এবং বর্ধিত হার ছিল শতকরা ৭৫৲ টাকা ; আদালত শতকরা ২৪৲ টাকা প্রদান করেন।

অর্জিত পরিমাণ (Quantum Meruit)

(দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তি (Specific Performance)

আদালত কর্তৃক চুক্তির এক পক্ষকে তাহার চুক্তির অংশ পালন করিবার নির্দেশ করা হইলে তাহাকে বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তি বলা হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চুক্তিভঙ্গহেতু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারেন, অর্থাৎ আদালতের নিকট চুক্তিভঙ্গকারীকে চুক্তিতে তাহার অংশ পালন করিবার নির্দেশ প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারেন। বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তি বিবেচনা সাপেক্ষ প্রতিকার (discretionary remedy), এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্রে অর্থদ্বারা ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার (adequate remedy) বিবেচিত হয় না, কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির আদেশ প্রদান করা হয়। একখানি বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ হইলে অর্থ প্রদানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হইবে না, যেহেতু তিনি ঐ বাড়ির যথাযথ অনুকল্প (exact substitute) অপর কোন বাড়ি বাজারে পাইবেন না। যে সকল বস্তু দুর্লভ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথবা কোন অনুষঙ্গ হেতু (on account of some association) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই সকল বস্তুর ক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির আদেশ প্রদত্ত হয়।

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির আদেশ প্রদত্ত হয় না :—

(ক) যে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান দ্বারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্ভব।

(খ) যে ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষে চুক্তিপালন তত্ত্বাবধান করা (supervise) সম্ভব নহে, যথা গৃহনির্মাণের চুক্তি।

(গ) যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কুশলতা বা যোগ্যতা চুক্তির ভিত্তি-স্বরূপ, যথা চিত্র অঙ্কনের চুক্তি, বিবাহের চুক্তি।

নিষেধাজ্ঞা (Injunction)—আদালত কর্তৃক কোন পক্ষকে কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে যে আজ্ঞা প্রদান করা হয় তাহাকে নিষেধাজ্ঞা বলা হয়। ইহাদ্বারা চুক্তির নিষেধাত্মক (negative) শর্ত সম্পর্কে বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক অভিনেত্রী এক ফিল্ম প্রতিষ্ঠানে ১ বৎসর কাল অভিনয় করিবেন এবং ঐ সময়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবেন না এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি ঐ বৎসরেই অপর এক প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবেন এই মর্মে তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে আদালত প্রথম প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবার বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির আদেশ প্রদান করিবেন না, যেহেতু চুক্তি ব্যক্তিগত কুশলতার উপর প্রতিষ্ঠিত; উপরন্তু আদালতের পক্ষে চুক্তিপালন তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নহে। তৎপরিবর্তে আদালত অভিনেত্রীকে অপর প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিবেন।

যে সকল ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয় না, অথচ বিনির্দিষ্ট পরিপূর্তির আদেশ প্রদান সম্ভব নহে, সেই সকল ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়া থাকে। পূর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্গে (in anticipatory breach of contract) ইহার প্রকৃষ্ট প্রয়োগ হয়।

তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব—কোন চুক্তি উহার সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যতীত অপর কাহারও উপর কোন দায় আরোপ করিতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ চুক্তির কোন পক্ষকে চুক্তিভঙ্গ করিতে প্রণোদিত করিলে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ঐ তৃতীয় পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষতিনিষ্কৃতি ও প্রত্যাভূতি

(Indemnity and Guarantee)

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ১২৪ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—যে চুক্তিদ্বারা এক পক্ষ নিজ আচরণ বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির আচরণজনিত ক্ষতি হইতে অপর পক্ষকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহাকে **ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি** (Contract of Indemnity) বলা হয়।

খ-এর বিরুদ্ধে ২০০৲ টাকা সম্পর্কে গ কোন মামলা করিলে তাহা হইতে খ-কে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে ক প্রতিশ্রুত হইল। এক্ষেত্রে ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তি হইল। যদি আদালতের বিচারে ধার্য হয় যে খ ২০০৲ টাকা ও মামলা-ব্যয় গ-কে প্রদান করিবে, তাহা হইলে ক ঐ মোট অঙ্ক পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।

বলা বাহুল্য, ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি একটি ঘটনাপেক্ষ চুক্তি (Contingent contract)। ইহা কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষ। গ মামলা করিলে খ-কে যদি ২০০৲ টাকা ও মামলার ব্যয় প্রদান করিতে হয়, তবে এই চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে, যদি গ আদৌ মামলা না করে অথবা মামলার রায় গ-এর অনুকূল না হয়, তাহা হইলে চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে না।

অধিনিয়মে ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, (ক) প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ হইতে অথবা (খ) কোন তৃতীয় পক্ষের আচরণ হইতে যে ক্ষতি হইবে শুধুমাত্র তাহাই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কোন দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অভিমত যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে বীমার চুক্তি ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তি হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও অন্য এক প্রকার ক্ষতি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। প্রতিশ্রুতি দাতার অনুরোধক্রমে প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতা কোন কার্য করিয়া দায় অর্জন করিলেন। এই দায়জনিত ক্ষতিও ১২৪ সংখ্যক ধারার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই কারণেই ঐ সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে, এবং এই

ক্রটি পূরণের উদ্দেশে ভারতীয় আদালত সমূহে এইরূপ ক্ষেত্রে ইংরাজী আইনের ন্যায় নীতি (Equitable principles) প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

১২৪ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তির যে পরিসীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরাজী আইনে ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তির পরিসীমা তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ হইতে অথবা তৃতীয় পক্ষের আচরণ হইতে উদ্ভূত ক্ষতি সম্পর্কে ইহা সীমাবদ্ধ নয়। যে ঘটনা বা দুর্ঘটনা কাহারও আচরণের উপর নির্ভর করে না তাহা হইতে উদ্ভূত ক্ষতি, এবং প্রতিশ্রুতি দাতার অনুরোধে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোন কার্য করিয়া দায় অর্জন করিলে তজ্জনিত ক্ষতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এক্ষেত্রে বীমার চুক্তি ক্ষতিনিষ্কৃতি-চুক্তি বলিয়া গণ্য।

ক্ষতিনিষ্কৃতির কোন ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি (Express promise) না থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়া দ্বারা (by operation of law) ক্ষতিনিষ্কৃতির দায় জন্মিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ অধিনিয়মের ৬৯ সংখ্যক ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং ক্ষতিনিষ্কৃতির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত (Express) বা বিবক্ষিত (implied) উভয় প্রকার হইতে পারে। ব্যক্ত প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; নিচে বিবক্ষিত প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেওয়া হইল।

এক দালাল (broker) একখানি সরকারী প্রত্যর্থপত্রে (Govt. Promissory Note) ধারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া উহা নিজ অনুকূলে পৃষ্ঠাঙ্কিত করে, তৎপর Bank of India-র অনুকূলে পৃষ্ঠাঙ্কণ করিয়া তথায় দাখিল করে। ব্যাঙ্ক সরল বিশ্বাসে সরকারী ঋণ কার্যালয় (Public Debt office) হইতে ঐ প্রত্যর্থপত্রের পরিবর্তে নূতন প্রত্যর্থপত্র সংগ্রহ করিয়া দেয়। ঘটনা অবগত হইয়া ধারক (holder) সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ক্ষতি পূরণ প্রাপ্ত হন। সরকার ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ক্ষতিনিষ্কৃতির দাবিতে মামলা করেন এবং ডিক্রী প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ক্ষতিনিষ্কৃতির কোন ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি ছিল না। কিন্তু ব্যাঙ্কের অনুরোধ ক্রমে সরকারী ঋণ আধিকারিক (Public Debt Officer) পুরাতন প্রত্যর্থপত্রের পরিবর্তে নূতন প্রত্যর্থপত্র প্রদান করেন। আধিকারিক সরল বিশ্বাসে তাহার সাধারণ কর্তব্য হিসাবে এই কার্য করেন, ইহা কোনরূপ অন্যায় হইতে পারে এরূপ কোন সন্দেহ তাহার হয় নাই।

কিন্তু পরিণামে ইহা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে। সুতরাং যাহার অনুরোধে তিনি ঐ কার্য করিয়াছিলেন তাহার নিকট হইতে তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন (The Secretary of State *v.* the Bank of India, 65 I. A. 286)।

ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির অধিকার (Rights of the Indemnity holder)

অধিনিয়মের ১২৫ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃত (indemnified) ব্যক্তির অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ধারা অনুসারে ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দাতার নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী :—

(১) ক্ষতিনিষ্কৃতির প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত বিষয়ে কোন মামলায় যে ক্ষতিপূরণ (damages) প্রদান করিতে তাহার বাধ্যতা জন্মিবে।

(২) ঐরূপ মামলার যে ব্যয় (costs) বহন করিতে তিনি বাধ্য হইবেন (অবশ্য যদি তিনি মিতব্যয়ীর ন্যায় [prudently] অথবা প্রতিশ্রুতি দাতার নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকেন)।

(৩) ঐরূপ মামলা আপসে নিষ্পত্তি (compromise) করিবার জন্য যে অর্থ তিনি প্রদান করিয়াছেন (অবশ্য যদি ঐ নিষ্পত্তি যুক্তিযুক্ত [prudent] অথবা প্রতিশ্রুতি দাতার নির্দেশ অনুসারে হইয়া থাকে)।

১২৫ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির সর্ববিধ অধিকার স্থান পায় নাই। ইহাতে বর্ণিত অধিকার ছাড়াও তাহার অন্যান্য অধিকার আছে। ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তি তাহার দায় পরিশোধ করিবার পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দাতাকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদানে বাধ্য করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিনিষ্কৃতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন তাহার ক্ষতিবহনের দায় কোন্ সময় জন্মিবে, অধিনিয়মে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সেক্ষেত্রে ১৩৪ সংখ্যক ধারায় "ক্ষতি" (loss) শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এরূপ মনে হইতে পারে যে, দ্বিতীয় পক্ষের বাস্তবিক ক্ষতি হইবার পরেই ক্ষতিনিষ্কৃতির দায় জন্মিবে। বলা বাহুল্য, তাহা হইলে ক্ষতিনিষ্কৃতির বিশেষ মূল্য থাকেনা। ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হইলে তাহাকে রায় প্রদান পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঐ রায় অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিতে হইবে এবং তাহার পরে তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতির দাবি করিতে পারিবেন,—ইহা

অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসহ হইবে। মামলার ব্যয় ও ডিক্রীর টাকা প্রদানের পর অনেকের ক্ষতিনিষ্কৃতির দাবিতে মামলা করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। কাজেই বিচারপতি চাগলা বলিয়াছেন, যদি ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির কোন দায় জন্মে এবং তাহা নিরঙ্কুশ (absolute) হয়, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি দাতার নিকট তিনি ঐ দায় হইতে মুক্ত হইবার দাবি করিতে অধিকারী হইবেন (Gajanan *v.* Moreshwar, A. I. R. 1942 Bom 302)। সুতরাং "ক্ষতিনিষ্কৃতি মাত্রেই কোন অর্থ প্রদানের পরে প্রদত্ত হইবে তাহা নহে। ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির আদৌ কোন অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। তবেই ক্ষতিনিষ্কৃতি সার্থক হইবে।"— (Osman Jamal & Sons *v.* Gopal 1919, 56 Cal 262)

কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি তাহার প্রতিশ্রুতি পালন অথবা দায় পরিশোধ না করেন তাহা হইলে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হইবে,— এই মর্মে যে চুক্তি হয় তাহাকে **প্রত্যাভূতির চুক্তি** বলে।—ধা ১২৬।

রাম শ্যামকে অনুরোধ করে যদুকে ৫০০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করিতে, এবং যদু ঐ ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে রাম স্বয়ং উহা পরিশোধ করিবার প্রত্যাভূতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে প্রত্যাভূতির চুক্তি হইল।

যে ব্যক্তি প্রত্যাভূতি প্রদান করেন তাহাকে প্রতিভূ বা জামিনদার (Surety) বলা হয়, যাহার অনুকূলে প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয় তাহাকে মুখ্য অধমর্ণ বা মূল দেনাদার (Principal Debtor) বলা হয়, এবং যাহাকে প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয় তাহাকে উত্তমর্ণ বা পাওনাদার (Creditor) বলা হয়।

ভারতীয় আইনে প্রত্যাভূতি মৌখিক বা লিখিত উভয় প্রকারের হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজী আইনে ইহা প্রতারণা সংবিধির (Statute of fraud) চতুর্থ ধারা অনুসারে স্মারকলিপি দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যাভূতির চুক্তিমাত্রেই তিন পক্ষ থাকিবে, জামিনদার, মূল দেনাদার ও পাওনাদার। মূল দেনাদার না থাকিলে প্রত্যাভূতির প্রশ্নই উঠে না এবং মূল দেনাদারের ঋণ পরিশোধের খেলাপের উপর প্রত্যাভূতিদাতার দায় নির্ভর করে।

যখন কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে চায় অথবা ধারে মাল ক্রয় করিতে চায়, তখন সাধারণতঃ প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয়। তৃতীয় পক্ষের সৎ আচরণ সম্পর্কেও প্রত্যাভূতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

প্রত্যাভূতি প্রদানের নিমিত্ত ব্যক্তিগতভাবে দায় পরিশোধের ভার গ্রহণ অত্যাবশ্যক নহে; পাওনাদারের নিকট নিজ নিজ সম্পত্তির দলিল জামিন স্বরূপ গচ্ছিত রাখিলেই চলিতে পারে।

প্রত্যাভূতির চুক্তিতে বৈধ চুক্তির সকল শর্ত প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু দুইটি বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে।

(ক) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার নাবালক হইতে পারিবে। সেক্ষেত্রে নাবালক দায়ী না হইলেও জামিনদার দায়ী হইবেন। জামিনদার ও পাওনাদার এই দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি প্রবর্তনীয় (enforceable) হইবে।

(খ) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার যে প্রতিলাভ (consideration) প্রাপ্ত হইবেন, জামিনদারের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত। "মূল দেনাদারের অনুকূলে কোন কার্য করা হইলে বা প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইলে, প্রত্যাভূতি দানের জন্য তাহাই পর্যাপ্ত প্রতিলাভ হইবে"। —ধা. ১২৭।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদাহরণ তিনটি দ্রষ্টব্য:

(১) খ তাহাকে ধারে মাল বিক্রয় ও সরবরাহ করিবার জন্য ক-কে অনুরোধ করে। গ ঐ মালের মূল্য পরিশোধের প্রত্যাভূতি প্রদান করিবে এই শর্তে ক ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হয়। ক কর্তৃক মাল সরাবরাহের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে গ মূল্য পরিশোধের প্রত্যাভূতি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়। গ-এর প্রতিশ্রুতির পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত পণ বা প্রতিশ্রুতি।

(২) ক খ-এর নিকট মাল বিক্রয় করে ও সরবরাহ প্রদান করে। অতঃপর গ ক-কে অনুরোধ করে যে, এক বৎসরের মধ্যে যেন মূল্য আদায়ের জন্য মামলা করা না হয় এবং প্রতিশ্রুত হয় যে তাহা হইলে গ ঐ মূল্য পরিশোধ করিবে যদি খ উহা পরিশোধ না করে। ক অনুরোধ অনুযায়ী এক বৎসর কাল বিরত থাকিতে স্বীকৃত হয়। গ-এর প্রতিশ্রুতির পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত পণ।

(৩) ক খ-কে মাল বিক্রয় করে ও সরবরাহ দেয়। পরে গ বিনাপণে স্বীকৃত হয় যে, খ ঐ মূল্য পরিশোধ না করিলে গ উহা পরিশোধ করিবে। এই করার নিষ্ফল (void)।

ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি ও প্রত্যাভূতির চুক্তির পার্থক্য

(১) ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে দুই পক্ষ থাকে, ক্ষতিনিষ্কৃতিদাতা (indemnifier) এবং ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তি (indemnified)। কিন্তু প্রত্যাভূতির চুক্তিতে তিন পক্ষ থাকে, পাওনাদার (creditor), মূল দেনাদার (principal debtor) ও জামিনদার (surety)।

(২) ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে ক্ষতিনিষ্কৃতিদাতার দায় প্রাথমিক (primary); কিন্তু প্রত্যাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ না করিলে জামিনদারের দায় জন্মিবে। অর্থাৎ দেনাদারের প্রাথমিক দায়, তৎপরবর্তী দায় (secondary liability) জামিনদারের।

(৩) ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে কোন অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হইলে ক্ষতি-নিষ্কৃতিদাতার দায় জন্মে। কিন্তু প্রত্যাভূতির চুক্তিতে কোন ঋণ বা দায় বিদ্যমান থাকে এবং তাহাই পরিশোধ করিবার প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয়।

(৪) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে যেক্ষেত্রে জামিনদার মূল দেনাদারের ঋণ পরিশোধ করেন, সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করিবার পর তিনি মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করিবার অধিকারী। কিন্তু ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে ক্ষতিনিষ্কৃতি-দাতা (Indemnifier) তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন না।

ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তি তাহাকে ঐ অধিকার প্রদান করিলে তবেই তিনি মামলা করিতে পারেন।

জামিনদারের দায়িত্বের স্বরূপ (Nature of Surety's Liability)

মূল দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ করিতে অন্যথা করিলে তবেই জামিনদারের দায় জন্মে। সুতরাং মূল দেনাদার নির্দিষ্ট দিনে তাহার দায় পরিশোধ করিতে অন্যথা না করিলে, জামিনদারের নিকট ঐ দায় পরিশোধের দাবি করা যায় না; এবং মূল দেনাদারের দায় পরিশোধ খেলাপ হইবার পূর্বেই জামিনদার দেউলিয়া (insolvent) অভিনির্ণীত (adjudged) হইলে, জামিনদার যাহাকে স্বত্বনিয়োগ করিয়াছেন (assignee), তাহার বিরুদ্ধে পাওনাদার নিজ দাবি প্রমাণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে মূল দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ করিতে খেলাপ করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে

জামিনদারের দায় জন্মিল। এই সময় হইতে তিনিই যেন মূল দেনাদারের স্থলাভিষিক্ত হইলেন। পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা না করিয়া অথবা তাহাকে পক্ষভুক্ত না করিয়া সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। জামিনদার এরূপ দাবি করিতে পারেন না যে, পাওনাদার প্রথমে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দায় পরিশোধের মামলা করিবেন। এমন কি, মূল দেনাদার দায় পরিশোধ করিতে খেলাপ করিয়াছেন এই মর্মে কোন বিজ্ঞপ্তিও তিনি দাবি করিতে পারেন না। অবশ্য চুক্তিতে যদি এরূপ উল্লেখ থাকে যে, পাওনাদার প্রথমে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন অথবা মূল দেনাদার দায় পরিশোধ না করিলে জামিনদারকে তাহার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন, তাহা হইলে তাহা বলবৎ হইবে। যেক্ষেত্রে মূল দেনাদার নাবালক, সেক্ষেত্রে একমাত্র জামিনদারই দায় পরিশোধের জন্য দায়ী।

জামিনদারের দায় জন্মিলেই তাহা মূল দেনাদারের দায়ের ব্যাপ্তি লাভ করিবে অর্থাৎ মূল দেনাদারের দায় যতটা বিস্তৃত, জামিনদারের দায়ও অনুরূপ বিস্তৃত হইবে। অবশ্য চুক্তির শর্তদ্বারা ইহা মূল দেনাদারের দায় অপেক্ষা হ্রাস করা যাইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধি করা যায় না। "চুক্তিতে অন্যরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, জামিনদারের দায় ও মূল দেনাদারের দায় সহব্যাপ্ত (co-extensive) হইবে।"—(ধা ১২৮)।

আইনের দৃষ্টিতে মূল দেনাদার ও জামিনদার সর্বদাই পৃথক ব্যক্তি। একের বিরুদ্ধে যেরূপ দাবি প্রমাণ করিবার প্রয়োজন, সেরূপ অপরের বিরুদ্ধেও দাবি প্রমাণ করা আবশ্যক হয়। সাধারণতঃ মূল দেনাদারের কোন স্বীকৃতি (admission) অথবা তাহার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত কোন রায় জামিনদারের বিরুদ্ধে প্রবর্তনীয় হয় না। সেইরূপ তামাদি বন্ধ করিবার জন্য মূল দেনাদার কিছু অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে, জামিনদার তদ্বারা আবদ্ধ হইবে না।

অবিরাম প্রত্যাভূতি (Continuing Guarantee)

কোনও একটি লেনদেনের জন্য অথবা একাধিক বিভিন্ন লেনদেনের জন্য প্রত্যাভূতি প্রদত্ত হইতে পারে। যে প্রত্যাভূতি একাধিক লেনদেন সম্পর্কে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহাকে অবিরাম প্রত্যাভূতি বলে—(ধা. ১২৯)। যে

প্রত্যাভূতি একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে প্রদত্ত তাহাকে সরল (simple) বা বিনির্দিষ্ট (specific) প্রত্যাভূতি বলা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) খ তাহার জমিদারীর খাজনা আদায় করিবার জন্য গ-কে নিযুক্ত করিবে এই পণের বিনিময়ে খ-এর নিকট ক প্রতিশ্রুত হয় যে, গ যথাবিধি খাজনা আদায় ও তাহা জমা না দিলে ক ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত দায়ী থাকিবে। ইহা অবিরাম প্রত্যাভূতি।

(২) ক খ-এর নিকট প্রতিশ্রুত হয় যে, খ গ-কে সময় সময় যে চা সরবরাহ করিবে তাহার ১০০৲ টাকা পর্যন্ত মূল্য প্রদানের জন্য ক দায়ী থাকিবে। খ গ-কে ১০০৲ টাকার চা সরবরাহ করে এবং গ ঐ মূল্য পরিশোধ করে। তৎপরে খ গ-কে ২০০৲ টাকার চা সরবরাহ করে কিন্তু গ কোন মূল্য প্রদান করে না। ক যে প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়াছিল তাহা অবিরাম প্রত্যাভূতি। সুতরাং ক খ-এর নিকট ১০০৲ টাকার জন্য দায়ী।

(৩) খ ৫ বস্তা গম গ-কে সরবরাহ করিলে, এক মাসের মধ্যে উহার মূল্য প্রদত্ত হইবে, ক এই প্রত্যাভূতি প্রদান করে। গ যথাসময়ে উহার মূল্য প্রদান করে। খ পুনরায় গ-কে ৪ বস্তা গম সরবরাহ করে কিন্তু গ তাহার মূল্য প্রদান করে না। এক্ষেত্রে ক অবিরাম প্রত্যাভূতি প্রদান করে নাই, সুতরাং ঐ ৪ বস্তার মূল্যের জন্য সে দায়ী নহে।

প্রদত্ত প্রত্যাভূতি কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেনে সীমাবদ্ধ কি কতকগুলি লেনদেনে প্রসারিত তাহা নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রত্যাভূতি অবিরাম কি না তাহা পক্ষসমূহের অভিপ্রায় বিচার না করিয়া শুধুমাত্র দলিলের গঠন প্রণালীর (construction) উপর নির্ভর করা চলিবে না।

ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী বা ঐরূপ কোন বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত ব্যক্তির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যে প্রত্যাভূতি প্রদত্ত হয় তাহা অবিরাম প্রত্যাভূতি হইবে না (Sen *v* Bank of Bengal 1929, 47 I. A. 164)। **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কিস্তিবন্দি করিয়া পরিশোধের যে প্রত্যাভূতি তাহাও অবিরাম প্রত্যাভূতি নহে।**

অবিরাম প্রত্যাভূতি (Continuing Guarantee) নিম্নলিখিত উপায়ে প্রত্যাহৃত (Revoked) হইয়া থাকে :—

(১) জামিনদার কর্তৃক প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা। জামিনদার যে কোন সময়ে পাওনাদারকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া অবিরাম প্রত্যাভূতি প্রত্যাহার (revoke) করিতে পারেন। তবে ইহা শুধু ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে কার্যকরী হইবে, বিজ্ঞপ্তির পূর্বে কোন লেনদেন হইয়া থাকিলে সেজন্য জামিনদার দায়ী থাকিবেন।—ধা. ১৩০।

(২) জামিনদারের মৃত্যুদ্বারা। চুক্তিতে অন্যরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, জামিনদারের মৃত্যু অবিরাম প্রত্যাভূতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে প্রত্যাহারের তুল্য কার্য করে (operates as a revocation)।—ধা. ১৩১।

যে যে অবস্থায় জামিনদার তাহার দায় হইতে মুক্তি (discharge) লাভ করেন, সেই সেই অবস্থায় অবিরাম প্রত্যাভূতির পরিসমাপ্তি (terminated) হইয়া থাকে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

জামিনদারের দায়মুক্তি (Discharge of Surety)

প্রত্যাভূতির চুক্তিতে নিম্নলিখিত যে কোন অবস্থায় জামিনদার দায়মুক্ত হইয়া থাকেন :—(১) প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা (By notice of revocation)—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রত্যাভূতির চুক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে হইতে পারে অথবা কতকগুলি লেনদেন সম্পর্কে হইতে পারে। বিনির্দিষ্ট প্রত্যাভূতি (Specific guarantee) অর্থাৎ যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে প্রদত্ত হইয়াছে, দায় গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্যাহার করা যায়, দায় গ্রহণের পরে প্রত্যাহার করা যায় না। যদু প্রত্যাভূতি প্রদান করায় রাম শ্যামকে ১০০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করে; এক্ষেত্রে যদু প্রত্যাভূতির চুক্তি প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রত্যাভূতি প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু অর্থপ্রদান করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রত্যাভূতির চুক্তি প্রত্যাহার করা যাইবে।

অবিরাম প্রত্যাভূতির ক্ষেত্রে পাওনাদারকে বিজ্ঞপ্তি প্রদানদ্বারা জামিনদার ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে দায়িত্ব প্রত্যাহার করিতে পারেন। বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে যে সকল লেনদেন হইয়াছে সেজন্য জামিনদার দায়ী।—ধা. ১৩০।

(২) জামিনদারের মৃত্যু (Death of Surety)—অবিরাম প্রত্যাভূতির ক্ষেত্রে জামিনদারের মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর পরবর্তী লেনদেন সম্পর্কে জামিনদারের কোন দায় থাকিবে না, অর্থাৎ জামিনদারের সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হইবে না। অবশ্য, চুক্তিতে যদি অন্যরূপ ব্যবস্থা থাকে তবে তাহাই বলবৎ হইবে।—ধা. ১৩১।

জামিনদারের মৃত্যু হইলে, তাহার দায়মুক্তির জন্য পাওনাদারকে ঐ মৃত্যুর কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদানের আবশ্যক হয় না। জামিনদারের মৃত্যুসংবাদ অবগত না হইয়া তাহার মৃত্যুর পরে পাওনাদার যে লেনদেন করিবেন সেজন্য জামিনদারের সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হইবে না।

(৩) চুক্তির পরিবর্তন (Variation of Contract)—জামিনদারের বিনা সম্মতিতে পাওনাদার ও মূল দেনাদারের চুক্তির শর্তের কোন পরিবর্তন করা হইলে, ঐ পরিবর্তনের পরবর্তী লেনদেন সম্পর্কে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন।—ধা. ১৩২।

(৪) মূল দেনাদারের মুক্তি বা উন্মোচন (Release or Discharge of Principal Debtor)—যদি পাওনাদার মূল দেনাদারের সহিত এরূপ কোন চুক্তিবদ্ধ হন যাহাতে মূল দেনাদারের মুক্তি হয় (is released), অথবা এরূপ কোন কার্য করেন বা কার্য হইতে বিরত থাকেন (any act or omission) যাহার পরিণামে মূল দেনাদারের দায়মোচন হয় (is discharged), তাহা হইলে জামিনদারের কোন দায় থাকিবে না।—ধা. ১৩৪।

গ প্রত্যাভূতি প্রদান করায়, ক খ-কে মাল সরবরাহ করে, পরে খ অর্থকষ্টে পড়িয়া ক-এর সহিত এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হয় যে খ তাহার সম্পত্তি ক-কে স্বত্বনিয়োগ করিয়া দিবে (assign) এবং ক সরবরাহকৃত মালের মূল্য প্রদানের দাবি হইতে খ-কে মুক্তি প্রদান করিবে। এই চুক্তিদ্বারা খ ঋণমুক্ত হইল এবং এই কারণেই গ দায়মুক্ত হইল।

ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে খ-এর জন্য বাড়ি তৈয়ারী করিয়া দিতে চুক্তিবদ্ধ হইল এবং শর্ত হইল যে খ ঐ বাড়ি তৈয়ারির জন্য কাঠ সরবরাহ করিবে। গ ক কর্তৃক চুক্তিপালনের প্রত্যাভূতি প্রদান করিল। খ-কাঠ সরবরাহ করিল না। এই কারণে গ দায়মুক্ত হইবে।

যে ক্ষেত্রে পাওনাদার দাবি করিবার নির্ধারিত কালের মধ্যে (within the period of limitation) মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করেন

না এবং তাহার ফলে মূল দেনাদার কার্যত ঋণ-মুক্ত হইয়া যান, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন কি? এখানে পাওনাদারের বিরতির জন্য (on account of omission) মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি তামাদি হইয়া গিয়াছে (barred by limitation) সন্দেহ নাই। কিন্তু পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে বাধ্য নহেন, সুতরাং এই বিরতির জন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন কেন? পূর্বে এই সম্পর্কে ভারতীয় উচ্চ আদালত সমূহে বিরুদ্ধ মত (opposite view) প্রকাশ করা হইয়াছে। পরে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এই অসংগতির অবসান হয় এবং স্থির হয় যে, মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি অবধিবাধিত (barred by limitation) হইলেও জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন না। (Mahant Singh *v.* U. Ba. Yi, 1939. P. C. 110)।

স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধুমাত্র ১৩৪ সংখ্যক ধারার সাহায্যে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না, সেই সংগে ১৩৭ সংখ্যক ধারার সাহায্য লওয়া আবশ্যক। ১৩৭ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা না করিলে অথবা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রতিকার প্রবর্তন (enforce) না করিলে, শুধু সেই কারণেই জামিনদার দায়মুক্ত হইবে না।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি তামাদি হইয়া গেলেও জামিনদারের দায় অবসান হইবার কোন সংগত কারণ নাই। পাওনাদারকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করাই জামিনদারের কর্তব্য। সুতরাং দাবি করিবার নির্ধারিত সীমা (period of limitation) অতিক্রম হইবার উপক্রম হইলে জামিনদারের কর্তব্য হইবে পাওনাদারকে পরিশোধ করিয়া মূল দেনাদারের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করা।

(৫) মূল দেনাদারের সহিত বন্দোবস্ত (Arrangement with the Principal Debtor)—যে ক্ষেত্রে জামিনদারের বিনা সম্মতিতে পাওনাদার মূল দেনাদারের সহিত ঋণের কিয়দংশ রেয়াত প্রদান পূর্বক দাবি নিষ্পত্তি করিতে চুক্তিবদ্ধ হন (makes a composition with) অথবা মূল দেনাদারকে সময় প্রদান করিবার বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা না করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন। ধা.—১৩৫।

জামিনদারের বিনা সম্মতিতে মূল দেনাদারের দেয় ঋণ কিস্তিবন্দি করিয়া (by instalments) পরিশোধের জন্য পাওনাদার ও মূল দেনাদারের সম্মতিক্রমে ডিক্রী হইলে (consent deeree) জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন, কারণ ইহাদ্বারা দেনাদারকে সময় প্রদান করা হইবে। সেইরূপ জামিনদারের সম্মতি বিনা পাওনাদার অগ্রিম সুদ গ্রহণ করিলে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন, কারণ ইহা সময় প্রদানের চুক্তিতুল্য হইবে, যেহেতু যে সময়ের জন্য সুদ গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সময় অতীত না হইলে পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন না।

কিন্তু যেক্ষেত্রে মূল দেনাদারকে সময় প্রদানের চুক্তি পাওনাদার ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন না।—ধা. ১৩৬।

অনেক ক্ষেত্রে একাধিক জামিনদার থাকেন। তাহাদিগকে সহ জামিনদার (Co-sureties) বলা হয়। যদি একাধিক জামিনদার থাকে, তাহা হইলে পাওনাদার তাহার একজনকে মুক্তি প্রদান করিলে তাহা দ্বারা অপর জামিনদারের বা জামিনদারদিগের মুক্তি হয় না। এবং যে জামিনদার ঐরূপ মুক্ত হইয়াছেন তিনি অপর জামিনদারদিগের নিকট দায়মুক্ত হইবেন না।—ধা, ১৩৮।

(৬) কার্য বা কার্যবিরতি যাহাদ্বারা জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয় (Act or omission impairing surety's remedy)—যদি পাওনাদার জামিনদারের অধিকারবিরুদ্ধ কোন কার্য করেন অথবা জামিনদারের প্রতি কর্তব্য হিসাবে যে কার্য তাহার করা উচিত তাহা হইতে বিরত থাকেন এবং পরিণামে মূল দেনাদারেব বিরুদ্ধে জমিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়, তাহা হইলে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন। —ধা. ১৩৯।

(৭) নষ্ট বা হস্তান্তরিত জামিন (Security lost or parted with) —প্রত্যাভূতির চুক্তি সম্পাদন কালে মূল দেনাদার কর্তৃক পাওনাদারকে প্রদত্ত কোন জামিন (security) পাওনাদার নষ্ট করিলে বা জামিনদারের সম্মতি বিনা হস্তান্তর করিলে (part with) ঐ জামিনের মূল্য অবধি (to the extent of the value of the security) জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন। —ধা. ১৪১।

(৮) চুক্তি অসিদ্ধ হইলে (When the contract is invalid)— প্রত্যাভূতির চুক্তি অসিদ্ধ (invalid) হইলে, জামিনদার দায়মুক্ত হইয়া থাকেন। প্রত্যাভূতির চুক্তি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অসিদ্ধ গণ্য হয় :—

(ক) লেনদেনের সারভূত অংশ সম্পর্কে (Concerning a material part) পাওনাদার কর্তৃক বা তাহার জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে (with his knowledge and assent) মিথ্যা বর্ণন দ্বারা (by misrepresentation) প্রাপ্ত প্রত্যাভূতি অসিদ্ধ হইবে।—ধা. ১৪২।

(খ) লেনদেনের সারভূত অংশ সম্পর্কে মৌনাবলম্বন দ্বারা (by keeping silence) পাওনাদার যে প্রত্যাভূতি প্রাপ্ত হন তাহা অসিদ্ধ হইবে।—ধা, ১৪৩।

(গ) অপর এক ব্যক্তি সহজামিনদার হিসাবে (as co-surety) যোগদান না করিলে পাওনাদার প্রত্যাভূতি অনুসারে কার্য করিবেন না, এই চুক্তিতে কোন ব্যক্তি প্রত্যাভূতি প্রদান করিলে, যদি অপর ব্যক্তি যোগদান না করেন তবে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।—ধা. ১৪৪।

(ঘ) বৈধ চুক্তির অপরিহার্য অঙ্গের (essential elements) কোন একটির অভাব ঘটিলে প্রত্যাভূতির চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।

জামিনদারের অধিকার (The Rights of Surety)

মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের নিম্নলিখিত অধিকার থাকে :

(১) জামিনদার যে দায় গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ বা পূরণ (payment or performance) করিবার পর তিনি মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদারের যে সকল অধিকার ছিল তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। —ধা. ১৪০।

(২) প্রত্যাভূতির চুক্তি সম্পাদনকালে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদারের যে সকল জামিন (security) ছিল, জামিনদার তাহার প্রত্যেকটির সুবিধা (benefit) উপভোগ করিবার অধিকারী। জামিনদার ঐ জামিনের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কিনা সে প্রশ্ন এ স্থলে অবান্তর।—ধা. ১৪১।

(৩) প্রত্যাভূতির চুক্তি হইলেই তাহাতে মূল দেনাদার কর্তৃক জামিনদারকে ক্ষতিনিষ্কৃত করিবার প্রতিশ্রুতি নিহিত থাকে (implied), এবং জামিনদার ঐ প্রত্যাভূতির জন্য অধিকার বলে (rightfully) যে টাকা প্রদান

করিয়াছেন তাহা মূল দেনাদারের নিকট হইতে আদায় করিবার অধিকারী। —ধা ১৪৫।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জামিনদার মূল দেনাদারের নিকট হইতে শুধুমাত্র ক্ষতিনিষ্কৃতি (indemnity) পাইবার অধিকারী। সুতরাং তিনি তাহার অধিকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যান্য টাকা প্রদান করিলে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। মূল দেনাদার অর্থ পরিশোধ না করায় পাওনাদার জামিনদারের বিরুদ্ধে ঐ টাকার দাবিতে মামলা করিলেন ; যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জামিনদার আত্মপক্ষ সমর্থনে মামলা চালাইলেন এবং মামলার ব্যয়সহ দাবির টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এক্ষেত্রে জামিনদার মূল দেনাদারের নিকট হইতে দাবির টাকা আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু মামলার ব্যয় আদায় করিতে পারিবেন না। যে ক্ষেত্রে ঋণের মোট পরিমাণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করিয়া জামিনদার পাওনাদারের সহিত ঋণ নিষ্পত্তি (settlement of the debt) করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মূল দেনাদারের নিকট হইতে পাওনাদারকে যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহাই আদায় করিতে পারিবেন, যে পরিমাণ টাকার জন্য প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নহে।

সহ-জামিনদারদিগের পরস্পর দায়

(১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে বা পৃথক পৃথক (jointly or severally) জামিনদার হইলে তাহারা প্রত্যেকেই মোট ঋণের সমান সমান অংশ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম।—ধা. ১৪৬।

(২) সহ-জামিনদারগণ বিভিন্ন পরিমাণ টাকার জন্য প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়া থাকিলে তাহারা নিজ নিজ দায়ের সীমার মধ্যে (within the limits of their respective obligations) সমান অংশের জন্য দায়ী হইবেন।—ধা. ১৪৭।

ক, খ এবং গ যথাক্রমে ১০ হাজার, ২০ হাজার ও ৩০ হাজার টাকার জন্য ঘ-এর অনুকূলে চ-এর নিকট প্রত্যাভূতি প্রদান করে। ঘ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়।

ক, খ এবং গ প্রত্যেক ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু ঘ ৪০,০০০ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, ক ১০,০০০ টাকার জন্য দায়ী হইবে এবং খ ও গ প্রত্যেকে ১৫,০০০ টাকার জন্য দায়ী হইবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছিতপ্রদান

(Bailment)

যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজনের জন্য এইরূপ চুক্তিতে কোন বস্তু অর্পণ করেন যে, প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবার পর ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করা হইবে অথবা অর্পণকর্তার নির্দেশ অনুসারে উহার ব্যবস্থা (dispose) করা হইবে, তাহা হইলে ইহাকে গচ্ছিত প্রদান (bailment) বলা হইয়া থাকে।

ঐরূপ শর্তে যে ব্যক্তি বস্তু অর্পণ করেন তাহাকে গচ্ছিতদাতা (Bailor) এবং যে ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হয় তাহাকে গচ্ছিত গ্রহীতা (Bailee) বলা হয়। রাম তাহার বইখানা শ্যামকে ধার দিল, রাম তাহার কলমটি শ্যামকে মেরামত করিতে দিল, রাম তাহার ঘড়িটি শ্যামের নিকট জামিন রাখিয়া টাকা ধার করিল,—এই প্রতি ক্ষেত্রেই রাম গচ্ছিতদাতা (Bailor) এবং শ্যাম গচ্ছিতগ্রহিতা (Bailee)।

অধিনিয়মের ১৪৮ সংখ্যক ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গচ্ছিত প্রদানে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকিবে।

(ক) বস্তুর মালিক কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে ঐ বস্তু অর্পণ (delivery),

(খ) কোন বিনির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য (for a specific purpose),

(গ) প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলে ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করা হইবে অথবা গচ্ছিতদাতার নির্দেশানুযায়ী উহার ব্যবস্থা করা হইবে, এইরূপ চুক্তিতে।

যদি পূর্ব হইতেই কোন ব্যক্তির অধিকারে (possession) অপর কোন ব্যক্তির কোন বস্তু থাকে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পরবর্তী কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তিদ্বারা (by a subsequent agreement, express or implied) ঐ বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহিতা হইতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে বস্তুর মালিক গচ্ছিতদাতা হইবেন,—যদিও গচ্ছিতপ্রদান হিসাবে বস্তু অর্পণ (delivery) হয় নাই। ক এক মোটরগাড়ি বিক্রেতার প্রদর্শনী কক্ষে (show room) একখানা গাড়ি দেখিয়া আকৃষ্ট হয় এবং উহা ক্রয় করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাড়িখানার সরবরাহ না লইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বিক্রেতার নিকট রাখিয়া যায়। এক্ষেত্রে বিক্রেতা গচ্ছিতগ্রহীতা (bailee) হইবেন

অধিনিয়মের ১৪৯ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—গচ্ছিতগ্রহীতাকে বস্তু অর্পণ এরূপ যে কোন উপায়ে করা যাইতে পারে যাহার ফলে ঐ বস্তু অভীষ্ট গচ্ছিতগ্রহীতা (intended bailee) অথবা তাহার প্রাধিকৃত (authorised) কোন ব্যক্তির অধিকারে পৌছায়। সুতরাং বস্তু অর্পণ (delivery of goods) বাস্তব ও অন্বয়াশ্রিত (actual and constructive) উভয় প্রকারের হইতে পারে। পণ্যাগার (warehouse) হইতে প্রাপ্ত অর্পণাদেশ (delivery order) পণ্যাগারের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিলে তাহা অর্পণের সমতুল হইবে। শুধু অস্থাবর বস্তু (movable goods) সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদান (bailment) প্রযোজ্য। টাকাকড়ি অস্থাবর বস্তু হিসাবে গণ্য হয় না। সুতরাং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলে তাহা গচ্ছিত প্রদান হইবে না। এক্ষেত্রে আমানতকারী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে মহাজন ও খাতক (creditor and debtor) সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। কিন্তু যদি কতকগুলি মুদ্রা বা নোট (coins or currency notes) একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য (for safe custody) ব্যাঙ্কে অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাহা গচ্ছিত প্রদান হইবে ; এক্ষেত্রে যাহা অর্পণ করা হইতেছে ঠিক তাহাই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, তাহার অর্থমূল্য নহে।

গচ্ছিত প্রদানের প্রকার ভেদ (Different kinds of Bailment)

গচ্ছিত প্রদান বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য জমা দেওয়া (deposit), বিনালাভে ধার দেওয়া (commodation), ভাড়ার পরিবর্তে ব্যবহার করিতে দেওয়া (hire), বন্ধক রাখা (pawn), একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহনের জন্য (carriage) অথবা মেরামতের জন্য (repair) দেওয়া,—এ সমস্তই গচ্ছিতপ্রদান।

গচ্ছিতপ্রদান নিঃশুল্ক (gratuitous) অথবা সশুল্ক (non-gratuitous) হইতে পারে। এই দিক হইতে ইহাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) যাহা একমাত্র গচ্ছিতদাতার লাভের জন্য।

(খ) যাহা একমাত্র গচ্ছিত গ্রহীতার লাভের জন্য।

(গ) যাহা উভয় পক্ষের লাভের জন্য ;

ক নিজের অনুপস্থিতিতে দেখাশুনা করিবার জন্য তাহার গরুটি একমাসের জন্য খ-এর নিকট প্রদান করিল। ইহাতে একমাত্র গচ্ছিতদাতাই উপকৃত হইবেন। ক তাহার বইখানি এক সপ্তাহের জন্য তাহার বন্ধুকে পড়িতে দিল; এক্ষেত্রে একমাত্র গচ্ছিতগ্রহীতাই উপকৃত হইবেন। ক দৈনিক এক টাকা ভাড়ায় তাহার সাইকেলখানা খ-কে ব্যবহার করিতে দিল; এক্ষেত্রে গচ্ছিত-দাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হইবেন।

গচ্ছিতদাতার কর্তব্য (Duties of the Bailor)

(১) গচ্ছিত বস্তুর যে সকল ত্রুটি (faults) গচ্ছিতদাতা অবগত আছেন এবং যাহা ঐ বস্তু ব্যবহারে বিশেষরূপে বিঘ্ন সৃষ্টি করে (materially interfere) অথবা গচ্ছিতগ্রহীতাকে অসাধারণ বিপদের সম্মুখীন করে (expose bailee to extraordinary risks), তৎসমুদয় গচ্ছিতদাতা গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য, এবং যদি তিনি ঐরূপ প্রকাশ না করেন তাহা হইলে গচ্ছিতগ্রহীতার ঐ ত্রুটি হইতে প্রত্যক্ষভাবে (directly) যে ক্ষতি হইবে তাহার জন্য তিনি দায়ী হইবেন।—ধা. ১৫০।

ক, খ-কে একটি ঘোড়া ধার দেয়, কিন্তু ঘোড়াটি বদমেজাজী তাহা জানা থাকা সত্ত্বেও ক খ-এর নিকট তাহা প্রকাশ করে না। খ ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইলে ঘোড়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় এবং খ আহত হয়। খ-এর ক্ষতির জন্য ক দায়ী হইবে।

গচ্ছিত বস্তু ভাড়ার বিনিময়ে প্রদত্ত হইলে, গচ্ছিতদাতার দায় আরও অধিক হইয়া থাকে; গচ্ছিত বস্তুর ত্রুটি অবগত না থাকিলেও তিনি উপরোক্ত সকল ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন। ক খ-এর গাড়িখানা ভাড়া লয়। গাড়িখানা নিরাপদ নহে, যদিও খ তাহা অবগত নহে। ক ঐ গাড়ি ব্যবহার করিবার কালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষতির জন্য খ দায়ী হইবে।

(২) গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ব্যয় গচ্ছিতগ্রহীতা বহন করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কোন ব্যয় হইলে গচ্ছিতদাতা তাহা বহন করিবেন। ক তাহার ঘোড়াটি দুই দিনের জন্য খ-কে ধার দিল। বলা বাহুল্য, ঘোড়াটির এই দুই দিনের খোরাকী ব্যয় গচ্ছিতগ্রহীতা বহন করিবেন; কিন্তু যদি ঘোড়াটি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং সেজন্য অর্থব্যয় হয়,

তাহা হইলে গচ্ছিতদাতা ঐ ব্যয় বহন করিবেন। ব্যয় বহন সম্পর্কে উভয়পক্ষ যে কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন। অধিনিয়মের ১৫৮ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—যে ক্ষেত্রে গচ্ছিতপ্রদানের শর্তানুসারে গচ্ছিতগ্রহীতা কোন পারিশ্রমিক (remuneration) প্রাপ্ত হন না সেক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত-বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যে সকল ব্যয় করিবেন (necessary expenses incurred by him) তৎসমুদয় তাহাকে প্রদান করিতে গচ্ছিতদাতা বাধ্য থাকিবেন।

(৩) গচ্ছিতবস্তু গচ্ছিতপ্রদান করিবার বা তাহা ফেরত লইবার বা তৎসম্পর্কে নিদেশ প্রদান করিবার অধিকার গচ্ছিতদাতার না থাকায় গ্রচ্ছিত-গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, গচ্ছিতদাতা ঐ ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইবেন।—ধা. ১৬৪।

গচ্ছিতদাতার অধিকার (Bailor's Rights)

(১) গচ্ছিতদাতা আদালতের সাহায্যে গচ্ছিতগ্রহীতাকে তাহার সর্ববিধ কর্তব্য পালনে বাধ্য করিতে পারেন।

(২) গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতবস্তু সম্পর্কে গচ্ছিতপ্রদানের শর্তবিরুদ্ধ (inconsistent with the conditions of the bailment) কোন কার্য করিলে, গচ্ছিতদাতা গচ্ছিতপ্রদানের চুক্তি অবসান করিতে পারিবেন।—ধা. ১৫৩।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন বস্তু নিঃশুল্ক (gratuitous) ধার দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উহা কোন নির্দিষ্ট (specific) সময়ের জন্য বা প্রয়োজনের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও, গচ্ছিতদাতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময়ে উহার প্রত্যর্পণ দাবি করিতে পারেন। কিন্তু যদি গচ্ছিতগ্রহিতা ঐ গচ্ছিতপ্রদানের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কিছু করিয়া থাকেন যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করিলে তিনি উহা হইতে যে সুবিধা (benefit) ভোগ করিয়াছেন তদপেক্ষা তাহার ক্ষতি অধিক হইবে, তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যর্পণে বাধ্য করিলে, গচ্ছিতদাতা তাহার ঐ অতিরিক্ত ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন।—ধা. ১৫৯।

গচ্ছিতগ্রহীতার কর্তব্য (Duties of Bailee)

(১) যত্ন লওয়া—গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহীতা সেইরূপ যত্ন লইতে বাধ্য, যেরূপ যত্ন কোন সাধারণ বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি (man of ordinary

prudence), অনুরূপ অবস্থায়, গচ্ছিত বস্তুর পরিমাণ (bulk), গুণ (quality) ও মূল্য (value) বিশিষ্ট নিজ বস্তু সম্পর্কে লইয়া থাকেন।—ধা. ১৫১।

সাধারণ বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ বস্তু সম্পর্কে যে মাত্রা যত্ন লইয়া থাকেন, গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহীতার যত্নের মাত্রাও তদনুরূপ হইতে হইবে। তিনি যদি এইরূপ যত্ন লইয়া থাকেন, তাহা হইলে গচ্ছিত বস্তুর ক্ষতি, বিনাশ বা বিকৃতির জন্য (for loss, destruction or deterioration) তিনি দায়ী হইবেন না।—ধা. ১৫২।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে অধিকতর যত্ন লইবার বিশেষ চুক্তি হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা ঐরূপ যত্ন না লইলে, বস্তুর ক্ষতি, বিনাশ বা বিকৃতির জন্য দায়ী হইবেন। সাধারণতঃ পণ্যবহন চুক্তিতে (contract of carriage of goods) ঐরূপ বিশেষ শর্ত অরোপ করা হইয়া থাকে।

(২) অনুমোদিত ব্যবহার—গচ্ছিতগ্রহীতা যদি গচ্ছিত বস্তু এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন যাহা গচ্ছিতপ্রদান চুক্তির শর্তসম্মত নহে (not according to the conditions of the bailment), তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবহার হইতে বা ব্যবহার কালে ঐ বস্তুর কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের জন্য তিনি দায়ী হইবেন।—ধা. ১৫৪। গচ্ছিতগ্রহীতার কোন অবহেলা (negligence) না থাকিলেও এবং ক্ষতি আকস্মিক কারণে (by accident) ঘটিলেও এই দায় জন্মিবে।

অধিনিয়মের ১৫৩ সংখ্যক ধারা হইতে ১৫৪ সংখ্যক ধারার প্রভেদ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১৫৩ সংখ্যক ধারায় গচ্ছিতপ্রদান চুক্তির শর্তবিরুদ্ধ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ১৫৪ সংখ্যক ধারায় শর্তসম্মত নহে এরূপ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। ক তাহার ঘোড়াটি শুধুমাত্র খ চড়িবে এই শর্তে খ-কে ধার দিল। খ যদি ঘোড়াটি তাহার গাড়ি চালাইবার জন্য ব্যবহার করে তবে তাহা শর্তবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে ক-এর ইচ্ছায় চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হইবে (voidable at the option of the bailor)। কিন্তু যদি খ ঐ ঘোড়া তাহার বন্ধুকে চড়িতে দেয়, তাহা হইলে উহা শর্তসম্মত হইবে না এবং ঘোড়ার কোন ক্ষতি হইলে খ ক-এর নিকট সেজন্য দায়ী হইবে।

(৩) গচ্ছিত বস্তু নিজ বস্তুর সহিত মিশ্রণ—গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার বস্তু আপন বস্তু হইতে পৃথক রাখিবেন। অধিনিয়মের ১৫৫, ১৫৬ ও ১৫৭ সংখ্যক ধারাসমূহ গচ্ছিতদাতার বস্তুর সহিত গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তুর মিশ্রণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। গচ্ছিতদাতার সম্মতিক্রমে ঐরূপ মিশ্রণ ঘটিতে পারে অথবা ইহা অনবধানতা বশতঃ, ইচ্ছাকৃত বা কোন আকস্মিক কারণে ঘটিতে পারে।

(ক) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার সম্মতিক্রমে গচ্ছিতদাতার বস্তু নিজবস্তুর সহিত মিশ্রিত করেন, তাহা হইলে উভয়ে নিজ নিজ অংশের অনুপাতে (in proportion to their respective shares) ঐ মিশ্রিত বস্তুতে স্বত্ববান হইবেন (will have an interest)।—ধা. ১৫৫।

(খ) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার বিনা সম্মতিতে গচ্ছিতদাতার বস্তুর সহিত নিজবস্তু মিশ্রিত করেন এবং উভয় পক্ষের বস্তু পৃথক করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষ নিজ নিজ বস্তুর মালিক থাকিবেন ; কিন্তু উহা পৃথক করিবার ব্যয় এবং মিশ্রণ হেতু কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের দায় গচ্ছিতগ্রহীতা বহন করিতে বাধ্য হইবেন।—ধা. ১৫৬।

(গ) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার সম্মতি বিনা গচ্ছিতদাতার বস্তুর সহিত নিজ বস্তু এরূপ ভাবে মিশ্রিত করেন যে গচ্ছিত বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক করা এবং প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব, তাহা হইলে গচ্ছিতদাতা গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট হইতে গচ্ছিত বস্তুর জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে।—ধা. ১৫৭।

(৪) বস্তু প্রত্যর্পণ—নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর, অথবা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পর, বিনা দাবিতে (without demand) গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করা বা গচ্ছিত দাতার নির্দেশানুযায়ী প্রদান করা গচ্ছিত-গ্রহীতার কর্তব্য।—ধা. ১৬০।

যদি গচ্ছিতগ্রহীতার ত্রুটিবশতঃ উচিত সময়ে (in proper time) বস্তু প্রত্যর্পণ, প্রদান (delivered) বা দাখিল (tender) করা না হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ বস্তুর ক্ষতি (loss), বিনাশ (destruction) ও বিকৃতির (deterioration) জন্য গচ্ছিতদাতার নিকট দায়ী থাকিবেন।—ধা. ১৬১।

(৫) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে (in the absence of any contract to the contrary), গচ্ছিত বস্তু হইতে যে বৃদ্ধি বা লাভ জন্মে

(any increase or profit which may have accrued) তাহা গচ্ছিত-দাতাকে অথবা তাহার নির্দেশানুযায়ী প্রদান করিতে গচ্ছিতগ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।—ধা. ১৬৩।

ক তাহার গরুটি খ-এর নিকট দেখাশুনা করিবার জন্য রাখিল। গরুটির একটি বাছুর জন্মিল। খ গরুর সহিত বাছুরও প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য।

গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার (Bailee's Rights)

(১) গচ্ছিতগ্রহীতা আদালতের সাহায্যে গচ্ছিতদাতাকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধ্য করিতে পারেন।

(২) যদি কোন বস্তুর যৌথ মালিকগণ (joint owners) ঐ বস্তু বন্ধক প্রদান করেন তাহা হইলে, বিপরীত কোন চুক্তি না থাকিলে, গচ্ছিতগ্রহীতা তাহাদের সকলের সম্মতি না লইয়া ঐ বস্তু যে কোন একজন যৌথ মালিককে অথবা তাহার নির্দেশানুযায়ী প্রদান করিতে পারিবেন।—ধা. ১৬৫।

(৩) যদি গচ্ছিতদাতার গচ্ছিত বস্তুতে কোন স্বত্ব না থাকে, এবং গচ্ছিত-গ্রহীতা সরল বিশ্বাসে (in good faith) ঐ বস্তু গচ্ছিতদাতাকে বা তাহার নির্দেশানুযায়ী প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যর্পণের জন্য তিনি বস্তুর মালিকের নিকট দায়ী হইবেন না।—ধা. ১৬৬।

(৪) যে ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতপ্রদানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে আপন শ্রম বা দক্ষতা (labour or skill) ব্যয় করেন, সেক্ষেত্রে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ঐ কাজের জন্য পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত তিনি গচ্ছিত বস্তু আটক রাখিবার বা প্রতিধারণ করিবার (retain) অধিকারী।—ধা. ১৭০।

গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তু আটক রাখিবার এই অধিকারকে বিশেষ পূর্বস্বত্ব (particular lien) বলা হয়। গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে শ্রম ও দক্ষতা ব্যয় করিবার হেতু তিনি এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি গচ্ছিত বস্তু শুধু মাত্র আটক রাখিতে পারিবেন, উহা বিক্রয় করিয়া নিজ পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিবেন না। অবশ্য চুক্তিদ্বারা তাহাকে বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে। গচ্ছিতগ্রহীতা তাহার পারিশ্রমিক পাইবার পূর্বে বস্তু প্রত্যর্পণ করিলে, পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার প্রাপ্য

আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারিবেন। গচ্ছিতগ্রহীতার বিশেষ পূর্বস্বত্ব (particular lien) সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিসীমা (limitations) উল্লেখযোগ্য :—

(ক) গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে একমাত্র শ্রম বা দক্ষতা ব্যয় করিলে তাহার এই অধিকার জন্মিবে। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বা যাহাতে শ্রম বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না এরূপ কার্যের মজুরীর জন্য কোন পূর্বস্বত্ব (lien) জন্মে না। যে রাখাল গরু চরাইতে লইয়া যায় তাহার কোন পূর্বস্বত্ব হয় না, কিন্তু পশু চিকিৎসকের পূর্বস্বত্ব হইবে।

(খ) শ্রম বা দক্ষতাপূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে অথবা নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ না হইলে পূর্বস্বত্ব অধিকার প্রয়োগ করা যাইবে না। যে কার্য করিবার জন্য বস্তু গচ্ছিত-প্রদান করা হইয়াছিল, গচ্ছিতগ্রহীতা তাহার একাংশ মাত্র করিয়া থাকিলে, আংশিক পারিশ্রমিকের জন্য তিনি পূর্বস্বত্ব দাবি করিতে পারিবেন না। একপক্ষ কালের মধ্যে একটি জামা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য দর্জিকে একখণ্ড কাপড় দেওয়া হইল। এক মাস পরে জামা তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইল। এক্ষেত্রে দর্জি পূর্বস্বত্ব দাবি করিতে পারিবে না।

(গ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিদ্বারা পূর্বস্বত্ব পরিহার করা হইয়াছে (waived by contract) সেক্ষেত্রে পূর্বস্বত্ব দাবি করা চলিবে না। দর্জিকে জামা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য একখণ্ড কাপড় দেওয়া হইল। দর্জি একপক্ষ কালের মধ্যে জামা তৈয়ারী করিয়া দিবে এবং মজুরী প্রদানের জন্য তিন মাস সময় দিবে, স্বীকৃত হইল। এক্ষেত্রে দর্জি মজুরী প্রদান পর্যন্ত জামা আটক রাখিতে পারিবে না।

(গ) যে পর্যন্ত বস্তু গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকারে (possession) থাকিবে, সেই সময় পর্যন্তই পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ হইতে পারে। যদি কোন কারণে বস্তু অধিকার চ্যুত হয়, তাহা হইলে পূর্বস্বত্ব লোপ পাইবে।

পূর্বস্বত্ব (lien) দুই প্রকারের, বিশেষ (particular) ও সাধারণ (general)। কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে শ্রম বা দক্ষতা ব্যয়ের জন্য মজুরীর দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ঐ বস্তু আটক রাখিবার অধিকারকে (right) বিশেষ পূর্বস্বত্ব (particular lien) বলা হয়। সর্ববিধ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অপর পক্ষের সর্ববিধ বস্তু আটক রাখিবার অধিকারকে সাধারণ পূর্বস্বত্ব

(general lien) বলা হয়। বিশেষ পূর্বস্বত্ব কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে এবং শ্রম বা দক্ষতা ব্যয়ের বিশেষ দাবি সম্পর্কে প্রযোজ্য। সাধারণ পূর্বস্বত্ব অধিকতর ব্যাপক ; ইহা অধিকারভুক্ত সর্ববিধ বস্তু সম্পর্কে সর্বপ্রকার পাওনার দাবিতে প্রযোজ্য।

অধিনিয়মের ১৭১ সংখ্যক ধারায় সাহুকার বা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী (bankers), আড়তদার (factors), ঘাটোয়াল (wharfingers), উচ্চ আদালতের এটর্ণী (attorneys of a High Court) এবং বীমার দালাল (policy brokers) দিগকে সাধারণ পূর্বস্বত্বের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী পাওনার দাবিতে ইহারা গচ্ছিত বস্তু মাত্রেই আটক রাখিতে পারেন ; ক ব্যাঙ্ক হইতে বিনা জামিনে (without security) ৫০০৲ টাকা ধার করে। পরে কিছু অলঙ্কার জামিন রাখিয়া সেই ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০৲ টাকা ধার করে। ক দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ করিলেও ব্যাঙ্ক অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য নহে। প্রথম ঋণও পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অলঙ্কার আটক রাখিবার অধিকারী। ব্যক্ত চুক্তি না থাকিলে (in the absence of an express contract) উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অপর কেহ সাধারণ পূর্বস্বত্বের অধিকার উপভোগ করিতে পারেন না।

গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি (Termination of Bailment)

(১) বিনির্দিষ্ট (specific) কালের জন্য গচ্ছিতপ্রদান করা হইয়া থাকিলে ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলেই গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি হইবে।

(২) বিনির্দিষ্ট প্রয়োজনে (for a specific purpose) গচ্ছিতপ্রদান করা হইয়া থাকিলে, ঐ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলেই গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি হইবে।

(৩) গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদানের শর্তবিরুদ্ধ কোন কার্য করিলে গচ্ছিতদাতা গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি করিতে পারিবেন।—ধা.১৫৩।

(৪) গচ্ছিতদাতা যে কোন সময়ে নিঃশুল্ক (gratuitous) গচ্ছিত প্রদানের সমাপ্তি করিতে পারিবেন ; কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্তি হেতু গচ্ছিতগ্রহীতার কোন ক্ষতি হইলে গচ্ছিতদাতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন।—ধা. ১৫৯।

(৫) গচ্ছিতদাতার অথবা গচ্ছিতগ্রহীতার মৃত্যু হইলে নিঃশুল্ক (gratuitous) গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি হইবে।

গচ্ছিতপ্রদান ও তৃতীয় পক্ষ (Bailment and Third Parties)

(১) যদি গচ্ছিতদাতা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু দাবি করেন, তাহা হইলে তিনি গচ্ছিত বস্তুর প্রত্যর্পণ স্থগিত রাখিবার জন্য এবং ঐ বস্তুতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিবেন।—ধা. ১৬৭।

যদি আদালত গচ্ছিতদাতার পরিবর্তে আবেদনকারীকে বস্তু প্রত্যর্পণ করিবার নির্দেশ দেন তাহা হইলে গচ্ছিতগ্রহীতা সেই নির্দেশ মান্য করিতে বাধ্য। কিন্তু ঐরূপ আবেদন দাখিল হইবার পূর্বেই যদি গচ্ছিতদাতাকে বস্তু প্রত্যর্পণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে গচ্ছিতগ্রহীতার কোন দায় থাকিবে থাকিবে না। তবে প্রকৃত মালিককে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে গচ্ছিতদাতার সহিত চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বস্তু প্রত্যর্পণ করিলে, গচ্ছিতদাতা দায়মুক্তি দাবি করিতে পারিবেন না। গচ্ছিতগ্রহীতা সরল বিশ্বাসে (in good faith) কার্য করিলে, তবেই দায়মুক্তির দাবি করিতে পারিবেন। —ধা. ১৬৬।

(২) যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি গচ্ছিতগ্রহীতাকে গচ্ছিত বস্তুর অধিকার বা ব্যবহার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেন, অথবা গচ্ছিত বস্তুর কোনরূপ ক্ষতি-সাধন করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে গচ্ছিতগ্রহীতা অনধিকার প্রবেশ (tresspass), সংপরিবর্তন (conversion) বা ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা আনয়ন করিতে পারিবেন। গচ্ছিতদাতাও ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন। —ধা. ১৮০।

(৩) এইরূপ মামলায় ক্ষতিপূরণ বা উপশম (relief) হিসাবে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে পরস্পরের স্বত্ব অনুসারে বণ্টন হইবে। —ধা. ১৮১।

গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে কে আদায় করিলেন তাহাদ্বারা বণ্টনের তারতম্য হইবে না, এবং একজন আদায় করিলেই তদ্বারা অন্যজনের আদায় বন্ধ হইবে।

প্রাপকের অধিকার (Rights of Finder of goods)

আমরা পূর্বেই (ধা. ৭১) দেখিয়াছি যে,—কোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য দেখিতে পাইয়া নিজ হেপাজতে (custody) লইলে, তিনি গচ্ছিতগ্রহীতার সকল

দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অধিনিয়মের ১৬৮ ও ১৬৯ সংখ্যক ধারায় তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে :—

(১) বস্তুর প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপর যে কোন ব্যক্তিকে তিনি ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) ঐ বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার মালিকের সন্ধান করিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় যে ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন (trouble and expense voluntarily incurred) সেজন্য তিনি মালিকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী এবং তাহা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ দাবির জন্য তিনি মামলা আনয়ন করিতে পারিবেন না, বস্তু আটক করিয়া রাখা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রতিকার নাই। যদি ক্ষতিপূরণ পাইবার পূর্বেই তিনি ঐ বস্তু প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য আদায়ের কোন উপায় থাকিবে না।

(৩) ঐ বস্তু ফেরত পাইবার জন্য মালিক কোন পুরস্কার ঘোষণা করিয়া থাকিলে, প্রাপক (finder) ঐ পুরস্কারের জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারিবেন এবং পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত বস্তু আটক রাখিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে বস্তু প্রত্যর্পণের পরেও মামলা আনয়ন করিবার কোন বাধা নাই।

(৪) সাধারণতঃ প্রাপকের প্রাপ্তবস্তু বিক্রয়ের অধিকার নাই। কিন্তু প্রায়শঃ বিক্রয় হয় এই জাতীয় বস্তু হইলে এবং যদি যুক্তিসংগত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায়, অথবা যদি দাবি করা সত্ত্বেও মালিক আইনসম্মত ব্যয় (lawful charges) প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রাপক ঐ বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন,

(ক) যদি ঐ বস্তু পচনশীল হয় অথবা উহার মূল্যের অধিকাংশ নষ্ট হইবার আশংকা থাকে, অথবা

(খ) যদি প্রাপকের আইনসম্মত ব্যয় (lawful charges) ঐ বস্তুর মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমান হয়।—ধা. ১৬৯।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রাপক নিজ ব্যয় লইয়া বাকি টাকা মালিককে প্রদান করিবেন।

বন্ধক (Pledge or Pawn)

ঋণ পরিশোধের অথবা কোন অঙ্গীকার পালনের জামিন স্বরূপ কোন বস্তু গচ্ছিতপ্রদান করা হইলে তাহাকে বন্ধক (pledge or pawn) বলা হয়। এক্ষেত্রে গচ্ছিতদাতাকে বলা হয় বন্ধকদাতা (pawnor) এবং গচ্ছিত-গ্রহীতাকে বলা হয় বন্ধকগ্রহীতা (pawnee)।—ধা. ১৭২।

বন্ধকপ্রদান গচ্ছিতপ্রদানেরই প্রকার বিশেষ। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু সম্পর্কে যুক্তিসংগত যত্ন লইতে বাধ্য। তাহার ঐ বস্তু ব্যবহার করিবার অধিকার নাই এবং তাহা করিলে বন্ধকী বস্তুর যে ক্ষতি হইবে সেজন্য তিনি দায়ী হইবেন। অধিকার হস্তান্তর (transfer of possession) না হইলে বন্ধক প্রদান হইবে না, তবে বাস্তব (actual) অথবা অন্বয়াশ্রিত (constructive) হইতে পারে। সরকারী প্রতিভূতি (government securities) বন্ধক প্রদান করিতে হইলে, হস্তান্তরের পূর্বে উহা পৃষ্ঠাঙ্কণ (endorse) করা আবশ্যক।

বন্ধকগ্রহীতার অধিকার (Pawnee's Rights)

(১) ঋণ পরিশোধ অথবা অঙ্গীকার পালন (performance of the promise) হইলেই বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন না। ঐ ঋণের সুদ বা বন্ধকী বস্তুর দখল সম্পর্কে বা সংরক্ষণের জন্য তাহার যে প্রয়োজনীয় ব্যয় হইয়াছে তৎসমুদয় আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি বস্তু আটক রাখিবার অধিকারী।—ধা. ১৭৩।

ক তাহার গরুটি বন্ধক রাখিয়া খ-এর নিকট হইতে ১০০৲ ধার করে। খ ক-এর নিকট হইতে ১০০৲ টাকা, তাহার সুদ ও গরুটি রাখিবার ব্যয় আদায় করিতে পারিবে।

(২) সাধারণতঃ যে ঋণের জন্য বন্ধকী বস্তু জামিন দেওয়া হয়, সেই ঋণ ভিন্ন অন্য কোন ঋণের জন্য বন্ধকগ্রহীতা ঐ বস্তু আটক রাখিতে পারেন না। কিন্তু চুক্তিতে এরূপ শর্ত করা যাইতে পারে যে ঐ ঋণ ভিন্ন অন্য ঋণের জন্যও বন্ধকগ্রহীতা বস্তু আটক করিতে পারিবেন। যদি কোন বিপরীত চুক্তি না থাকে (in the absence of anything to the contrary) এবং বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে কোন নূতন ঋণ প্রদান করেন, তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে,

বন্ধকদাতা বন্ধকী-বস্তুতে নূতন ঋণের জন্যও বন্ধকগ্রহীতার পূর্বস্বত্বের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। —ধা. ১৭৪।

(৩) বন্ধকী বস্তু সংরক্ষণের নিমিত্ত বন্ধক গ্রহীতার যে বিশেষ ব্যয় (extraordinary expenses) হইবে তাহা তিনি বন্ধকদাতার নিকট হইতে পাইবার অধিকারী।—ধা. ১৭৫।

(৪) যে ঋণ পরিশোধের বা যে অঙ্গীকার পালনের জামিন স্বরূপ বন্ধকপ্রদান হইয়াছিল, তাহা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ বা পালন না হইলে, (ক) বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে প্রাপ্য আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারেন এবং আনুষংগিক প্রতিভূতি (collateral security) হিসাবে বন্ধকী বস্তু আটক রাখিতে পারেন ; অথবা (খ) বন্ধকদাতাকে যুক্তিসংগত বিজ্ঞপ্তি (reasonable notice) প্রদান করিয়া বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করিতে পারেন , অথবা (গ) বন্ধকী বস্তু বিক্রয় ও আপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারেন।

বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য পরিশোধ না হইলে বাকী টাকার জন্য বন্ধকদাতা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী (personally liable) হইবেন এবং ঐ জন্য মামলা করা যাইবে। কিন্তু যদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাপ্য টাকা হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে বন্ধকগ্রহীতা তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া বাকী টাকা বন্ধকদাতাকে প্রদান করিবেন।—ধা. ১৭৬।

বন্ধকদাতার অধিকার (Rights of the Pawnor)

(১) নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে বা অঙ্গীকার পালনে ব্যতিক্রম (default) হইলে, বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তু বিক্রয় হইবার পূর্বে পর্যন্ত তাহা খালাস বা মুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে খেলাপ হেতু উদ্ভূত ব্যয় তাহাকে অতিরিক্ত হিসাবে অবশ্য প্রদান করিতে হইবে।—ধা. ১৭৭।

মালিক ভিন্ন অপরের বন্ধক প্রদান (Pledge by non-owner)

সাধারণতঃ বস্তুর মালিক ঐ বস্তু বন্ধক প্রদানের অধিকারী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর মালিক না হইলেও বস্তু যাহার অধিকারে আছে এরূপ ব্যক্তিদ্বারা বন্ধকপ্রদান আইনে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(১) মালিকের সম্মতিক্রমে যে বাণিজ্যিক অভিকর্তার (mercantile agent) অধিকারে বস্তু বা বস্তুর স্বত্বের দলিল আছে (is in possession of goods or documents of title of goods) তিনি বাণিজ্যিক অভিকর্তা হিসাবে ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুসারে (in the ordinary course of business) ঐ বস্তু বন্ধকপ্রদান করিতে পারেন এবং ইহাতে মালিক আবদ্ধ থাকিবেন। বাণিজ্যিক অভিকর্তার বন্ধকপ্রদান করিবার প্রাধিকার (authority) না থাকিলেও ঐরূপ বন্ধকপ্রদান সিদ্ধ (valid) হইবে যদি বন্ধক গ্রহীতা সরল বিশ্বাসে কার্য করিয়া থাকেন এবং বন্ধকদাতার বন্ধকপ্রদানের প্রাধিকার নাই তাহা বন্ধক গ্রহণের সময় জানিতে না পারেন।—ধা. ১৭৮।

ভারতীয় পণ্য-বিক্রয় অধিনিয়মের ২য় ধারায় বাণিজ্যিক অভিকর্তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা হইয়াছে। যে বাণিজ্যিক অভিকর্তা ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুসারে, বাণিজ্যিক অভিকর্তা হিসাবে, বস্তু বিক্রয় করিবার অথবা বস্তু জামিন রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রাধিকার পাইয়াছেন, বাণিজ্যিক অভিকর্তা বলিলে তাহাকেই বুঝাইবে। সুতরাং দস্তুরীভোগী অভিকর্তা (commission agent) অথবা দালাল (broker) বন্ধক প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) বস্তু বিক্রয় হইবার পর যদি তাহা বিক্রেতার দখলে থাকে এবং বিক্রেতা উহা বন্ধকপ্রদান করেন, তাহা হইলে তাহা বৈধ গণ্য হইবে কি ? ঐ বস্তু পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে তাহা অবগত না হইয়া বন্ধকগ্রহীতা যদি সরল বিশ্বাসে কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ বন্ধকপ্রদান বৈধ গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়া বিক্রেতার সম্মতিক্রমে মূল্য প্রদানের পূর্বেই বস্তুর দখল পাইয়াছেন, তিনিও অনুরূপ ক্ষেত্রে বৈধ বন্ধকপ্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) বন্ধকী বস্তুতে বন্ধকদাতার সীমাবদ্ধ স্বত্ব থাকিলে, ঐ স্বত্বের সীমা অবধি বন্ধকপ্রদান বৈধ হইবে। ক রাস্তায় একটি ঘড়ি পাইল এবং ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাহা মেরামত করাইল। পরে ঐ ঘড়ি ৫০৲ টাকার জন্য বন্ধকপ্রদান করিল। ঘড়ির প্রকৃত মালিক বন্ধকগ্রহীতাকে ১০৲ টাকা প্রদান করিয়া ঘড়ি উদ্ধার করিতে পারিবেন।

(৪) একাধিক মালিক থাকিলে তাহাদের মধ্যে যাহার দখলে বস্তু থাকিবে তিনি অপরাপর মালিকদের সম্মতিক্রমে ঐ বস্তু বন্ধকপ্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) নিষ্ফল যোগ্য (voidable) চুক্তির অধীনে বস্তুর দখল পাইলেও দখলিকার চুক্তি প্রত্যাহৃত হইবার পূর্বে (before the contract is rescinded) ঐ বস্তু বন্ধক প্রদান করিতে পারেন। ইহার হেতু এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসম্মতি না থাকিলেও সম্মতির ফলেই বস্তু দখলে আসিয়াছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনরূপ সম্মতিই থাকে না, সেক্ষেত্রে বন্ধকপ্রদান অসিদ্ধ। চোরের কোন স্বত্ব জন্মে না এবং চোর কোন স্বত্ব প্রদান করিতে পারে না।

এই প্রসংগে বলা আবশ্যক যে, আমরা pledge বা pawn, mortgage এবং hypothecation বুঝাইতে একমাত্র বন্ধক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি ; কিন্তু pawn, mortgage ও hypothecationএর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্তমান। অল্প-কথায় বলা যায় যে, pledge বা pawn অস্থাবর সম্পত্তি (movable property) সম্পর্কে প্রযোজ্য কিন্তু mortgage স্থাবর সম্পত্তি (immovable property) সম্পর্কে প্রযোজ্য। যে বস্তু pawn করা হয় তাহা ঋণদাতার দখলে থাকে, কিন্তু mortgage করা সম্পত্তি দাতা বা গ্রহীতা যে কোন পক্ষের দখলে থাকিতে পারে। যে বস্তু pawn করা হইয়াছে তাহা উদ্ধার হইবার পূর্বে পুনরায় pawn করা চলে না, কিন্তু একই সম্পত্তির একাধিক mortgage থাকিতে পারে।

কোন বস্তু pawn করিলে ঋণদাতাকে ঐ বস্তুর দখল প্রদান করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে (on the security of movable property) ঋণ প্রদান করা হয় যদিও ঋণদাতাকে ঐ সম্পত্তির দখল প্রদান করা হয় না ; ঐ সম্পত্তি হইতে ঋণ আদায়ের অধিকার মাত্র ঋণদাতাকে প্রদান করা হয়। ইহাকেই hypothecation বলে। অস্থাবর সম্পত্তির মর্টগেজ (mortgage of movables) নামেও ইহাকে অভিহিত করা হয়।

Hypothecation এবং pawn এই উভয় ক্ষেত্রেই অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া কারবার। Pawn-এর ক্ষেত্রে যাহা জামিন প্রদান করা হয় তাহা ঋণদাতার দখলে থাকে, hypothecation-এর ক্ষেত্রে তাহা সাধারণতঃ ঋণ গ্রহীতার দখলে থাকে।

সুতরাং pawn, mortgage, এবং hypothecation পৃথক পৃথক ভাবে বুঝাইতে আমরা যথাক্রমে অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক, স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক এবং স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের পদ্ধতিতে অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক বলিতে পারি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিনিধিত্ব

(Agency)

যে ব্যক্তি অপরের পক্ষে কোন কার্য করিবার জন্য অথবা তৃতীয় পক্ষের সহিত কোন লেনদেনে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কর্তব্য পালনের জন্য (to represent) নিযুক্ত হন তাহাকে প্রতিনিধি (agent) বলা হয়।—ধা. ১৮২।

যাহার পক্ষে প্রতিনিধি কার্য করেন অথবা যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন তাহাকে ঐ প্রতিনিধির সম্পর্কে প্রধান (Principal) বলা হয়। রাম তাহার পক্ষে একশত মণ পাট কিনিবার জন্য শ্যামকে নিযুক্ত করিল। এক্ষেত্রে রাম ও শ্যাম যথাক্রমে প্রধান ও প্রতিনিধি। প্রধান (principal) ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্ক (contractual relation) স্থাপন করাই প্রতিনিধির কাজ। প্রতিনিধি ঐ দুই পক্ষের সংযোগ সাধন করিয়া থাকেন। ইংরাজী আইনে প্রতিনিধিত্বের (agency) সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, "তৃতীয় পক্ষের সহিত অপর কোন ব্যক্তির আইনসংগত সম্পর্ক (legal relation) স্থাপনের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা।" ইহাতে প্রতিনিধিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

সাধারণতঃ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার সময় তাহার প্রাধিকার-সীমা (scope of authority) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ প্রাধিকার-সীমা লঙ্ঘন না করিয়া প্রতিনিধি যে সকল কার্য করিবেন তাহাদ্বারা প্রধান আবদ্ধ থাকিবেন। ঐরূপ কার্য প্রধান কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে গণ্য হইবে। আইনের একটি সূত্রে (maxim) বলা হইয়াছে যে,—বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত, চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাহা কিছু স্বয়ং করিবার অধিকারী, তৎসমুদয় তিনি অপর ব্যক্তিদ্বারা করাইবার অধিকারী ("whatever a man competent to contract may do of himself, he may do by another"), অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি প্রতিনিধির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করিবার অধিকারী। আইনের অপর একটি সূত্রে বলা হইয়াছে,—যে ব্যক্তি অপরের দ্বারা কার্য সম্পাদন করেন, তিনি স্বয়ং

উহা সম্পাদন করেন (*qui facit per alium facit per se,* he who does by another does by himself.) ।

এই সূত্র দুইটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সংঘটন করিবার উদ্দেশেই প্রধানতঃ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। চুক্তি সম্পাদন হইলে প্রথম ও তৃতীয় পক্ষ তাহাদ্বারা আবদ্ধ হন, প্রতিনিধি যে কার্য সম্পাদন করেন তাহা প্রধান স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন গণ্য হয়। সুতরাং প্রধান ও তৃতীয় পক্ষ,—এই উভয়েরই চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিনিধির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকাব আবশ্যকতা নাই। একজন নাবালকও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারে, এবং তাহার কার্যদ্বারা প্রধান আবদ্ধ থাকিবেন। তবে অবশ্য যেক্ষেত্রে প্রধান ও প্রতিনিধির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের চুক্তি (contract of agency) প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠিবে, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিব চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বা তাহার অভাবেব উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে (ধা. ১৮৪ দ্রষ্টব্য)।

প্রধান (principal) স্বয়ং কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে এবং তাহার কোন কার্য হইতে দায় জন্মিলে তাহা যেরূপভাবে প্রবতন (enforce) করা যায় এবং তাহার যে যে বিধিসংগত পরিণাম (legal consequence) হয়, প্রতিনিধির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হইলে এবং প্রতিনিধির কার্য হইতে দায় উদ্ভূত হইলে তাহাও অনুরূপ ভাবে প্রবর্তন করা যাইবে এবং তাহার অনুরূপ বিধিসংগত পরিণাম হইবে।—ধা ২২৬।

উদাহরণ :—

(ক) খ পণ্যবিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি; ইহা জানিয়াই ক খ-এর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে। কিন্তু খ কাহার প্রতিনিধি তাহা ক অবগত নহে। খ-এর প্রধান (principal) ক-এর নিকট ঐ পণ্যের মূল্য দাবি করিবার অধিকারী। তিনি ঐ দাবির মামলা করিলে, ক এরূপ দাবি করিতে পারিবে না যে তাহার নিকট খ-এর ঋণ পরিশোধ হিসাবে ঐ টাকা প্রযুক্ত হইবে।

(খ) ক খ-এর পক্ষে অর্থগ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি। ক গ-এর নিকট হইতে খ-এর প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করে। ইহাদ্বারা ঐ টাকা সম্পর্কে খ-এর নিকট গ-এর দায় পরিসমাপ্ত হয়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রতিনিধির কার্যদ্বারা প্রধান (principal) আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ বন্ধন জন্মিলেই তাহাদ্বারা প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে। যে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির অনুকূলে কোন কার্য করিলে তদ্বারা ঐ অপর ব্যক্তি আবদ্ধ হইবেন, সেইক্ষেত্রেই প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। যেক্ষেত্রে এরূপ বন্ধন জন্মে না, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক নাই। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন না। কিন্তু যাহাকে মোক্তারনামা (power of attorney) প্রদান করা হইয়াছে তিনি ঐ মোক্তারনামায় লিখিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিনিধি গণ্য হইবেন।

প্রধান ও প্রতিনিধির সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হইতে পৃথক। এই দুইয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিনিধি ও ভৃত্য উভয়কেই নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। নিয়োগকর্তার সহিত তৃতীয় পক্ষের আইনগত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়; কিন্তু এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন ভৃত্যের আবশ্যকীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রতিনিধি কি কার্য করিবেন সে সম্পর্কে প্রধান (principal) নির্দেশ প্রধান করিবার অধিকারী, কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও কি উপায়ে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে নিয়োগকর্তা সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। নিয়োগকর্তার আইনানুগ নির্দেশ অনুসারে প্রতিনিধি তাহার প্রাধিকার ব্যবহার করিবেন (exercise his authority) সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি নিয়োগকর্তার আবেক্ষাধীন নহেন (not under the supervision); পক্ষান্তরে ভৃত্যকে প্রভুর সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণাধীনে (under the immediate control) কার্য করিতে হয় এবং ঐ সম্পর্কে প্রভুর যুক্তিসংগত সর্বপ্রকার আদেশ মান্য করা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক।

যেক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী (manner of doing the work) ঠিকাদারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, সেক্ষেত্রে ঠিকাদারকে স্বাধীন ঠিকাদার (independent contractor) বলা হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ কার্য তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাদন করেন, নিয়োগকর্তা তাহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না বা তাহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ঠিকাদার কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তিতে

নিয়োগ-কর্তাকে আবদ্ধ করিতে পারেন না। সুতরাং ঠিকাদার প্রতিনিধিও নহেন, ভৃত্যও নহেন।

প্রতিনিধির শ্রেণীবিভাগ (Different Kinds of Agents)

নিয়োগকর্তার সহিত প্রতিনিধির সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ এবং প্রতিনিধির অধিকার-সীমা উভয় পক্ষের চুক্তি বা করার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অনেক সুপরিচিত প্রতিনিধিত্বের চুক্তি প্রচলিত আছে যাহাতে অধিকার এবং কর্তব্য ব্যবসায়ের রীতি ও প্রথা (custom and usage) দ্বারা সুনির্দিষ্ট। এই সকল চুক্তির শ্রেণীবিভাগ হইতে প্রতিনিধির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে।

(১) দালাল (Broker)—দালাল নিজ নামে ক্রয়-বিক্রয় করেন না বা নিয়োগকর্তার পণ্য বা সম্পত্তি নিজ দখলে রাখেন না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই তাহার কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতা সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি সম্পাদিত হইলে দালাল উভয় পক্ষ হইতেই দালালি (brokerage) পাইয়া থাকেন। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবার পারিশ্রমিক হিসাবেই দালালি প্রদান করা হয়।

(২) আড়তদার (Factor)—ইহারা একশ্রেণীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি। নিয়োগকর্তা ইহাদের দখলে পণ্যদ্রব্য ন্যস্ত করিয়া থাকেন এবং আড়তদারগণ এই পণ্য নিজ নিজ নামেই বিক্রয় করেন। বিক্রয় সম্পর্কে ইহাদের বিবেচনার অধিকার (discretionary authority) থাকে। আড়তদার ধারে বিক্রয় করিতে পারেন, পণ্য বন্ধক রাখিতে পারেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে তাহার দখলে যে পণ্য আছে তৎসম্পর্কে তাহার সাধারণ পূর্বস্বত্ব (general lien) জন্মিয়া থাকে।

(৩) দস্তুরিভোগী প্রতিনিধি (Commission Agent)—দস্তুরিভোগী প্রতিনিধি নিজনামেই নিয়োগকর্তার পক্ষে বাজারে সুবিধা দরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে ইহারা মালিকের নিকট হইতে পণ্যের দখল পাইয়া থাকেন।

(৪) আশ্বাসী প্রতিনিধি (Del Credere Agent)—এই শ্রেণীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত দস্তুরির বিনিময়ে এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন যে,

যাহাদের সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইবেন তাহারা প্রত্যেকেই যথাযথ চুক্তিপূরণ করিবে, অর্থাৎ যাহাদের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করা হইবে তাহারা প্রত্যেকেই মূল্য প্রদান করিবে। এই আশ্বাস প্রদানের জন্য যে অতিরিক্ত দস্তুরি প্রদান করা হয় তাহাকে আশ্বাসী দস্তুরি (del credere commission) বলে। আশ্বাসী প্রতিনিধির মাধ্যমে যে মাল বিক্রয় হয় তাহার মুল্যের কোন অংশ অনাদায় থাকিলে আশ্বাসী প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়।

(৫) **নিলামদার** (Auctioneer)—নিলামদার নিয়োগকর্তার পণ্য নিলামে বিক্রয় করেন, অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ ডাকে (highe-t bid) বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিলামদার নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি ; কিন্তু বিক্রয়ের পরেই তিনি ক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন। তিনি নিজ নামে ক্রয়-মূল্যের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। নিজ পারিশ্রমিকের জন্য পণ্যের উপর তাহার বিশেষ পূর্বস্বত্ব (particular lien) জন্মিয়া থাকে।

প্রাধিকার-সীমা অনুযায়ী (according to the extent of authority) শ্রেণীবিভাগে দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ প্রতিনিধি (general agents) এবং বিশেষ প্রতিনিধি (special agents)। সাধারণ প্রতিনিধি কোন একটি বিশেষ ব্যবসায় বা বিষয় সম্পর্কিত সর্ববিধ কার্যে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রতিনিধি কোন বিনির্দিষ্ট প্রয়োজনে (specific purpose) নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার প্রাধিকার ঐ কার্য বা প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। আড়তদার ও দস্তুরিভোগী প্রতিনিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ প্রতিনিধি। সাধারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে আমমোক্তার নামা (general power of attorney) সম্পাদন করা হয়। বিশেষ প্রতিনিধির ক্ষেত্রে বিশেষ মোক্তারনামা (special power of attorney) সম্পাদন করা হয়। বিশেষ প্রতিনিধির সহিত যিনি কারবার করিবেন, প্রতিনিধির প্রাধিকার-সীমা সম্পর্কে অবহিত থাকা তাঁহারই দায়িত্ব।

প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি (Creation of Agency)

অন্যান্য চুক্তির ন্যায় প্রতিনিধিত্বের চুক্তিও ব্যক্ত অথবা বিবক্ষিত (express or implied) হইতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের চুক্তিতে পণ (consideration)

অপরিহার্য গণ্য হয় না (ধা ১৮৫)। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেক্ষেত্রে প্রতিনিধি কোন পণ প্রাপ্ত হন নাই সেক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বা নিঃশুল্ক প্রতিনিধি মাত্র (**gratuitous agent**), এবং তাহাকে যে কার্য সম্পাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্পাদন করিতে তিনি বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি যদি ঐ কার্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে প্রধানের সন্তুষ্টিবিধান পূর্বক (to the satisfaction of the principal) ঐ কার্য সম্পাদন করিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্ত চুক্তি ও বিবক্ষিত চুক্তি এই দুই উপায়ে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা ভিন্ন বাদ-বন্ধ বা স্বীকৃতির বাধা (estoppel), প্ররোচনা বা বিশ্বাসোৎপাদন (holding out), আবশ্যকতা (necessity) এবং অনুসমর্থন (ratification) দ্বারাও প্রতিনিধিত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(১) ব্যক্ত চুক্তিদ্বারা (by express contract)—প্রতিনিধিত্বের চুক্তি মৌখিক (oral) বা লিখিত (written) হইতে পারে। প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির লিখিত চুক্তি সাধারণতঃ মোক্তারনামা (Power of Attorney) সম্পাদনদ্বারা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা নিয়োগকর্তার পক্ষে প্রতিনিধিরূপে কার্য করিবার প্রাধিকার প্রদান করা হয়। মোক্তারনামায় যে সকল শর্ত লিপিবদ্ধ থাকে, প্রতিনিধি তাহা মান্য করিতে বাধ্য। এই শর্তসমূহে বর্ণিত প্রাধিকারের সীমাভেদে মোক্তারনামা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে।

(২) বিবক্ষিত চুক্তিদ্বারা (by implied contract)—উভয় পক্ষের আচরণ, অবস্থান (situation) অথবা ঘটনার পরিস্থিতি বা আবশ্যকতা হইতে বিবক্ষিত চুক্তির উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং স্বীকৃতির বাধা (estoppel), বিশ্বাসোৎপাদন বা প্ররোচনা (holding out) ও আবশ্যকতা (necessity) দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব বিবক্ষিত প্রতিনিধিত্বের (implied agency) অন্তর্ভুক্ত।

(৩) স্বীকৃতির বাধাদ্বারা (by estoppel)—যেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি তাহার বাক্য বা আচরণ দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক অপর কোন ব্যক্তিকে কোন পরিস্থিতি বা তথ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কোন কার্য করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি ঐ পরিস্থিতি বা তথ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাকেই

স্বীকৃতির বাধা বলা হয়। স্বীকৃতির বাধা হইতে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইতে পারে।

প-এর উপস্থিতিতে এবং প শুনিতে পায় এরূপভাবে, ক নিজেকে প-এর প্রতিনিধি বলিয়া খ-এর নিকট পরিচয় প্রদান করে, এবং প এই উক্তির প্রতিবাদ (contradiction) করে না। ক প-এর প্রতিনিধি, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া খ ক-এর সহিত লেনদেন আরম্ভ করে। এই লেনদেনে প আবদ্ধ থাকিবে এবং তাহার খ-এর সহিত মামলা হইলে প এরূপ বলিবার অনুমতি পাইবে না যে ক তাহার প্রতিনিধি নহে। ক প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতিনিধি না হইলেও প ঐরূপ বলিবার অনুমতি পাইবে না, যেহেতু প পূর্বে নিজ আচরণদ্বারা খ-এর বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে ক তাহার প্রতিনিধি এবং খ তদনুযায়ী কার্য করিয়াছে।

(৪) প্ররোচনাদ্বারা (by holding out)—ইহাকে স্বীকৃতির বাধার নামান্তর বলা যায়। তবে স্বীকৃতির বাধা ও প্ররোচনার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। স্বীকৃতির বাধাদ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্বে প্রধানের (Principal) নিষ্ক্রিয় সমর্থন থাকে, কিন্তু প্ররোচনাদ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্বে সক্রিয় সমর্থন থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য বিশ্বাসোৎপাদন করা হয়।

রাম তাহার ভৃত্য মারফত মুদিখানা হইতে প্রতি সপ্তাহে ধারে মাল ক্রয় করে। একদফায় ভৃত্য তাহার নিজের জন্য কিছু মাল ঐ মুদিখানা হইতে ধারে ক্রয় করিল। ইহার মূল্য প্রদানের জন্য রাম দায়ী হইবে, কারণ রামের আচরণ হইতে মুদির এরূপ বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে যে, রাম ঐ ভৃত্যকে ধারে মাল ক্রয় করিবার প্রাধিকার প্রদান করিয়াছে।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বীকৃতীর বাধা ও প্ররোচনা উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসোৎপাদনে প্ররোচিত করা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে প সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল, তাহার মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাম সক্রিয়ভাবে ভৃত্য মারফত ধারে মাল ক্রয় করিয়া বিশ্বাসোৎপাদন করিয়াছিল।

(৫) আবশ্যকতা হইতে (of necessity)—সময় সময় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ক্ষেত্রে আবশ্যকতা হইতে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ পরিস্থিতি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহে, এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় এইরূপ প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হইতে পারে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্দেশ প্রদত্ত

আছে। সাধারণ নিয়মে স্বামী স্ত্রীর প্রতিনিধি নহেন বা স্ত্রী স্বামীর প্রতিনিধি নহেন। কিন্তু স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী ধারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (necessaries) ক্রয় করিলে তিনি স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন এবং স্বামী ঐ দ্রব্যাদির মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে উপযুক্ত ভাতা (allowance) পাইয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন না। সেইরূপ, মালের বাহক (carrier of goods) আপৎকালে বা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে, মালের মালিকের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি মালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় করিবেন মালিক তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। রেলযোগে একটি ঘোড়া প্রেরিত হইল, কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌছিলে মালিক ঘোড়াটি খালাস না করায় স্টেশন-মাস্টার উহার দানাপানির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। এক্ষেত্রে স্টেশন-মাস্টার প্রতিনিধি গণ্য হইবেন এবং তিনি যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন তাহা ঘোড়ার মালিকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

আবশ্যকতা হইতে যে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হইবে তাহাতে নিম্নলিখিত শর্ত প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক ঃ—(ক) অপরের প্রতিভূ হিসাবে কার্য করিবার প্রকৃত আবশ্যকতা বিদ্যমান ছিল, (খ) প্রতিনিধির পক্ষে প্রধানের নির্দেশ লওয়া সম্ভব হয় নাই, (গ) প্রতিনিধি পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত কার্য করিয়াছেন এবং (ঘ) প্রতিনিধি বিশ্বস্ততার সহিত কার্য করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, স্বীকৃতির বাধা, প্ররোচনা বা আবশ্যকতা হইতে যে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয় তাহা সমস্তই বিবক্ষিত চুক্তির অন্তর্গত।

(৬) অনুসমর্থন দ্বারা (by ratification)—নির্দেশ বহির্ভূত কোন কার্য সম্পাদন হইবার পর তাহাতে স্বীকৃতি প্রদান করাকেই অনুসমর্থন বলে। ক খ-এর জন্য দশ মণ গম ক্রয় করে, কিন্তু ক খ-কে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নাই বা গম ক্রয় করিবার কোন নির্দেশ প্রদান করে নাই। এক্ষেত্রে গম ক্রয়ের সংবাদ জানিয়া খ ঐ গম গ্রহণ করিলে খ কর্তৃক উক্ত ক্রয় অনুসমর্থিত বলা হইবে এবং ক ঐ ক্রয়ের তারিখ হইতে খ-এর প্রতিনিধি গণ্য হইবে। বলা বাহুল্য, খ ঐ গম গ্রহণ না করিলে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হইবে না এবং ক ঐ ক্রয়ের জন্য দায়ী থাকিবে।

অনুসমর্থন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত (express or implied) হইতে পারে,

অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতির দ্বারা অথবা আচরণদ্বারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া অনুসমর্থন হইতে পারে।

অনুসমর্থনে পূর্বপ্রভাব (retrospective effect) জন্মে, অর্থাৎ যে সময়ে অনুসমর্থিত কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সময় হইতে চুক্তি বলবৎ হয়। ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষ লেনদেন প্রত্যাহার করিলেও ঐ প্রত্যাহার কার্যকরী হইবে না। ল একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের নিকট (managing director) এক প্রস্তাব প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন, যদিও ইহা করিবার তাহার প্রাধিকার ছিল না। অতঃপর তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট বিজ্ঞপ্তি (notice) প্রেরণ করেন। পরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঐ প্রাধিকারহীন স্বীকৃতি (unauthorised acceptance) অনুসমর্থিত হয়। বিচারে ধার্য হয় যে, অনুসমর্থন স্বীকৃতি প্রদানের সময় হইতে কার্যকরী এবং প্রস্তাব প্রত্যাহার কার্যকরী হইবে না। স্বীকৃতি প্রদানের পরে প্রস্তাব প্রত্যাহার হইতে পারে না (Bolton Partners *v.* Lambert, 1888. Ch. D. 295)।

কিন্তু যেক্ষেত্রে স্পষ্টই অনুসমর্থনসাপেক্ষ (subject to ratification) স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে অনুসমর্থনের তারিখ হইতে চুক্তি বলবৎ হয় এবং অনুসমর্থনের পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইতে পারে (Watson *v.* Davies, 1931. Ch. 455)।

অনুসমর্থনের শর্তাবলী

নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালিত হইলে অনুসমর্থন সিদ্ধ (valid) গণ্য হইবে :—

(১) প্রতিনিধি স্পষ্টতঃ প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করিবেন, অর্থাৎ প্রতিনিধি নিজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন না, অপরের প্রতিভূ হইয়া চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন—ইহা চুক্তিসম্পাদন কালে তৃতীয় পক্ষের অবগত থাকা আবশ্যক। অন্যথায়, অর্থাৎ কেহ নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহার অনুসমর্থন অসিদ্ধ হইবে।

(২) যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া চুক্তি সম্পাদন হইল তাহার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। কোন প্রতিষ্ঠান নিগমবদ্ধ (incorporated) হইবার পূর্বে

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রবর্তক (Promoter) কোন চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকিলে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহা অনুসমর্থিত হইতে পারে না।

(৩) যে দিন চুক্তি সম্পাদন হয় এবং যে দিন উহা অনুসমর্থন করা হয়,—এই উভয় কালেই প্রধানের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা অবশ্য থাকিতে হইবে। একজন নাবালকের পক্ষে কোন চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, ঐ নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ চুক্তি অনুসমর্থন করিতে পারিবে না।

(৪) যে ব্যক্তির ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, অর্থাৎ যিনি ঐ সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য অবগত নহেন, তাহাদ্বারা অনুসমর্থন সিদ্ধ (valid) হইবে না।

(৫) যে কার্য অবৈধ (illegal) অথবা আইনতঃ নিষ্ফল (void) তাহা অনুসমর্থিত হইতে পারে না।

(৬) যুক্তি-সংগত সময়ের মধ্যে অনুসমর্থন হওয়া আবশ্যক।

(৭) কোন চুক্তির আংশিক অনুসমর্থন হইতে পারে না ; চুক্তির এক অংশ অনুসমর্থন করা হইলে তাহাদ্বারা সমগ্র চুক্তিই অনুসমর্থিত গণ্য হইবে।—ধা. ১৯৯।

(৮) অনুসমর্থনদ্বারা তৃতীয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অথবা তৃতীয় ব্যক্তির কোন স্বত্ব বা স্বার্থের সমাপ্তি ঘটিলে (terminating any right or interest of a third person) ঐ অনুসমর্থন সিদ্ধ গণ্য হইবে না।—ধা. ২০০।

খ-এর কোন দ্রব্য গ-এর হেপাজতে আছে। ক খ-এর পক্ষে (on behalf of) গ-এর নিকট ঐ দ্রব্য দাবি করে, যদিও ক খ-এর নিকট হইতে এরূপ দাবি করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। গ প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। অতঃপর খ ক-এর দাবি অনুসমর্থন করিল। এই অনুসমর্থন অসিদ্ধ (invalid) হইবে, যেহেতু ইহাদ্বারা গ দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করায় ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে। সেইরূপ, ক খ-এর নিকট হইতে একখানি পাট্টা (lease) লইয়াছে, উহা তিনমাসের বিজ্ঞপ্তিদ্বারা সমাপ্তি করা যাইতে পারে (terminable on three months' notice)। গ প্রাধিকার প্রাপ্ত না হইয়াই (unauthorised) ক-এর নিকট ঐ পাট্টার সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসমর্থনযোগ্য নহে যেহেতু তাহাদ্বারা ক-এর স্বত্ব লোপ পাইবে।

প্রতিনিধির প্রাধিকার-সীমা (Extent of Agent's Authority)

অধিনিয়মের ১৮৮ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—প্রতিনিধি কোন কার্য সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যকীয় সর্ববিধ বৈধ কার্য সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রতিনিধি কোন ব্যবসায় পরিচালনার প্রাধিকার প্রাপ্ত হইলে ঐ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় বা আনুষংগিক সর্ববিধ বৈধ কার্য সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

বিদেশস্থ এক ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য ক খ-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিল। খ ঐ টাকা আদায়ের জন্য আবশ্যকীয় যে কোন আইন-সংগত পন্থা (legal process) অবলম্বন করিতে পারিবে এবং আদায় অন্তে আইনসিদ্ধ মুক্তি (valid discharge) প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু ক্রেতা সংগ্রহ করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রতিনিধি বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা প্রাধিকার বহির্ভূত গণ্য হইবে [Durga *v* : Rajendra, 1923 Cal. 57]। আপৎকালে (in emergency) প্রতিনিধির প্রাধিকার সীমা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। প্রধানকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেজন্য আপৎকালে যাহা কিছু করা আবশ্যক এবং যাহা ঐ অবস্থায় সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় কার্যই প্রতিনিধির প্রাধিকারভুক্ত গণ্য হইবে (ধা. ১৮৯)। ক খ-এর নিকট কলিকাতায় মাল পাঠাইল এবং সেই সংগে নির্দেশ পাঠাইল যে, প্রাপ্তির সংগে সংগেই ঐ মাল কটক পাঠাইতে হইবে। মাল পাইয়া খ দেখিল যে উহা কটক পৌছিতে নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে খ ঐ মাল কলিকাতায় বিক্রয় করিতে পারিবে।

প্রাধিকার প্রত্যাভিযোজন (Delegation of Authority)

সাধারণ সূত্র (maxim) এই যে,—প্রত্যাভিযুক্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাভিযোজন করিতে অসমর্থ (*Delegatus non potest delegare*—a delegate cannot further delegate)। প্রতিনিধি প্রত্যাভিযুক্ত ব্যক্তি (a delegate), যেহেতু তিনি প্রধানের নিকট হইতে প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি পুনরায় অপরকে ঐ প্রাধিকার অর্পণ করিতে

পারেন না। প্রতিনিধি যে কার্য স্বয়ং সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি অপর লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন না (ধা. ১৯০)। উপরে লিখিত সূত্রের হেতু এই যে,—যে ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, তাহাকেই প্রধান তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া থাকেন, প্রতিনিধি যাহাকে নিযুক্ত করিবেন তিনি প্রধানের বিশ্বাসভাজন নাও হইতে পারেন। এই সাধারণ নিয়মের অবশ্য সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যাভিযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রতিনিধি, তাহার প্রাধিকার অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং তদ্বারা প্রধান আবদ্ধ হইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) যেক্ষেত্রে অপরকে প্রাধিকার অর্পণ করিবার ব্যক্ত (express) অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) যেক্ষেত্রে প্রধান অবগত আছেন যে, প্রতিনিধি অপরকে প্রাধিকার অর্পণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন।

(৩) যেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রত্যাভিযোজন ব্যবসায়ের রীতিসম্মত।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রাধিকারের স্বরূপ হইতেই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধি (deputy) আবশ্যক।

(৫) যে ক্ষেত্রে সম্পাদনীয় কার্য (work to be done) নিতান্তই মামুলী এবং কোনরূপ বিবেচনা সাপেক্ষ নয়। (dose not involve the exercise of discretion)।

(৬) অচিন্তিতপূর্ব আপৎকালে (in unforeseen emergency)।

উপ-প্রতিনিধি (Sub-agent)

প্রত্যাভিযোজন সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিনিধি অপরকে প্রাধিকার অর্পণ করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ নিয়মের যে সকল ব্যতিক্রম বৈধ গণ্য হয় সেরূপ যে কোন ক্ষেত্রে প্রতিনিধি অপরকে প্রাধিকার প্রদান করিতে পারেন অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন।

প্রতিনিধি তাহার কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে তাহাকে উপ-প্রতিনিধি (sub-agent) বলা হয়। উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণাধীনে (under the control of) কাজ করিয়া থাকেন।—ধা. ১৯১।

আইন অনুসারে উপ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে তাহার পরিণাম নিম্ন-লিখিতরূপ হইবে :—

(ক) উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করেন। সুতরাং প্রধান ও উপ-প্রতিনিধির মধ্যে কোন চুক্তির সম্পর্ক (privity of contract) নাই, এবং এই কারণে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্য উপ-প্রতিনিধি প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন না, এবং প্রধানও প্রাপ্য টাকার জন্য উপ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন না। প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য প্রধান এবং উপ-প্রতিনিধি উভয়েই শুধু প্রতিনিধির বিরুদ্ধেই মামলা করিতে পারিবেন, যেহেতু প্রতিনিধিই ইহাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে চুক্তিবদ্ধ (ধা. ১৯১)। উপ-প্রতিনিধি তাহার কার্যের জন্য প্রতিনিধির নিকট দায়ী থাকিবেন যেহেতু প্রতিনিধি কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। উপ-প্রতিনিধির কার্যের জন্য প্রধানের নিকট প্রতিনিধি দায়ী থাকিবেন, উপ-প্রতিনিধি নহে। তবে উপ-প্রতিনিধি প্রতারণার দায়ে বা ইচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী হইলে (guilty of fraud or wilful wrong) প্রধানের নিকট উপ-প্রতিনিধি দায়ী হইবেন। প্রধানের এক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও উপ-প্রতিনিধি উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করিবার সমবর্তী অধিকার (concurrent right) জন্মিবে (ধা. ১৯২)।

(খ) সাধারণতঃ প্রতিনিধির কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রধান দায়ী হইয়া থাকেন। উপ-প্রতিনিধির কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট কে দায়ী থাকিবেন ? এই সম্পর্কে আইন এই যে,—উপ-প্রতিনিধির কার্যের দ্বারা তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রধান দায়বদ্ধ হইবেন, যেন ঐ উপ-প্রতিনিধি প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি (ধা. ১৯২)। কারণ তৃতীয়পক্ষ উপ-প্রতিনিধিকে প্রধানের প্রতিভূ (representative) হিসাবেই দেখিবেন, যেহেতু তিনি প্রধানের অনুকূলে কাজ করিতেছেন ; তিনি প্রতিনিধি কি উপ-প্রতিনিধি সে অনুসন্ধানে তাহার প্রয়োজন নাই (ধা. ১৯২)।

প্রতিনিধি কর্তৃক অবৈধভাবে উপ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকিলে, উপ-প্রতিনিধির কার্যের দ্বারা প্রধান দায়বদ্ধ হইবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে উপ-প্রতিনিধির কার্যের জন্য প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিনিধি দায়ী হইবেন (ধা. ১৯৩)।

প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি (Substituted Agent)

যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত প্রাধিকার বলে (holding an express or implied authority) অপর এক ব্যক্তিকে প্রধানের পক্ষে (on behalf of the principal) প্রতিনিধিত্বের কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, সেক্ষেত্রে ঐ অপর ব্যক্তি উপ-প্রতিনিধি গণ্য হইবেন না। তিনি যে কার্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন তৎসম্পর্কে তাহাকে প্রধানের প্রতিনিধি বলা হইবে (ধা ১৯৪)। এইরূপ প্রতিনিধিকে সাধারণতঃ প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি (substituted agent) বলা হইয়া থাকে। ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে উপ-প্রতিনিধি ও প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে তাহার ও প্রধানের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত, প্রতিনিধি প্রধানের নির্দেশ পালন করিয়াছেন মাত্র। এই চুক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায়, প্রধান প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জন্য মামলা করিতে পারিবেন এবং প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধিও প্রধানের বিরুদ্ধে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্য মামলা করিতে পারিবেন। কপটতা ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপ-প্রতিনিধি ও প্রধানের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জন্য মামলা করিতে পারেন না।

ক তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য এবং সেই উদ্দেশে একজন নিলামদার নিযুক্ত করিতে তাহার ব্যবহারদেশক (solicitor) খ-কে নির্দেশ প্রদান করিল। খ ঐ কার্য নির্বাহের জন্য একজন নিলামদার গ-কে নির্বাচন করিল। এক্ষেত্রে গ উপ-প্রতিনিধি নহে, পরন্তু নিলাম নির্বাহের জন্য প্রধানের প্রতিনিধি, এবং তাহাকে প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি বলা হইবে।

সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কার্যে যেরূপ বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিনিধিও সেইরূপ বিবেচনার সহিত কার্য করিবেন, অন্যথা তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যের জন্য বা অবহেলার জন্য প্রধানের নিকট দায়ী হইবেন (ধা. ১৯৫)।

প্রতিনিধির কর্তব্য (Agent's Duties)

(১) প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে, অথবা তাহার অভাবে স্থানীয়

প্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রতিনিধি প্রধানের কার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য। প্রতিনিধি ইহার অন্যথা করিলে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহা তিনি অবশ্য পূরণ করিবেন, এবং যদি কোন লাভ হয় তাহা প্রধানকে অবশ্য প্রদান করিবেন।—(ধা. ২১১)।

ক তাহার প্রতিনিধি খ-কে একটি নির্দিষ্ট গুদামে মাল রাখিবার নির্দেশ প্রদান করেন। খ ঐ গুদামে মাল না রাখিয়া অপর একটি গুদামে মাল রাখিলেন, যেহেতু এই গুদাম নির্দিষ্ট গুদাম অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয় অথচ সস্তা। গুদামে আগুন লাগিয়া মাল নষ্ট হইল। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রধানের স্বার্থেই কাজ করিয়াছেন, এবং তাহার অবহেলা হইতে ক্ষতি জন্মে নাই ; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করেন নাই, সেইহেতু তিনি ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন।

(২) প্রতিনিধি যে কার্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ যে মাত্রা দক্ষতার অধিকারী, প্রতিনিধি সেই মাত্রা দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদনে বাধ্য। অবশ্য প্রতিনিধির দক্ষতার অভাব প্রধান অবগত থাকিলে সেক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

প্রতিনিধি সর্বদা ন্যায়সংগত সতর্কতার সহিত (with reasonable diligence) ও নিজ দক্ষতা প্রয়োগ পূর্বক কার্য করিতে বাধ্য। তাহার অবহেলা, দক্ষতার অভাব অথবা অসদাচরণ (misconduct) হইতে প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি জন্মিলে তাহা তিনি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন ; কিন্তু তাহার অবহেলা, দক্ষতার অভাব অথবা অসদাচারণ যদি ক্ষতির অপ্রত্যক্ষ বা দূরবর্তী (indirect or remote) কারণ হয়, তাহা হইলে তিনি ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইবেন না।—(ধা. ২১২)।

(৩) প্রতিনিধি তাহার সকল লেনদেনের সঠিক হিসাব রাখিবেন এবং তাহা প্রধানের নিকট দাখিল করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। যদি চুক্তিতে হিসাব দাখিলের কাল নির্দিষ্ট থাকে (যথা ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, ইত্যাদি) তবে তাহাই বলবৎ হইবে।—(ধা. ২১৩)।

(৪) কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে (in case of difficulty), প্রধানের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের এবং তাহার নির্দেশ পাইবার সর্ববিধ ন্যায়সংগত চেষ্টা করা প্রতিনিধির কর্তব্য।—(ধা. ২১৪)।

(৫) যদি প্রতিনিধি প্রধানের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া এবং লেনদেনের বিষয় সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রতিনিধি অবগত আছেন তৎসমুদয় প্রধানের নিকট প্রকাশ না করিয়া প্রতিনিধিত্বের কার্যে নিজ নামে কারবার করেন, তাহা হইলে প্রধান ঐ লেনদেন অস্বীকার (repudiate) করিতে পারিবেন যদি প্রমাণিত হয় যে প্রতিনিধি কোন সারভূত তথ্য (material fact) তাহার নিকট হইতে অন্যায়ভাবে গোপন করিয়াছেন অথবা প্রতিনিধিকৃত লেনদেন প্রধানের স্বার্থের অনুকূল নহে।—ধা. ২১৫।

(ক) ক তাহার সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার খ-এর উপর অর্পণ করিল। খ নিজের জন্য গ-এর নামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিল। খ নিজের জন্য ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে জানিতে পারিয়া ক ঐ বিক্রয় অস্বীকার করিতে পারিবে যদি ক প্রমাণ করিতে পারে যে খ কোন সারভূত তথ্য গোপন করিয়াছে অথবা ঐ বিক্রয় ক-এর স্বার্থের অনুকূলে হয় নাই।

(খ) ক তাহার সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার খ-এর উপর অর্পণ করিল। বিক্রয়ের পূর্বে খ ঐ সম্পত্তিতে একটি খনির সন্ধান পাইল, যদিও ক ইহা অবগত নহে। খ নিজের জন্য ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ইহা ক-কে জানাইল কিন্তু উহাতে খনি আবিষ্কারের কথা গোপন রাখিল। খনির অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া ক খ-কে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করে। বিক্রয়ের পূর্বেই খনি সম্বন্ধে খ অবগত ছিল ইহা জানিতে পারিয়া ক ঐ বিক্রয় অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৬) যদি প্রতিনিধি প্রধানের অজ্ঞাতসারে প্রতিনিধিত্বের কার্যে প্রধানের নামের পরিবর্তে নিজনামে লেনদেন করেন এবং ঐ লেনদেন হইতে কোন লাভ হয়, তাহা হইলে প্রধান প্রতিনিধির নিকট ঐ লাভ দাবি করিতে পারিবেন।—(ধা. ২১৬)।

ক একখানা নির্দিষ্ট বাড়ি তাহার নিজের জন্য ক্রয় করিবার ভার প্রতিনিধি খ-এর উপর অর্পণ করিল। ঐ বাড়ি ক্রয় করা যাইবে না এইরূপ ক-কে জানাইয়া খ নিজের জন্য ঐ বাড়ি ক্রয় করিল। খ ঐ বাড়ি ক্রয় করিয়াছে জানিয়া ক খ-কে ক-এর নিকট ক্রয়মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

(৭) প্রতিনিধি প্রধানের হিসাবে যত টাকা পাইয়াছেন তাহা হইতে

তাহার পারিশ্রমিক ও ব্যয় বাবদ নিজ পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা প্রধানকে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।—(ধা. ২১৮)।

(৮) প্রধানের মৃত্যুতে অথবা প্রধান বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়ায় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইলে, প্রধানের স্থলাভিষিক্ত সকলের পক্ষে, প্রতিনিধি তাহার উপর যে সকল স্বার্থরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাহা রক্ষণাবেক্ষণের সর্ববিধ যুক্তিসংগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য।—ধা. ২০৯।

প্রতিনিধির অধিকার (Agent's Rights)

(১) পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার—প্রতিনিধি তাহার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী। এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ সাধারণতঃ পূর্বেই স্থির করা হয়। এইরূপ স্থিরীকৃত না থাকিলে যুক্তিসংগত পারিশ্রমিক (reasonable remuneration) প্রাপ্য হইবে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অথবা নিস্বার্থভাবে কাজ করেন সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন উঠিবে না।

কোন বিশেষ চুক্তি না থাকিলে, প্রতিনিধি যে কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হন তাহা তিনি সমাপ্ত করিলে তবেই তাহার পারিশ্রমিকের দাবি জন্মিবে (ধা. ২১৯)। পারিশ্রমিক লাভের অধিকারী হইতে হইলে প্রতিনিধিকে তাহার করণীয় কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে। হয়ত প্রতিনিধি তাহার কার্য সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু প্রধান অপারগ হওয়ায় অথবা তৃতীয় পক্ষ পশ্চাৎপদ হওয়ায় লেনদেন সম্ভব হইল না। সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধির পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্বের কার্যে (in the business of the agency) অসদাচার করিয়াছেন (misconducted himself), সেক্ষেত্রে তিনি কার্যের যে অংশে অসদাচার করিয়াছেন সেই অংশের জন্য কোন পারিশ্রমিকের অধিকারী হইবেন না (ধা. ২২০)।

(২) প্রতিধারণের অধিকার (Right of Retainer)—প্রতিনিধিত্বের কার্যে প্রতিনিধি প্রধানের হিসাবে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা হইতে তিনি ঐ কার্য পরিচালনায় যাহা সংগত কারণে ব্যয় করিয়াছেন বা অগ্রিম প্রদান করিয়াছেন সেই পাওনা টাকা এবং তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক প্রতিধারণ (retain) করিতে পারিবেন।—ধা. ২১৭।

(৩) পূর্বস্বত্বের অধিকার (Right of Lien)—কোন প্রতিকূল চুক্তি না থাকিলে, প্রতিনিধি তাহার দখলে প্রধানের যে সকল পণ্য, দলিলপত্র বা স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা তাহার ঐ সম্পর্কে প্রাপ্য দস্তুরি, ব্যয় এবং পারিশ্রমিক পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখিবার অধিকারী।—ধা. ২২১।

(৪) ক্ষতিনিষ্কৃতির অধিকার (Right of Indemnification)—প্রতিনিধি প্রধানের পক্ষে কার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং ঐ কার্যে তাহার যে ব্যয় হইবে বা ক্ষতি হইবে অথবা তিনি যে দায় গ্রহণ করিবেন, সেজন্য তিনি প্রধানের নিকট হইতে ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী (ধা. ২২২)। প্রধানের দক্ষতার অভাব অথবা অবহেলা বশতঃ প্রতিনিধি কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রধানের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকার জন্মিবে।—(ধা. ২২৫)।

প্রতিনিধির প্রতি প্রধানের কর্তব্য

(Principal's Duties to Agents)

(১) প্রতিনিধি তাহার প্রাপ্ত অধিকার বলে যে সকল বৈধ কার্য করিবেন তাহার পরিণাম হইতে তাহাকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদান করিতে নিয়োগকর্তা বাধ্য থাকিবেন।—ধা. ২২২।

কলিকাতার ব্যবসায়ী ক-এর নির্দেশ অনুসারে তাহার সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি খ গ-এর সহিত কোন মাল সরবরাহ করিবার চুক্তি করিল। ক খ-এর নিকট ঐ মাল প্রেরণ করিল না। গ খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করিল। খ এই সংবাদ ক কে জানাইল। ক তাহাকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে (to defend the case) নির্দেশ প্রদান করিল। খ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল এবং পরিব্যয়সহ (with cost) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন তাহার নিজেরও মামলার জন্য ব্যয় হইল। ক এই ক্ষতিপূরণ, পরিব্যয় ও ব্যয়ের জন্য খ এর নিকট দায়ী হইবে।

(২) প্রতিনিধি কোন কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হইয়া ঐ কার্য সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করিলে, তাহাদ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির যদি স্বার্থহানি ঘটে তাহা হইলে, ঐ কার্যের পরিণাম হইতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদান করিতে প্রধান বাধ্য থাকিবেন।—ধা. ২২৩।

(৩) কিন্তু এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন দণ্ডনীয় (criminal) কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করিলে, ব্যক্ত বা বিবক্ষিত অঙ্গীকার সত্ত্বেও ঐ কার্যের পরিণাম হইতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদান করিতে নিয়োগকর্তা দায়ী হইবেন না।—ধা. ২২৪।

(৪) প্রধানের দক্ষতার অভাব বা অবহেলা বশতঃ প্রতিনিধির কোন ক্ষতি হইলে, প্রধান তাহা পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন।—ধা. ২২৫।

ক তাহার বাড়ি মেরামতের জন্য একজন রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত করিল এবং ক নিজেই মাচা (scaffolding) তৈয়ার করিল। দক্ষতার অভাবে মাচা শক্ত হয় নাই, ফলে রাজমিস্ত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ক রাজমিস্ত্রীকে ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য।

অপ্রকাশিত প্রধানের সহিত চুক্তি

(Contract with undisclosed Principal)

প্রধানের অস্তিত্ব গোপন রাখিয়া প্রতিনিধি কাহারও সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলে এবং ঐ ব্যক্তি প্রতিনিধির সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন তাহা যদি জানিতে না পারেন বা এরূপ সন্দেহ করিবার তাহার কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রধান তৃতীয় পক্ষকে চুক্তিপালনে বাধ্য করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে প্রধানের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের সেইরূপ অধিকার জন্মিবে যেরূপ অধিকার প্রতিনিধির সহিত তাহার চুক্তি না হইয়া প্রধানের সহিত চুক্তি হইলে জন্মিত (ধা. ২৩১)।

প একখানি ট্রাকের (Truck) মালিক। প খ-এর সহিত ভাড়ার বিনিময়ে মালবহনের চুক্তি করিল। খ প্রকৃতপক্ষে ক-এর প্রতিনিধি, কিন্তু প ইহা অবগত নহে এবং এইরূপ সন্দেহ করিবার তাহার কোন কারণ নাই। এক্ষেত্রে ক এবং খ উভয়েই প-কে চুক্তি পালন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। প চুক্তি পালন না করিলে ক প-এর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা করিতে পারিবে। সেইরূপ, ক অথবা খ-এর নিকট প মালবহনের ভাড়া দাবি করিতে পারিবে।

কিন্তু চুক্তি পালন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রধান আত্মপ্রকাশ করিলে চুক্তির অপর-পক্ষ (পূর্ব উদাহরণে প) চুক্তি পালন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন

যদি তিনি দেখাইতে পারেন যে, ঐ চুক্তির অপর পক্ষ প্রতিনিধি মাত্র ইহা জানিতে পারিলে অথবা প্রধানের বিষয় জানিতে পারিলে তিনি ঐ চুক্তি সম্পাদন করিতেন না (ধা. ২৩১)।

(৩) যেক্ষেত্রে অপর-পক্ষ প্রতিনিধি মাত্র ইহা না জানিয়া বা ঐরূপ সন্দেহ পোষণ না করিয়া কোন ব্যক্তি তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান চুক্তি পালন দাবি করিলে প্রতিনিধি ও চুক্তির অপর পক্ষ এই উভয়ের মধ্যে যে অধিকার ও দায় জন্মিয়াছে তৎসাপেক্ষ চুক্তিপালন প্রাপ্য হইবে।—ধা. ২৩২।

ক খ-এর নিকট ৫০০্ টাকা ঋণী। ক খ-এর নিকট ১২০০্ টাকা মূল্যের চাউল বিক্রয় করিল। ক প্রকৃত প্রস্তাবে গ-এর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা করিয়াছে, কিন্তু খ ইহা অবগত নহে বা এরূপ সন্দেহ করিবার তাহার কারণ নাই। যদি ক নিজের হিসাবে এই লেনদেন করিত, তাহা হইলে খ তাহার পূর্বের পাওনা ৫০০্ টাকা কাটিয়া লইয়া বাকী ৭০০্ টাকা প্রদান করিয়াই ১২০০্ টাকার চাউল লইতে পারিত। এক্ষেত্রে গ চুক্তি পালন দাবি করিলে তাহাকে ৭০০্ টাকা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

(৪) অপ্রকাশিত প্রধানের পক্ষে প্রতিনিধি তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলে প্রতিনিধির ব্যক্তিগত দায় (personal liability) জন্মিবে। তৃতীয় পক্ষ প্রধানের অস্তিত্ব ও পরিচয় জানিতে পারিয়া, প্রতিনিধিকে, প্রধানকে অথবা উভয়কে দায়ী করিতে পারিবেন।—(ধা. ২৩৩)।

প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি (Termination of Agency)

প্রধান এবং প্রতিনিধি এই দুই পক্ষের কার্যের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইতে পারে : আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়ায় (by operation of law) আপনা হইতেই প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল অবস্থায় আইনের ক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি ঘটে তাহা নিচে বর্ণনা করা হইল।

(১) **কাল অন্তে**—প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে, ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলেই প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে।

(২) **চুক্তি পালন দ্বারা**—কোন নির্দিষ্ট কার্যের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত

হইয়া থাকিলে, ঐ কার্য সমাধা হইলেই অথবা উহা অসম্ভব পরিগণিত হইলেই প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে।

(৩) বিষয়বস্তু বিনাশে—প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হইলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে।

(৪) প্রধান বা প্রতিনিধির মৃত্যু বা মস্তিষ্কবিকৃতি (insanity) হইলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ (dissolution) হইলে অনুরূপ ফল হইবে।

(৫) প্রধান শোধাক্ষম ((insolvent) হইলে—বিচারালয় কর্তৃক প্রধান শোধাক্ষম নির্ণীত হইলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি শোধাক্ষম হইলে ঐরূপ হইবে না।

এখন দুই পক্ষের কার্যদ্বারা (by act of parties) কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হয় তাহা আলোচনা করা যাইবে।

(১) উভয় পক্ষের সম্মতি—প্রধান ও প্রতিনিধি উভয়েব সম্মতিক্রমে যে কোন সময়ে এবং যে কোন অবস্থায় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইতে পারে।

(২) প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ—প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ (renounce) করিলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হয়। প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য তাহাকে যুক্তিসংগত বিজ্ঞপ্তি (notice) প্রদান করিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত কারণ (sufficient cause) প্রদর্শন করিতে হইবে। পর্যাপ্ত কারণ না থাকিলে তিনি ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে যদি সেজন্য কোন ক্ষতি হয় তাহাও পূরণ কবিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) প্রধান কর্তৃক প্রাধিকার প্রত্যাহার—প্রধান তাহার প্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার (revoke) করিলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে। কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রধান তাহার প্রতিনিধির প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারেন। কিন্তু পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিলে তিনি প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। অকাল প্রত্যাহারের জন্য যুক্তিসংগত বিজ্ঞপ্তিও আবশ্যক। অন্যথা বিজ্ঞপ্তিব অভাবে কোন ক্ষতি হইলে প্রধান তাহাও পূরণ কারিতে বাধ্য থাকিবেন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রধান প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না :—

(ক) যেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ীভূত সম্পত্তিতে (in the property which forms the subject-matter of agency) প্রতিনিধির স্বার্থ (interest) বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধির স্বার্থহানি করিয়া প্রধান প্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।—ধা. ২০২। ইহাকেই স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্ব (agency coupled with interest) বলা হইয়া থাকে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা নিস্বার্থ ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রেই প্রতিনিধির কিছু স্বার্থ থাকিবে। তাহা হইলে কোন্ অবস্থায় প্রতিনিধিত্ব স্বার্থযুক্ত বলা যাইবে এবং প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইবে না? প্রতিনিধিকে প্রতিভূতি (security) প্রদানের জন্য অথবা তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয়, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই উহাকে স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বলা হইবে এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইবে না। প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্তুতে পারিশ্রমিক বা ঐরূপ সাধারণ স্বার্থ থাকিলেই স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হইবে না। ক-এর নিকট খ ১০০০৲ টাকা পাইবে, ক তাহার একখণ্ড জমি বিক্রয় করিবার এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে পূর্ব পাওনা পরিশোধ করিয়া লইবার প্রাধিকার খ-কে প্রদান করিল। এক্ষেত্রে ক তাহার প্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্তু যেক্ষেত্রে ক তাহার পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য খ-কে নিযুক্ত করে এবং ঐ আদায় হইতে খ তাহার পারিশ্রমিক পরিশোধ করিয়া লইতে প্রাধিকৃত হয়, সেক্ষেত্রে স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হইবে না এবং প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইবে। প্রধানের মৃত্যু বা মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিলেও স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হয় না।

(খ) প্রতিনিধি প্রাধিকার প্রয়োগদ্বারা প্রধানকে দায়বদ্ধ করিলে, সেক্ষেত্রে প্রধান তাহার প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না (ধা. ২০৩)। কারণ, প্রতিনিধি তাহার প্রাধিকার প্রয়োগ করিলে প্রধান তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হইবেন; এরূপ অবস্থায় প্রধান প্রাধিকার প্রত্যাহার করিলে তৃতীয় পক্ষ তাহার নিকট হইতে প্রতিকার লাভে বঞ্চিত হইবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি আংশিক রূপে প্রাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধির কার্য হইতে যে দায় জন্মিয়াছে সেই সম্পর্কে—প্রধান তৎপ্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না (ধা. ২০৪)।

প্রত্যাহার এবং পরিত্যাগ ব্যক্ত (express) হইতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষের আচরণদ্বারা বিবক্ষিত (implied) হইতে পারে। ক তাহার একখানা বাড়ি ভাড়া দিবার প্রাধিকার খ-কে প্রদান করে। পরে ক নিজেই বাড়িখানা ভাড়া দেয়। ইহাতেই প্রাধিকার প্রত্যাহার বিবক্ষিত হইতেছে।

প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি কখন বলবৎ হইবে (take effect)? প্রতিনিধির দিক হইতে তিনি যে মুহূর্তে ইহা অবগত হইবেন সেই মুহূর্তে ইহা বলবৎ হইবে ; তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে ইহা বলবৎ হইবে যখন তৃতীয় পক্ষ ইহা (সমাপ্তি) অবগত হইবেন (ধা. ২০৮)।

প্রতিনিধির প্রাধিকারের অবসান হইলে সেই সংগে উপ-প্রতিনিধির প্রাধিকার লোপ পাইবে, কারণ উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির প্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না যেহেতু তিনি প্রধানের নিকট হইতে প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অংশীদারী আইন

(The Law of Partnership)

প্রথম পরিচ্ছেদ

অংশীদারীর স্বরূপ

ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়মের (১৯৩২) ৪র্থ ধারায় অংশীদারীর নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে,—

যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি তাহাদের সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে তাহাদের যে কোনও একব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে করারবদ্ধ হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক জন্মে তাহাকে অংশীদারী (partnership) বলা হয়। যাহারা পরস্পর এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে (individually) অংশীদার (partner) এবং তাহাদিগকে একত্রে (collectively) প্রতিষ্ঠান (firm) বলা হয়। যে নামে ঐ ব্যবসায় পরিচালিত হয় তাহাকে প্রতিষ্ঠানের নাম (firm name) বলা হয়।

এই সংজ্ঞা হইতে অংশীদারীর তিনটি বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় ; যথা,

(১) দুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি করারবদ্ধ হইবেন,

(২) কোন ব্যবসায়ে লাভের অংশগ্রহণ করিতে,

(৩) যে ব্যবসায় তাহাদের সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে তাহাদের যে কোনও একব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত।

এই লক্ষণগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলে অংশীদারীর স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারা যাইবে।

(১) দুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি—একাধিক ব্যক্তি না হইলে অংশীদারী গঠন হইতে পারে না, কারণ কেহ নিজেই নিজের অংশীদার হইতে পারে না। অংশীদারগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা কোম্পানী অধিনিয়মের (১৯৫৬) ১১ সংখ্যক ধারা হইতে পাওয়া যায়। যদি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের জন্য অংশীদারী গঠন করা হয়, তাহা হইলে অংশীদারের সংখ্যা ১০এর অধিক

হইতে পারিবে না; অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য অংশীদারীতে উর্ধ্বতম ২০ জন অংশীদার থাকিতে পারে।

করার বা চুক্তি—অংশীদারগণের করার বা চুক্তি হইতেই অংশীদারীর উৎপত্তি হয়, স্থিতি (status) হইতে নহে। কোন ব্যবসায়ের একক মালিক (sole proprietor) কয়েকজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করিলে উত্তরাধিকারীগণ ঐ ব্যবসায়ের মালিক হইবেন, কিন্তু তাহারা সেইহেতু (ipso facto) অংশীদার গণ্য হইবেন না। অংশীদার হিসাবে ঐ ব্যবসায় পরিচালনা করিবার ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি করিলে তবেই তাহারা অংশীদার গণ্য হইবেন।

(২) অংশীদারী স্বষ্টির জন্য ব্যবসায়ের অস্তিত্ব অপরিহার্য। ব্যবসায়ে লাভ করিয়া তাহাতে অংশগ্রহণ করিবার চুক্তি হইতেই অংশীদারীর উদ্ভব হয়। সুতরাং যেক্ষেত্রে কোন ব্যবসায় নাই সেক্ষেত্রে কোন অংশীদারী হইতেই পারে না। দুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া একটি সংগীত সংঘ (music club) গঠন করিলে তাহা অংশীদারী হইবে না, যেহেতু ইহা কোন ব্যবসায় নহে। কিন্তু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সাধারণে সংগীত পরিবেশন দ্বারা লাভ করিবার উদ্দেশে একত্রিত হইলে তাহা ব্যবসায় হইবে এবং সেক্ষেত্রে অংশীদারী গঠিত হইবে। ব্যবসায় বলিতে যে কোন কারবার (trade), উপজীবিকা (occupation) বা বৃত্তি (profession) বুঝাইবে। দীর্ঘকাল ব্যাপী কার্যকেই ব্যবসায় গণ্য করা হয় তাহা নহে, একটি মাত্র কার্য (undertaking) বা প্রচেষ্টা (venture) হইলেও তাহা ব্যবসায় গণ্য হইবে (ধা. ৮)।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যবসায়ে লাভ করিয়া তাহাতে অংশ গ্রহণ করাই অংশীদারীর উদ্দেশ্য। সুতরাং পরোপকারের উদ্দেশে যে ব্যবসায় তাহা অংশীদারী হইতে পারে না।

(৩) অংশীদারীতে সকল অংশীদার দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন অংশীদার দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক অংশীদারের ঐ ব্যবসায় পরিচালনা করিবার অধিকার থাকে; কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়, অন্যান্য অংশীদারগণ ইহাদের কার্যদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ব

(mutual agency)। প্রত্যেক অংশীদার অপরাপর অংশীদারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিবার অধিকারী এবং তাহার কার্যদ্বারা অন্যান্য অংশীদারকে আবদ্ধ করিতে পারিবেন। সুতরাং অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার একদিকে অপর অংশীদারগণের প্রতিনিধি এবং অন্যদিকে অপর অংশীদারগণের প্রধান (Principal)। ব্যবসায় একজনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহা সারভূত নহে, সকল অংশীদারের পক্ষে পরিচালিত হইবে ইহাই অপরিহার্য।

অংশীদারীর প্রমাণ

কোন নিশ্চিত চুক্তিপত্র না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী বিদ্যমান কিনা তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। অধিনিয়মের ৬ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—কোন ব্যক্তিবর্গ (group of persons) প্রতিষ্ঠান কিনা, অথবা কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বিশেষের অংশীদার কিনা তাহা নির্ণয় করিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য (relevant facts) হইতে পক্ষগুলির মধ্যে যে প্রকৃত সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিচার করিতে হইবে। শুধুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশের দ্বারা অংশীদারী সৃষ্টি হয় না। অংশীদারী সৃষ্টির জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্য, (১) করার, (২) ব্যবসায়ে লাভের অংশগ্রহণ এবং (৩) অংশীদারগণের সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে তাহাদের একব্যক্তিদ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা। যদি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্রে বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে এই তিনটি অপরিহার্য উপাদান বিদ্যমান, তাহা হইলেই অংশীদারী সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইবে। চুক্তিপত্র থাকিলে তাহার শর্তাবলী, ব্যবসায়ের পদ্ধতি, সম্পত্তি কাহার নিয়ন্ত্রণাধীন, হিসাব রাখিবার প্রণালী, লাভ-বণ্টন প্রণালী ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যই বিচার-বিবেচনা করিয়া আদালত অংশীদারীর অস্তিত্ব নির্ধারণ করিবেন। ইহা ছাড়াও কিভাবে লোকসান বণ্টন হইয়াছে আদালত তাহাও বিবেচনা করিবেন, কারণ লোকসানের অংশগ্রহণ অংশীদারীর প্রমাণ না হইলেও অংশীদারীর পরিণাম।

যে তিনটি অপরিহার্য উপাদান উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ লাভের অংশগ্রহণ, অংশীদারীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, কিন্তু ইহা অংশীদারীর চূড়ান্ত প্রমাণ নহে। অনেক ক্ষেত্রে লাভ-বণ্টন থাকিলেও অংশীদারীর অস্তিত্ব থাকে না। যে ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে ঋণ প্রদান করিয়া

সুদের পরিবর্তে লাভের অংশ গ্রহণ করেন, তিনি অংশীদার নহেন। অথবা যে কর্মচারী পারিশ্রমিক হিসাবে লাভের অংশ পাইয়া থাকেন তাহাকেও অংশীদার বলা যাইবে না। অনেক সময় লাভের অংশ হইতে কর্মচারীদিগকে অধিবৃত্তি (bonus) প্রদান করা হয়, কিন্তু সেই কারণে তাহারা অংশীদার গণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ মৃত অংশীদারের বিধবা পত্নীকে বা শিশুপুত্রকে বার্ষিক বৃত্তি (annuity) প্রদান করা হইলে তাহাদ্বারা ঐ বিধবা পত্নী বা শিশুপুত্র অংশীদাব গণ্য হয় না।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারীর তৃতীয় উপাদানের অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক নাই। ঋণদাতা, কর্মচারী বা মৃত অংশীদারের বিধবা পত্নী বা শিশুপুত্র—ইহারা কেহই নিজ কার্যদ্বারা প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিতে পারেন না এবং যাহারা ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন তাহারা ইহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন এরূপ বলা যায় না। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, প্রতিনিধিত্বই অংশীদারীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের নাম

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহারা অংশীদারী গঠন করিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা পরস্পর অংশীদাবী সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহাদিগকে সমষ্টিগত ভাবে প্রতিষ্ঠান (firm) বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানের কোন পৃথক সত্তা নাই। কাজের সুবিধার জন্য সাধারণ ভাষায় "প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি" "প্রতিষ্ঠানের ঋণ" এইরূপ বলা হয় বটে, কিন্তু ইহা ঠিক আইনের ভাষা নহে. যদিও ইহাতে আইনের সীমাবদ্ধ সমর্থন আছে বলা যায়। প্রতিষ্ঠান কোন সম্পত্তির মালিক হইতে পারে না, এবং এই কারণেই ইহা দেনাদার বা পাওনাদার হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা ঋণ প্রকৃতপক্ষে অংশীদারগণের সম্পত্তি বা ঋন। অংশীদারগণ হইতে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব নাই।

প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত শর্ত দুইটি স্মরণ রাখিতে হইবে:—

(১) প্রতিষ্ঠানের এরূপ কোন নাম রাখা চলিবে না যাহাদ্বারা প্রতারণা-

মূলকভাবে জনসাধারণের মনে এইরূপ ভুল ধারণা হইতে পারে যে পূর্বতন কোন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রতিষ্ঠান পৃথক নহে।

(২) সরকারের অনুমতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের নামে এরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না যাহাদ্বারা মনে হইতে পারে যে ঐ প্রতিষ্ঠান সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করিয়া থাকে।

সকল অংশীদারের নাম একত্রে লইয়া অথবা যে কোন একজন অংশীদারের নামে অথবা কোন কল্পিত নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাইতে পারে। একজন অংশীদারের নামে প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিয়া হয়ত দেখা যাইবে যে ঐ নামে পূর্ব হইতে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান একই ব্যবসায় করিতেছে। ইহা অবৈধ (illegal) গণ্য হইবে না। কিন্তু যদি প্রতারণার উদ্দেশ্য (fraudulent intention) থাকে, তাহা হইলে আদালত ঐরূপ নামকরণ হইতে দিবেন না।

অংশীদারী ও অনুরূপ সংগঠনের পার্থক্য

অংশীদারী ও সহস্বামিত্ব (Partnership and Co-ownership)

সহস্বামিত্ব বলিতে যৌথ মালিকানা বুঝায়। ক এবং খ একত্রে একখণ্ড জমি ক্রয় করিল। তাহারা ঐ জমির সহস্বামী হইবে ; একত্রে ক্রয় করিয়াছে এই হেতু অংশীদার গণ্য হইবে না। অংশীদারী ও সহস্বামিত্ব এই দুইয়ের পার্থক্য নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) অংশীদারী ব্যক্ত বা বিবক্ষিত করার হইতে জন্মে। সহস্বামিত্ব সকল সময় করার হইতে জন্মে না, স্থিতি বা আইনের ক্রিয়া (operation of law) হইতে জন্মিতে পারে।

(২) অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার অন্যান্য অংশীদারগণের প্রতিনিধি, কিন্তু সহস্বামিত্বে কেহ কাহারও প্রতিনিধি নহে।

(৩) কোন অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারের সম্মতি বিনা তাহার অধিকার ও স্বত্ব কোন আগন্তুককে হস্তান্তর করিতে পারেন না ; কিন্তু একজন সহস্বামী অন্যের সম্মতি বিনা ঐরূপ করিতে পারেন।

(৪) অংশীদার প্রতিনিধি হিসাবে অংশীদারীর কার্যে যে ব্যয় করিবেন

সে সম্পর্কে তাহার পুনর্ভরণের (reimbursement) অধিকার থাকিবে, কিন্তু সহস্বামীর যৌথ সম্পত্তিতে কোন পূর্বস্বত্ব থাকে না।

(৫) ব্যবসায় ব্যতিরেকে অংশীদারী হইতে পারে না; কিন্তু ব্যবসায়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও সহস্বামিত্ব থাকিতে পারে, যথা, কোন বাসগৃহের যুক্ত মালিকানা।

(৬) লাভের অংশগ্রহণ অংশীদারীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সহস্বামিত্বে লাভ বা লোকসানের অংশগ্রহণ সারভূত নহে।

(৭) সহ-স্বামী সম্পত্তির অরূপান্তরিত অংশ দাবি করিতে পারেন অর্থাৎ সম্পত্তি যে আকারে বিদ্যমান সেই আকারেই,—টাকায় রূপান্তর করিয়া নহে। কিন্তু অংশীদার একমাত্র টাকার অঙ্কেই তাহার অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য।

অংশীদারী ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

হিন্দু আইনে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ব্যবসায়ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। অনেক অবিভক্ত হিন্দু পরিবারে এইরূপ পারিবারিক ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতে দেখা যায়। এইরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিন্দু পরিবারে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এই দুই পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য উত্তরাধিকার সম্পর্কে। মিতাক্ষরা পরিবারে কোন পুত্র জন্মিলে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক সম্পত্তি ও ব্যবসায়ে তাহার স্বার্থ (interest) জন্মে; পিতা ও পুত্র উভয়েই উত্তরাধিকারী হইবেন। দায়ভাগে একপ হয় না, পিতার জীবদ্দশায় পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মে না।

এইরূপ পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারী কারবার এক নহে। এই উভয়ের পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হইল:—

(১) অংশীদারী সম্পর্ক চুক্তি হইতে জন্মে। অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয় স্থিতি (status) হইতে।

(২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান অংশীদারী অধিনিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠান উত্তরাধিকার আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৩) একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলেই অংশীদারী ভাঙিয়া যায়; কিন্তু কোন সদস্যের মৃত্যু হইলে পারিবারিক ব্যবসায় ভাঙিয়া যায় না।

(৪) অংশীদারী কারবারে প্রতিষ্ঠানের দায়ের জন্য প্রত্যেক অংশীদার দায়ী হইয়া থাকেন এবং এই দায় অসীম। অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে কর্তা ভিন্ন অন্যান্য সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তির অংশ দায়বদ্ধ হইতে পারিবে, ব্যক্তিগত পৃথক সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইবে না। কিন্তু কর্তার দায় অসীম।

(৫) অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার তাহার কার্যদ্বারা প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র কর্তাই ঐরূপ করিবার অধিকারী।

(৬) অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে পরিবারের কর্তার উপর; অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী।

(৭) অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক ছেদ করিবার কালে বিগত সময়ের লাভ-লোকসানের হিসাব দাবি করিতে পারেন না। অংশীদারীতে অনুরূপ ক্ষেত্রে অংশীদার ঐরূপ দাবি করিতে পারেন।

(৮) অংশীদারী কারবারে অংশীদারের সর্বোচ্চ সংখ্যা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ক্ষেত্রে ১০ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ পর্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক নহে। অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে সদস্যসংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই।

(৯) অবিভক্ত পারিবারিক ব্যবসায়ে পরিবারের আত্মীয়বর্গই সদস্য হইতে পারেন, অপর কেহ নহে; অংশীদারীতে এরূপ কোন বাধা-নিষেধ নাই।

(১০) অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিবারের নাবালকগণ তাহাদের জন্ম হইতেই সদস্য। কিন্তু অংশীদারীতে কোন নাবালক অংশীদার হইতে পারে না, যদিও সকল অংশীদার একমত হইলে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

অংশীদারীর স্থিতিকাল

নির্দিষ্ট কালের জন্য বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অংশীদারী গঠন করা যাইতে পারে।

যেক্ষেত্রে অংশীদারী কতদিনের জন্য গঠিত হইল অথবা কি অবস্থায় তাহা ভঙ্গ হইবে তাহা অংশীদারগণ চুক্তিতে নির্দিষ্ট করেন নাই, সেক্ষেত্রে উহাকে ইচ্ছাধীন অংশীদারী (Partnership at will) বলা হয় (ধা. ৭)। এইরূপ অংশীদারী যে কোন অংশীদারের ইচ্ছাতেই যে কোন সময় ভঙ্গ হইতে পারে।

কোন বিশেষ প্রচেষ্টা বা কার্যের জন্য (for particular adventures of undertakings) অংশীদারী গঠিত হইলে তাহাকে বিশেষ অংশীদারী (Particular Partnership) বলা হয় (ধা. ৮)। এইরূপ অংশীদারী ঐ বিশেষ প্রচেষ্টা বা কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। কিন্তু যদি ঐ প্রচেষ্টা বা কার্য সমাপ্ত হইবার পরেও ঐ প্রতিষ্ঠান অন্য প্রচেষ্টা লইয়া কারবার চালাইতে থাকে, তাহা হইলে অংশীদারগণের দায় ও অধিকার অপরিবর্তিত থাকিবে কিন্তু অংশীদারীর রূপ পরিবর্তন হইবে ; তখন ইহা ইচ্ছাধীন অংশীদারী হইবে (ধা ১৭)।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি

অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষ, অংশীদারী সম্পত্তি বলিতে বুঝাইবে,

(ক) যে সকল সম্পত্তি, অধিকার ও স্বার্থ (property, rights and interests) অংশীদারগণ কারবারের সূচনায় অথবা পরে প্রতিষ্ঠানের সম্ভারে (stock) আনয়ন করিয়াছেন ,

(খ) যাহা কারবার চলিবার কালে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বা জন্য অর্জিত হইয়াছে ;

(গ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম (goodwill)।

বিপরীত উদ্দেশ্য প্রকাশ না হইলে, প্রতিষ্ঠানের অর্থে অর্জিত সম্পত্তি, অধিকার ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্জিত গণ্য হইবে।—ধা. ১৪.।

অংশীদারগণের মধে চুক্তিসাপেক্ষ, প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি একমাত্র কারবারের প্রয়োজনে অংশীদারগণ ব্যবহার করিবেন (ধা. ১৫)। কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহারদ্বারা অথবা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক হইতে নিজের জন্য কোন লাভ করেন, তবে তিনি তাহার হিসাব দাখিল করিবেন এবং ঐ টাকা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিবেন (ধা. ১৬)।

সুনাম : যে মূলধন, ব্যাপারিক সম্ভার, তহবিল বা সম্পত্তি ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাহা হইতে ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও সাধারণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা লাভ হয়। এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা হইতে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তাহাকেই সুনাম বলা হয়। সুনাম কোন বস্তুগত সম্পদ নহে, ইহা অমূর্ত গুণবিশেষ। এই গুণের অধিকারী হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ক্রেতার ভিড় হয়, আইনব্যবসায়ীর নিকট মক্কেলের ভিড় হয় এবং চিকিৎসকের নিকট রোগীর ভিড় হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের আয়বৃদ্ধিতে এই গুণটি বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া ইহাকে মূলধনী সম্পদের ন্যায় দেখা হয়।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বা পঞ্জীভুক্তকরণ (registration) বাধ্যতামূলক নহে। তবে নিবন্ধভুক্ত না হইলে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। সেই কারণে ব্যবসায় পরিচালনায় পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যক।

স্থানীয় নিবন্ধকের (Registrar) নিকট নির্দিষ্ট প্রপত্রানুযায়ী (in the prescribed form) নিম্নলিখিত বিবরণ নির্দিষ্ট শুল্কসহ প্রদান করিয়া বা ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত করা যাইতে পারে,—

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম, (খ) কারবারের স্থান বা মুখ্যস্থান, (গ) অন্যান্য স্থানেও কারবার থাকিলে, সেই সকল স্থানের নাম, (ঘ) প্রত্যেক অংশীদারের প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, (ঙ) অংশীদারগণের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকানা এবং (চ) প্রতিষ্ঠানের স্থিতিকাল।

এই বিবরণী অংশীদারগণ বা তাহাদের প্রাধিকৃত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সত্যাখ্যাত (verified) হওয়া আবশ্যক। নির্দিষ্ট শুল্কসহ এইরূপ বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক উহা নিবন্ধে লিখিয়া লইলে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত গণ্য হইবে। বিবরণীতে প্রদত্ত বিষয়গুলির কোন পরিবর্তন হইলে তাহা পূর্বোক্ত প্রণালীতে নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় নিবন্ধভুক্ত করা যাইতে পারে। কোন তৃতীয় পক্ষের নামে মামলা করিবার প্রাক্কালে ইহা করা

যায়; অথবা যে মামলা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার পূর্বক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত হইয়া পুনরায় ঐ মামলা করিতে পারে, অথবা যদি একমাত্র অনিবন্ধন হেতু মামলা খারিজ হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত হইয়া পুনরায় ঐ মামলা করিতে পারে, যদি অবশ্য মামলা দায়ের করিবার সময় অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে।

নিবন্ধন না করাইবার পরিণাম

ভারতীয় আইনে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক নহে, এবং অনিবন্ধন হেতু কোন অর্থদণ্ডের ব্যবস্থাও নাই। তবে যাহাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধভুক্ত হয় সেজন্য পরোক্ষভাবে বিশেষ কঠোর চাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে (ধা. ৬৯)। অনিবন্ধন হেতু নিম্নলিখিত অসুবিধার সৃষ্টি হয়ঃ—

(১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলে কোন অংশীদার অপর অংশীদারের বিরুদ্ধে বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তিজাত বা অধিনিয়মদ্বারা প্রদত্ত অধিকার প্রবর্তনের জন্য মামলা করিতে পারিবেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারের একমাত্র প্রতিকারের পথ হইবে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের এবং/অথবা হিসাবের জন্য মামলা করা।

(২) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলে তাহার পক্ষে চুক্তিজাত অধিকার প্রবর্তনের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে না।

(৩) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলে কোন মামলায় ঐ প্রতিষ্ঠান পাল্টা পাওনা (set-off) দাবি করিতে পারিবেনা।

প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলেও নিম্নলিখিত অধিকার সমূহের কোন হানি হয় না:—

(ক) কোন অংশীদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের দাবিতে অথবা প্রতিষ্ঠান পূর্বেই ভঙ্গ হইয়া থাকিলে তাহার হিসাবের দাবিতে অথবা তাহায় পরিসম্পদে নিজ অংশের দাবিতে মামলা করিবার অধিকার।

(খ) Official Assignee, Receiver বা আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম অংশীদারের সম্পত্তি আদায়ের অধিকার।

(গ) যে সকল রাজ্যে অংশীদারী অধিনিয়ম বলবৎ সেই সকল রাজ্যে যে প্রতিষ্ঠানের কোন কারবার-স্থান নাই অথবা যাহার কারবারের স্থান এরূপ রাজ্যে অবস্থিত যেস্থানে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধান প্রযুক্ত হয় না, সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের বা তাহার কোন অংশীদারের মামলা করিবার অধিকার।

(ঘ) ১০০৲ টাকার অনধিক দাবির মামলার বা পাল্টা দাবির অধিকার।

(ঙ) চুক্তিজাত নহে এরূপ অধিকার প্রবর্তনের মামলা করিবার অধিকার।

অনিবন্ধন হেতু প্রতিষ্ঠান বা তাহার অংশীদারের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের মামলা করিবার কোন প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হয় না। ৬৯ সংখ্যক ধারার উদ্দেশ্য, মামলা করিবার পূর্বে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধভুক্ত হইতে হইবে। মামলা দায়ের করিবার পরে নিবন্ধভুক্ত হইলে ত্রুটি মোচন হইবে না (Dwijendra Nath Singh *v.* Gobinda Chandra Samanta, 57. C. W. N. 225)।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ৬৯ সংখ্যক ধারার প্রয়োগে পূর্বপ্রভাব জন্মিবে কিনা ; অর্থাৎ যে অধিকার এই ধারা বলবৎ হইবার পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছে সেই অধিকার প্রবর্তনের জন্য এই ধারা বলবৎ হইবার পরে মামলা করিবার কোন বাধা সৃষ্টি হইবে কি না। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উচ্চ আদালতের রায়ে মতবিরোধ দেখা যায়। কলিকাতা ও পাটনা উচ্চ আদালতের মতে ধারা ৬৯ (২) ঐরূপ মামলার বাধা সৃষ্টি করিবে (Ramsundar *v.* Madhusudan, 1936, 40 C. W. N. 1180 ; Shazad Khan *v.* Darbar Babu, 1936, 15 Pat 810)। পক্ষান্তরে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর উচ্চ আদালত ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন (Ramu *v.* Shobagmal, A. I. R. 1940 Mad 628)। এই প্রসংগে সবিনয় নিবেদন করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মত অধিমান্য মনে হয়, যেহেতু অধিনিয়মের ৭৪ সংখ্যক ধারায় ৬৯ সংখ্যক ধারা বলবৎ হইবার পূর্বে উৎপন্ন অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য

অংশীদারী অধিনিয়মে অংশীদারগণের কর্তব্য সম্পর্কে দুইটি সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

(১) অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় এরূপ ভাবে পরিচালনা করিবেন যাহাতে সকলে সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। তাঁহারা পরস্পর ন্যায়সংগত ও বিশ্বস্ত ব্যবহার করিবেন এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্ববিষয়ে অপর অংশীদারকে বা তাহার বৈধ প্রতিনিধিকে হিসাব ও পূর্ণ সংবাদ প্রদান করিবেন।—ধা. ৯।

(২) যদি কোন অংশীদার কর্তৃক প্রতারণা হেতু প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অংশীদার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।—ধা. ১০।

অংশীদারগণের কর্তব্য সম্পর্কে এই দুইটি সাধারণ নিয়ম সাপেক্ষ অংশীদারগণ তাঁহাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য চুক্তিদ্বারা স্থির করিয়া লইতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অংশীদারী গঠনের কালেই অংশীদারগণ কে কত মূলধন যোগাইবেন, লাভে কাহার কত অংশ থাকিবে, পরিচালনায় কে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, কাহার কি অধিকার এবং কর্তব্য ইত্যাদি সকল বিষয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই চুক্তি ব্যক্ত হইতে পারে অথবা কারবারের লেনদেন হইতে অনুমিত হইতে পারে। ক, খ এবং গ এই তিন ব্যক্তি অংশীদারী গঠন করিয়াছে। দেখা গেল পর পর কয়েক বৎসর তাহারা ৩ : ২ : ১ এই অনুপাতে লাভের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে তাহাদের ৩ : ২ : ১ অনুপাতে লাভের অংশ গ্রহণ করিবার বিবক্ষিত চুক্তি রহিয়াছে। সকল অংশীদার একমত হইয়া যে কোন সময় তাহাদের পারস্পরিক ও কর্তব্যের পরিবর্তন করিতে পারেন। অংশীদারী চুক্তিতে এরূপ শর্ত থাকিতে পারে যে, কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবার ভিন্ন অন্য কোন কারবার করিতে

পারিবেন না যতদিন পর্যন্ত তিনি অংশীদার থাকিবেন। এরূপ চুক্তি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ বিধায় (চুঃ অঃ ধা. ২৭) নিষ্ফল হইবে না [ধা. ১১ (২)]।

এই দুইটি সাধারণ নিয়ম ছাড়াও ব্যবসায় পরিচালনা সম্পর্কে ও অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও দায় সম্পর্কে অধিনিয়মে কতকগুলি নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহাও এই সাধারণ নিয়ম সাপেক্ষ। অধিকন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অংশীদারগণের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে তবেই এই নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে।

(ক) ব্যবসায় পরিচালনা সম্পর্কে

অংশীদারগণের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ব্যবসায় পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযুক্ত হইবে,—

(১) প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় তাহার কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) ব্যবসায়ের সাধারণ বিষয়ে কোন মতভেদ হইলে, অংশীদারগণের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বলবৎ হইবে ; অংশীদারগণ সমান সংখ্যায় বিভক্ত হইলে যাহারা পরিবর্তনের বিরোধী তাহাদের মত বলবৎ হইবে ; তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে প্রত্যেক অংশীদারের নিজ নিজ মত প্রকাশের অধিকার থাকিবে। কিন্তু সকল অংশীদার একমত না হইলে ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৪) প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায়ের খাতাপত্র দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাহার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন।—ধা. ১২।

(৫) অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি শুধুমাত্র ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবেন।—ধা. ১৫।

(খ) পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য

অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিসাপেক্ষ তাহাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য নিম্নলিখিতরূপ হইবে :

(১) পরিচালনায় অংশগ্রহণ হেতু কোন অংশীদারের পারিশ্রমিক পাইবার দাবি জন্মিবে না।

চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে কোন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বেতন, দস্তুরি বা অন্য কোনপ্রকার পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারিবেন না। এবং এবিষয়ে নির্বাহী অংশীদার অন্যান্য অংশীদার অপেক্ষা কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন না। কিন্তু যদি অলসতা বা অশক্ততা প্রযুক্ত কোন অংশীদার তাহার কর্তব্য সম্পাদন না করায় অপর কোন অংশীদারের বা অংশীদারদিগের অতিরিক্ত কার্যভার বহন করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত কার্যের জন্য তাহাদের পারিশ্রমিকের দাবি জন্মিবে (Krishnamachari *v.* Sankaraska, 1920, 23 Bom. L. R. 1943)।

(২) অংশীদারগণ সমান হারে লাভের অংশ গ্রহণ করিবেন এবং সমান হারে ক্ষতিপূরণ করিবেন।

(৩) অংশীদার যে মূলধন যোগাইয়াছেন তাহার জন্য সুদ পাইবার অধিকারী হইলে, ঐ সুদ একমাত্র লাভ হইতে প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন অংশীদার যে মূলধন যোগাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহার অতিরিক্ত মূলধন কারবারের প্রয়োজনে প্রদান করিলে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করিলে, তাহার উপব বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে সুদ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৫) কোন অংশীদার কোন অর্থ প্রদান করিলে বা দায়গ্রহণ করিলে প্রতিষ্ঠান তৎসম্পর্কে তাহাকে ক্ষতিনিষ্কৃত করিবেন,

(ক) যদি অংশীদার সাধারণভাবে ও ন্যায়তঃ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকেন, অথবা,

(খ) যদি আপৎকালে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকেন।

(৬) যদি কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অংশীদার ঐ ক্ষতি পূরণ করিবেন।

(গ) ব্যক্তিগত লাভ। অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিসাপেক্ষ,

(১) যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবার হইতে বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহারদ্বারা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক হইতে নিজের জন্য

কোন লাভ করেন তাহা হইলে তিনি উহার হিসাব দাখিল করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানকে ঐ লাভ প্রদান করিবেন।

(২) যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবারের ন্যায় একই প্রকৃতির এবং প্রতিযোগিতামূলক কোন কারবার করেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিষ্ঠানকে তাহার হিসাব ও লাভের টাকা প্রদান করিবেন।

অংশীদার ও তৃতীয়পক্ষ

প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পর্কে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (agent) গণ্য হইয়া থাকেন (ধা. ১৮)। একাধিক ব্যক্তি একত্রে কোন ব্যবসায় করিয়া তাহার লাভে অংশগ্রহণ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে অংশীদারী গঠিত হয়। সুতরাং অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার একাধারে অপর অংশীদারের প্রধান এবং প্রতিনিধি। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কোন অংশীদার তৃতীয় পক্ষের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে অপর অংশীদারগণ তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই কারণেই অংশীদারী আইনকে প্রতিনিধিত্ব আইনের শাখা বলা হইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশীদারের কার্য করিবার প্রাধিকার (authority) দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ব্যক্ত এবং বিবক্ষিত।

অংশীদারী চুক্তিপত্রদ্বারা অংশীদারকে যে প্রাধিকার প্রদত্ত হয় তাহাকে ব্যক্ত প্রাধিকার বলা হয়। ব্যক্ত প্রাধিকারবলে অংশীদার যে কার্য করিবেন তাহাদ্বারা প্রতিষ্ঠান আবদ্ধ হইবে।

যে প্রাধিকার অংশীদারী সম্পর্ক হইতে আইনের লক্ষণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে বিবক্ষিত প্রাধিকার বলা হইয়া থাকে। অধিনিয়মের ১৯ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,—প্রতিষ্ঠান যে প্রকারের ব্যবসায়ে লিপ্ত সেই প্রকার ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে অংশীদার যে কার্য করিবেন, প্রতিষ্ঠান তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইবে। ইহার সহিত ২২ সংখ্যক ধারায় এই শর্ত যুক্ত করা হইয়াছে যে,—প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিতে হইলে ঐ কার্য প্রতিষ্ঠানের নামে করিতে হইবে অথবা এরূপ কোন উপায়ে করিতে হইবে যাহাতে প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হয়।

বিবক্ষিত প্রাধিকারের পরিসীমা। ব্যবসায়ের কোন প্রতিকূল

প্রথা বা রীতি প্রচলিত না থাকিলে, বিবক্ষিত প্রাধিকার হইতে অংশীদারের নিম্নলিখিত কার্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না :—

(ক) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সম্পর্কিত কোন বিবাদ (dispute) সালিশীতে (arbitration) প্রেরণ করা ;

(খ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজনামে ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা ;

(গ) প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি বা দাবির অংশ ত্যাগ করা (relinquish) বা তৎসম্পর্কে আপস করা ;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দায়ের করা হইয়াছে এইরূপ কোন মামলা (suit) বা কার্যবাহ (proceeding) প্রত্যাহার করা ;

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে মামলা বা কার্যবাহ দায়ের হইয়াছে তাহাতে কোন দায় স্বীকার করা ;

(চ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা ;

(ছ) প্রতিষ্ঠানের কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

অংশীদারগণ চুক্তিসম্পাদনদ্বারা যে কোনও অংশীদারের বিবক্ষিত প্রাধিকার বিস্তৃত বা সীমাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ ইহা অবগত না থাকিলে ইহাদ্বারা আবদ্ধ হইবেন না।—ধা. ২০।

প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্য অংশীদারের দায়

প্রত্যেক অংশীদার তাহার অংশীদার থাকা কালে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করিয়াছেন তাহার জন্য অপর অংশীদারগণের সহিত একত্রে এবং পৃথক ভাবে দায়ী থাকিবেন।—২৫।

তৃতীয় পক্ষ যে কোন একজন অংশীদারের নিকট হইতে তাহার সমুদয় পাওনা আদায় করিতে পারিবেন। তবে অংশীদারদিগের মধ্যে এই দায় অংশীদারী চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বণ্টন হইবে।

নিষ্ক্রিয় অংশীদারও এই দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

অংশীদারের ত্রুটিপূর্ণ কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়

কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় পরিচালনার সাধারণ ধারা অনুসারে কার্য সম্পাদনে কোন কর্মাত্মক বা বর্জনাত্মক ত্রুটি (wrongful act or omission) করিলে, প্রতিষ্ঠান সেই ত্রুটির জন্য দায়ী হইবে।

যদি কোন অংশীদার তাহার প্রতীয়মান প্রাধিকার বলে (acting within his apparent authority) কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে অর্থ বা সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাহা দুষ্টপ্রয়োগ করেন (misapplies), তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে।

স্বীকৃতির বাধা বা বিশ্বাসোৎপাদন দ্বারা অংশীদারী

(Partnership by Estoppel or Holding out)

যদি কোন ব্যক্তি তাহার বাক্য বা আচরণদ্বারা নিজেকে কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদাররূপে পরিচিত করেন অথবা জ্ঞাতসারে নিজেকে ঐরূপভাবে পরিচিত হইতে দেন, তাহা হইলে ঐ পরিচয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানকে কেহ কোন ঋণ প্রদান করিলে, প্রথম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার-রূপে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দায়ী হইবেন। ইহাকেই স্বীকৃতির বাধা বা বিশ্বাসোৎপাদনদ্বারা অংশীদারী বলা হয় (ধা. ২৮)।

এই ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিতে হইলে তিনি নিজেকে অংশীদাররূপে পরিচিত করিয়াছেন বা ইচ্ছাপূর্বক পরিচিত হইতে দিয়াছেন,—ইহা প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই সঙ্গে আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে, অপর পক্ষ ঐ পরিচয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করিয়াছেন।

যিনি বিশ্বাসোৎপাদনদ্বারা নিজেকে অংশীদাররূপে পরিচিত করিলেন তাহার কোন প্রতারণার উদ্দেশ্য ছিল কি ছিল না তাহা সারভূত নহে। তাহার আচরণের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠানকে কেহ ঋণ প্রদান করিতে পারে—তাহার এরূপ ধারণা না থাকিলেও তিনি দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। ঋণদাতার যে ক্ষতি হইবে তাহা তিনি পূরণ করিবেন, কিন্তু তাহাদ্বারা প্রতিষ্ঠানের উপর তাহার কোনরূপ দাবি জন্মিবে না।

যে অংশীদার প্রতিষ্ঠান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সে সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন নাই, বা প্রতিষ্ঠানের চিঠি-পত্রের শিরোলিপিতে তাহার নামের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, তাহার ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযুক্ত হইবে। অনেক সময় অংশীদারের মৃত্যুর পরেও তাহার নাম প্রতিষ্ঠানের নামের সহিত যুক্ত থাকিতে

দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারের মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করে সে সম্পর্কে ঐ অংশীদারের বিধিগত প্রতিনিধিগণের কোন দায় জন্মে না।

নাবালক ও অংশীদারী ব্যবসায়

অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি হইল চুক্তি। কিন্তু নাবালকের চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা নাই, নাবালকের চুক্তি নিষ্ফল। কাজেই নাবালক অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদার হইতে পারে না। কিন্তু সকল অংশীদার একমত হইলে নাবালককে অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা বা হিত (advantages) প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত নাবালকের অধিকার ও দায় নিম্নলিখিত নিয়মসমূহদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ঃ—

(১) সকল অংশীদার একমত হইয়া সম্পত্তির এবং লাভের যতটুকু অংশ প্রদান করা স্থির করিবেন, শুধু তাহাতেই নাবালকের অধিকার জন্মিবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিদর্শন করিবার এবং হিসাবের প্রতিলিপি পাইবার অধিকার থাকিবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্য নাবালকের কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মিবে না, প্রতিষ্ঠানের লাভে এবং পরিসম্পদে তাহার যে অংশ তাহাই দায়গ্রস্ত হইবে।

(৪) হিসাবের জন্য অথবা লাভের বা সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য নাবালক অংশীদারগণের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন না। তবে প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে ইচ্ছুক হইলে নাবালক ঐরূপ মামলা করিতে পারিবেন।

(৫) সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবার পর ছয় মাস অথবা অংশীদারীর সুবিধা প্রাপ্তি অবগত হইবার পর ছয় মাস—এই দুইয়ের যে তারিখ পরবর্তী হইবে তাহার মধ্যে নাবালক লোকবিজ্ঞপ্তিদ্বারা (public notice) তিনি অংশীদার থাকিতে রাজী কিনা জানাইয়া দিতে পারিবেন। এই বিজ্ঞপ্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে। কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে উক্ত ছয় মাস অন্তে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইবেন।

(৬) অংশীদার হইবার পর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে,—

(ক) নাবালক হিসাবে তাহার অধিকার ও দায় তাহার অংশীদার

হইবার তারিখ পর্যন্ত চলিবে; কিন্তু যেদিন হইতে তিনি অংশীদারীর সুবিধা ভোগ করিতেছেন সেই দিন হইতে তিনি প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হইবেন।

(খ) নাবালক হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির এবং লাভের যে অংশে তাহার অধিকার ছিল তাহাই তাহার অংশ হইবে।

(৭) যে ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তি অংশীদার হইবে না এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে

(ক) ঐ বিজ্ঞপ্তির তারিখ পর্যন্ত নাবালক হিসাবে তাহার অধিকার ও দায় বর্তমান থাকিবে;

(খ) ঐ বিজ্ঞপ্তির পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠান যে কার্য করিবে তাহাদ্বারা ঐ ব্যক্তির অংশ দায়ী হইবে না;

(গ) তিনি লাভের বা সম্পত্তির অংশের জন্য অংশীদারগণের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন

(Reconstitution of a firm)

ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়মে অংশীদারী ভঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ (Dissolution of Partnership and Dissolution of Firm) এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে। অধিনিয়মের ৩৯ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে,—প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারের মধ্যে অংশীদারী ভঙ্গকে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ বলা হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ না হইয়াও অংশীদারী ভঙ্গ হইতে পারে। ক, খ এবং গ এক প্রতিষ্ঠানের তিন অংশীদার। ক-এর মৃত্যু হইল অথবা ক অবসর গ্রহণ করিল অথবা আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম (insolvent) নির্ণীত হইল। যেহেতু অংশীদারগণ পূর্ব হইতেই চুক্তিবদ্ধ যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না সেই হেতু যদিও অংশীদারীর অবসান হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না; শুধু ইহার গঠন পরিবর্তিত হইবে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হইয়া থাকে :—

(ক) কোন নূতন অংশীদার গ্রহণ,

(খ) কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ, শোধাক্ষমতা বা বহিষ্কার,

(গ) কোন অংশীদার কর্তৃক তাহার অংশ অংশীদার নহে এরূপ কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর।

নূতন অংশীদার গ্রহণ—সকল অংশীদার সম্মত হইলে তবেই নূতন অংশীদার গ্রহণ করা যাইতে পারে। অংশীদার রূপে গ্রহণ করিবার সময় নূতন অংশীদার লাভের কি অংশের অধিকারী হইবেন তাহা স্থির করা হয়। তিনি অংশীদার হইবার পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করিবে তাহাতে তাহার দায় জন্মিবে, কিন্তু তাহার যোগদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করিয়াছে তাহাতে কোন দায় জন্মিবে না (ধা. ৩১)।

কোন অংশীদার নিজের খুশিমত অবসর গ্রহণ করিতে পারেন না। অপর সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে অথবা অংশীদারদিগের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্ত চুক্তি থাকিলে তবেই তিনি অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন। অবশ্য অংশীদারী ইচ্ছাধীন হইলে (in case of partnership at will) তিনি অন্যান্য অংশীদারের নিকট লিখিত বিজ্ঞপ্তিদ্বারা তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করিয়াছে তাহার জন্য বিদায়ী অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন; কিন্তু এই দায় হইতে তাহাকে মুক্তিপ্রদান করা যাইতে পারে যদি ঐ তৃতীয় পক্ষ ও পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেইরূপ চুক্তি হয়। অবসর গ্রহণের বিষয় তৃতীয় পক্ষ জ্ঞাত হইবার পর, তাহার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে লেনদেন হয়, তাহা হইতে ঐরূপ চুক্তি অনুমিত হইতে পারে।

অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও, অবসর গ্রহণের লোকবিজ্ঞপ্তি (public notice) প্রদান না করা পর্যন্ত বিদায়ী অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি বিদায়ী অংশীদার অথবা পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদার প্রদান করিতে পারেন।

৭২ সংখ্যক ধারায় কি উপায়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। নিবন্ধভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (in case of registered

firms), (ক) বিজ্ঞপ্তির একখানি প্রতিলিপি (copy) প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধকের নিকট (to the Registrar of firms) প্রেরণ করিতে হইবে, (খ) একখানি প্রতিলিপি স্থানীয় সরকারী সংবাদপত্রে (Official Gazette) এবং যে জেলায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত সেই জেলার অন্ততঃ একখানা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলে, বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় না, সরকারী সংবাদপত্রে এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত একখানা স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেই চলে।

বহিষ্কার (Expulsion)—অংশীদারগণের অধিকাংশ একমত হইলেই কোন অংশীদারকে প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা যায় না। তবে অংশীদারী চুক্তিপত্রে ঐরূপ বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে এবং তাহা সরল বিশ্বাসে (in good faith) ব্যবহার করা হইলে কোন অংশীদারকে বহিষ্কার করা যাইবে। বহিষ্কৃত অংশীদারের অধিকার ও দায় বিদায়ী অংশীদারের ন্যায় হইবে।—ধা. ৩৩।

শোধাক্ষমতা (Insolvency)—কোন অংশীদার আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম অভিনির্ণীত (adjudicated) হইলে, ঐ অভিনির্ণয়ের তারিখ হইতে তাহার অংশীদারীর অবসান হইবে। ইহাতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে কিনা তাহা অংশীদারী চুক্তির শর্তের উপর নির্ভর করিবে। যদি চুক্তিপত্রে এরূপ শর্ত থাকে যে একজন অংশীদারের শোধাক্ষমতায় অংশীদারী ভঙ্গ হইবে না, তাহা হইলে শোধাক্ষম অংশীদারের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কার্যের জন্য দায়বদ্ধ হইবে না এবং প্রতিষ্ঠান ঐ শোধাক্ষমের কার্যের জন্য দায়ী হইবে না।—ধা. ৩৪।

অংশীদারের মৃত্যু—সাধারণতঃ কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হয়; কিন্তু এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে, একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলেও প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে তাহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠান যে কার্য করিবে তাহার জন্য মৃত অংশীদারের সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইবে না।—ধা. ৩৫।

অংশীদারের স্বার্থ হস্তান্তর—কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাহার যে স্বার্থ (interest) আছে তাহা অংশীদার নহে এরূপ কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে পারেন। এই হস্তান্তর পূর্ণ বা আংশিক (absolute or partial) হইতে

পারে।. কিন্তু এই হেতু গ্রহীতা (transferee) অংশীদার গণ্য হইবেন না। গ্রহীতা শুধুমাত্র অংশানুযায়ী লাভের অধিকারী হইবেন ; তিনি কোন হিসাব দাবি করিতে পারিবেন না, খাতাপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন না বা পরিচালনায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া যায় বা হস্তান্তরকারী অংশীদার আর অংশীদার না থাকেন ('ceases to be a partner), তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদে (assets) হস্তান্তরকারী অংশীদারের যে অংশ ছিল গ্রহীতা তাহার অধিকারী হইবেন, এবং ঐ অংশ নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠানভঙ্গের পরবর্তীকালের হিসাব দাবি করিতে পারিবেন।

এইরূপ গ্রহীতা অনেক সময় উপ-অংশীদার (sub-partner) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বিদায়ী অংশীদারের অধিকার

১। বিদায়ী অংশীদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন এবং তাহার ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন ; কিন্তু কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে তিনি (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না, (খ) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে পারিবেন না এবং (গ) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদিগকে নিজ প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ (solicit) জানাইতে পারিবেন না। পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকবৃন্দ স্বেচ্ছায় তাহার প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিলে তাহা আইনের দৃষ্টিতে দূষ্য হইবে না।—ধা. ৩৬ (১)।

২। অংশীদারদিগের মধ্যে এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে, বিদায়ী অংশীদার বিনির্দিষ্ট সীমানা ও সময়ের মধ্যে অনুরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবেন না। ইহা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ (চু. আ. ধা. ২৭) বলিয়া গণ্য হইবে না। বলা বাহুল্য, যে বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক।—ধা. ৩৬ (২)।

৩। বিদায়ী অংশীদারের সহিত হিসাব মিটাইবার পূর্বে যদি অন্যান্য অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের কারবার পরিচালনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিদায়ী অংশীদার তাহার বিদায় গ্রহণের পরে প্রতিষ্ঠানের যে লাভ হইবে তাহার অংশ দাবি করিতে পারিবেন অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে তাহার যে অংশ তাহার উপর বৎসরে ৬% হিসাবে সুদ দাবি করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ

(Dissolution of Firms)

নিম্নলিখিত পরিস্থিতির যে কোন একটির উদ্ভব হইলেই, প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে :—

১। সম্মতিক্রমে (by agreement)—প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে যে কোন সময়ে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইতে পারে।—ধা. ৪০।

২। বাধ্যতামূলক (compulsory dissolution)—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইয়া থাকে :—

(ক) সকল অংশীদার অথবা একজন ভিন্ন অন্য সকল অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণীত হইলে, অথবা

(খ) এরূপ কিছু ঘটিলে যাহাতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অবৈধ (unlawful) হইয়া যায়।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের একাধিক কারবার (undertaking) থাকে এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি অবৈধ হয় এবং কয়েকটি বৈধ থাকিয়া যায়, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বৈধ কারবারগুলি চালাইয়া যাইতে পারিবে।—ধা. ৪১।

৩। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটিলে (on the happening of certain contingencies)—অংশীদারদিগের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অংশীদারী ভঙ্গ হইবে :—

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপিত হইয়া থাকিলে, ঐ সময় উত্তীর্ণ হইলে ;

(খ) যদি এক বা একাধিক কার্য নির্বাহের (undertaking) জন্য গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ;

(গ) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে, এবং

(ঘ) কোন অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণীত হইলে।—ধা. ৪২।

অংশীদারী চুক্তিতে এরূপ শর্ত থাকিতে পারে যে পূর্বোক্ত কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না। ঐরূপ শর্ত বৈধ।

এই সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই ধারার বিভিন্ন খণ্ডগুলি (clauses) নিরপেক্ষভাবে বলবৎ (independently operative)। যে প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপিত হইয়াছে তাহাও কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে বা কোন অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণীত হইলে ভঙ্গ হইবে, অবশ্য যদি কোন বিপরীত চুক্তি না থাকে।

৪। বিজ্ঞপ্তিদ্বারা (by notice)—অংশীদারী ইচ্ছাধীন (at will) হইলে, যে কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদিগকে লিখিত বিজ্ঞপ্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের যে তারিখ উল্লেখ থাকিবে সেই তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে। ঐরূপ কোন তারিখ উল্লেখ না থাকিলে, ঐ বিজ্ঞপ্তি পাইবার সর্বশেষ তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে।—ধা. ৪৩।

৫। আদালতদ্বারা (by the court)—কোন অংশীদার আবেদন করিলে, নিম্নলিখিত যে কোনও কারণে আদালত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন :—

(ক) আবেদনকারী ভিন্ন অন্য কোন অংশীদার উন্মাদ (insane) হইলে।

(খ) আবেদনকারী ভিন্ন অন্য কোন অংশীদার তাহার কর্তব্য পালনে চিরতরে অসমর্থ (permanently incapable) হইলে। কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে এইরূপ অসামর্থ্য জন্মিতে পারে।

(গ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব হইতে পারে এরূপ কোন অপরাধে আবেদনকারী ভিন্ন অপর কোন অংশীদার অপরাধী হইলে। কোন অংশীদার কর্তৃক জুয়াখেলা, ব্যবহারদেশক (solicitor) কর্তৃক মক্কেলের টাকা অপপ্রয়োগ (misapplication), চিকিৎসক কর্তৃক ব্যাভিচার (adultery) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের উপযুক্ত কারণ স্বীকৃত হইয়াছে।

(ঘ) আবেদনকারী ভিন্ন অন্য কোন অংশীদার কর্তৃক ইচ্ছাকৃত অথবা বার বার পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গ (wilfully or persistently commits breach of agreement) অথবা তাহার এরূপ আচরণ যাহাতে অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে তাহার সহিত অংশীদারী কারবার পরিচালনা কার্যতঃ অসম্ভব হয়।

(ঙ) আবেদনকারী ভিন্ন অপর কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাহার যে স্বার্থ (interest) তাহা নিঃশেষে কোন তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করিলে অথবা

কোন আজ্ঞপ্তি বা ডিক্রী নিষ্পাদনে (in execution of a decree) উহা বিক্রয় হইয়া গেলে।

(চ) আদালত যদি মনে করেন যে ক্ষতিস্বীকার না করিয়া ব্যবসায় চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

(ছ) অন্য কোন কারণে আদালত যদি প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত ও ন্যায়সংগত মনে করেন (ধা. ৪৪)। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত কারণ সমূহের কোনটাই প্রযুক্ত হয় না, অথচ আদালত মনে করেন যে প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত; সেই সকল ক্ষেত্রসম্পর্কে বিবেকানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করাই এই খণ্ডের (clause) উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পরিণাম (Consequences of Dissolution)

(১) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইলে, অধিনিয়মে প্রদত্ত নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অবশ্য গুটাইয়া লইতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ (assets) হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা দায় (liabilities) পরিশোধে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহাতে ঘাটতি পড়িলে তাহা অংশীদারগণ চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রদান করিবেন। কিন্তু যদি দায়পরিশোধ অন্তে কিছু উদ্বর্ত থাকে তবে তাহা অংশীদারগণের মধ্যে তাহাদের অধিকার অনুসারে (according to their rights) বণ্টন করিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের লোকবিজ্ঞপ্তি (public notice) প্রদান না করা পর্যন্ত অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।—ধা. ৪৫।

(৩) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম গুটাইয়া লইবার সম্পর্কে এবং যে লেনদেন প্রতিষ্ঠানভঙ্গের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই তাহা সমাপ্ত করা সম্পর্কে প্রত্যেক অংশীদারের প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিবার প্রাধিকার অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু যে অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণীত হইয়াছেন তাহার কার্যদ্বারা প্রতিষ্ঠান আবদ্ধ হইবে না।—ধা. ৪৭।

(৪) প্রতিষ্ঠানভঙ্গের পরবর্তী কালে যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন লেনদেন হইতে মুনাফা অর্জন করেন (earns profit) তবে তিনি উহা অন্যান্য অংশীদারগণের সহিত বণ্টন করিয়া লইবেন।—ধা. ৫০।

(৫) নির্দিষ্ট কালের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান ঐ সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভঙ্গ হইলে, অংশীদার হইবার জন্য যে অংশীদার কোন সেলামী (premium) প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ঐ সেলামী বা তাহার ন্যায়সংগত অংশ ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি (ক) তাহার অসদাচরণ (misconduct) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী না হয়, এবং (খ) যদি কোন বিপরীত চুক্তি না থাকে।—ধা. ৫১।

(৬) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইলে, প্রত্যেক অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধি, কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে গুটানো না হওয়া পর্যন্ত অপর অংশীদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের নাম বা সম্পত্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। অবশ্য যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সুনাম (goodwill) ক্রয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহারে বাধা প্রদান করা যাইবে না।—ধা. ৫৩।

(৭) অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পূর্বে বা পরে এরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন যে, তাহারা সকলেই বা কেহ কেহ, বিনির্দিষ্ট কাল বা সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না। বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ বিধায় এই চুক্তি অবৈধ গণ্য হইবে না।—ধা. ৫৪।

হিসাব নিষ্পত্তি (Settlement of Accounts)

প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পর কিরূপ ভাবে অংশীদারদিগের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি হইবে তাহা সাধারণতঃ অংশীদারী চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। ঐরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকিলে অংশীদারী অধিনিয়মের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—

(১) ক্ষতি পরিশোধ হইবে প্রথমে লাভ হইতে, তারপর মূলধন হইতে। যদি তাহাতেও সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণ তাহাদের লাভের অংশানুযায়ী পরিশোধ করিবেন। মূলধনের ন্যূনতা (capital deficiency) ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।—ধা. ৪৮ (ক)।

(২) প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ (মূলধনের ন্যূনতা পূর্ণ করিবার জন্য অংশীদারগণ চাঁদা প্রদান করিয়া থাকিলে তাহা সহ) নিম্নলিখিত ভাবে এবং

ক্রমানুযায়ী (in the following manner and order) প্রয়োগ করা হইবে ঃ—

(ক) তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ,

(খ) অংশীদারগণ অগ্রিম বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহা যথানুপাত (rateably) পরিশোধ।

(গ) অংশীদারগণ মূলধন বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহা যথানুপাত পরিশোধ।

(ঘ) উদবৃত্ত অর্থ অংশীদারদিগের মধ্যে তাহাদের লাভের অংশানুযায়ী বণ্টন করা হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের ঋণ এবং অংশীদারের ব্যক্তিগত ঋণ থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ প্রথমে প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে এবং পরিশোধ অন্তে কিছু উদ্‌বর্ত থাকিলে তাহা অংশীদারের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে। অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথমে ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, তৎপর প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে।—ধা. ৪৯।

(৪) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হইবে, এবং ইহা পৃথক ভাবে অথবা অন্যান্য সম্পত্তির সহিত একত্রে বিক্রয় করা যাইবে।—ধা. ৫৫।

পণ্যবিক্রয় আইন
(Law relating to Sale of Goods)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই তারিখ বলবৎ হয়। ইহা ১৮৯৩ সালের ইংরাজী পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম অনুসরণ করিয়া রচিত। পূর্বে ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের (১৮৭২) সপ্তম পরিচ্ছেদে পণ্যবিক্রয় আইন সন্নিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে পণ্যবিক্রয় সম্পর্কে পৃথক অধিনিয়মের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, ফলে ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম (১৯৩০) প্রবর্তিত হয়।

পণ্য বলিতে কি বুঝাইবে

পণ্য শব্দের দ্বারা অভিযোগ্য দাবি (actionable claims) এবং অর্থ (money) ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি (movable property) বুঝাইবে। ঋণ বা অর্থের দাবি, যাহা মামলার সাহায্যে আদায় করা যায়, তাহাকে অভিযোগ্য দাবি বলা হয়। অর্থ বলিতে বৈধ মুদ্রা (legal tender) বুঝায়, পুরাতন বা দুর্লভ মুদ্রা নহে। অভিযোগ্য দাবি এবং অর্থ,—এই দুই প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মে পণ্যের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

কিন্তু অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্থাবর সম্পত্তি অধিনিয়মের সংজ্ঞা অনুসারে পণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। স্থনাম (goodwill), ব্যবসায়-চিহ্ন (trade mark), প্রতিলিপ্যাধিকার (copyright), শেয়ার (share), ঋণপত্র (debenture), —ইহাও পণ্য। ভূমির সহিত যুক্ত থাকিলে তাহাকে অস্থাবর বলা যায় না; কিন্তু মাঠের ঘাস, জমির ফসল, গাছের ফল,—এ সমস্তই বিক্রয়কালে পৃথক করিয়া লওয়া যায়; সুতরাং এ সকলও পণ্য।

পণ্য তিন শ্রেণীর হইতে পারে,—বিদ্যমান (existing), ভাবী (future) এবং ঘটনাপেক্ষ (contingent)।

যে পণ্যের অস্তিত্ব বর্তমান এবং যাহা বিক্রেতার মালিকানায় বা দখলে রহিয়াছে (owned or possessed by the seller) তাহাকেই বিদ্যমান পণ্য বলা হয়। চাউল বিক্রেতার যে চাউল মজুত আছে তাহাকে বিদ্যমান পণ্য বলা হইবে।

বিদ্যমান পণ্য দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,—বিনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত (specific or ascertained) এবং অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত (generic or unascertained)। যে পণ্য স্পষ্টই সনাক্ত করা (identify) যায় এবং পৃথক বস্তু হিসাবে চিনিতে পারা যায় তাহাই বিনির্দিষ্ট পণ্য। যে পণ্য বিনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না, শুধু বর্ণনাদ্বারা বুঝাইতে হয়, তাহাকে অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য বলে। বিক্রেতা তাহার গুদাম হইতে এক্‌বস্তা চাউল বিক্রয় করিতে সম্মত হইল, ইহা অনির্ধারিত পণ্য, যেহেতু বিক্রেতা কোন্ বস্তা প্রদান করিবে তাহা অজ্ঞাত।

বিক্রয়-চুক্তির অন্তে যে পণ্য উৎপাদন, নির্মাণ বা সংগ্রহ করা হয় তাহাকে ভাবীপণ্য বলে। এক ব্যবসায়ী ২০০ বস্তা চাউল বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করিল; কিন্তু ঐ চাউল তাহার মজুত নাই, উহা চাউলের কলে প্রস্তুত করাইতে হইবে অথবা বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ভাবীপণ্যের বিক্রয়চুক্তি হইয়াছে। ক তাহার বাগানে এই বৎসর যত আম হইবে তাহা সমস্তই খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হইল; ইহাও ভাবীপণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। এক্ষেত্রে চুক্তির সময় বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণ্যের অস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ক বাগানের মালিক এবং বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণ্য ঐ বাগান হইতে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে।

বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্যের উপার্জন (acquisition) এরূপ কোন ঘটনার উপর নির্ভরশীল যাহা সংঘটিত হইতে পারে বা নাও হইতে পারে, সেই পণ্যসম্পর্কেও বিক্রয়-চুক্তি হইতে পারিবে। এইরূপ পণ্যকে ঘটনাপেক্ষ পণ্য (contingent goods) বলা হয়।

পণ্যবিক্রয়ের চুক্তি (Contract of Sale of Goods)

যে চুক্তিদ্বারা বিক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব (property) হস্তান্তর করেন অথবা হস্তান্তর করিতে সম্মত হন, তাহাকে পণ্যবিক্রয়ের চুক্তি বলা হয়। —ধা. ৪ (১)।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এক্ষেত্রে "বিক্রয়ের চুক্তি" একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, প্রকৃত বিক্রয় (actual sale) এবং বিক্রয়ের করার (agreement to sell) উভয়েই ইহার অন্তর্গত। যেক্ষেত্রে বিক্রয়ের চুক্তিদ্বারা পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ চুক্তিকে বিক্রয় (sale) বলা হয়। পণ্য সরবরাহ বা মূল্যপ্রদান পরবর্তী কোন তারিখে হইলেও ঐ লেনদেন বিক্রয় গণ্য হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালে অথবা চুক্তির পরবর্তী কালে কোন শর্ত পূরণ হইলে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে উহাকে বিক্রয়ের করার (agreement to sell) বলা হয়।

বিক্রয় এবং বিক্রয়ের করার এই দুইয়ের প্রভেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা নিচে বর্ণনা করা হইল ঃ—

(১) বিক্রয়ের করারে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত বা শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। সুতরাং বিক্রেতার বিরুদ্ধে ডিক্রীর জন্য ঐ পণ্য ক্রোক (attach) করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বিক্রয়ে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং বিক্রেতার বিরুদ্ধে ডিক্রীর জন্য উহা ক্রোক করা যায় না।

(২) বিক্রয় সম্পাদিত চুক্তি (executed contract), বিক্রয়ের করার সম্পাদ্য চুক্তি (executory contract)।

(৩) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রেতার দখলে থাকিলেও বিক্রেতা মূল্য আদায়ের মামলা করিতে পারিবেন ; কিন্তু বিক্রয়ের করারে ক্রেতা পণ্যগ্রহণ না করিলে বা তাহার মূল্যপ্রদান না করিলে বিক্রেতার একমাত্র প্রতিকার হইবে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করা।

(৪) বিক্রয়ের করারে কোন আকস্মিক কারণে (accident) পণ্য নাশপ্রাপ্ত হইলে, বিক্রেতা ক্ষতি বহন করিবেন। পণ্য ক্রেতার দখলে থাকিলেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার দখলে পণ্য থাকিলেও ক্রেতা ঐ ক্ষতি বহন করিবেন।

ভাবী পণ্যের বর্তমান বিক্রয় প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় নহে, বিক্রয়ের করার মাত্র। কারণ, যে পণ্যের অস্তিত্ব নাই তাহার স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় না, কিন্তু যে পণ্য জন্মিবে তাহার স্বত্ব হস্তান্তর করিতে সম্মত হওয়া যায়।

বিক্রয়-করার অনুসারে যে সময় অন্তে বা যে শর্তাধীনে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হইবে, সেই সময় অতীত হইলে অথবা সেই শর্ত পূরণ হইলে ঐ করার বিক্রয়ে পরিণত হয়।

পণ্যবিক্রয়চুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ (Essential elements of a Contract for the sale of goods)

(১) অর্থের বিনিময়ে পণ্য হস্তান্তরের চুক্তি হইবে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হস্তান্তর হইলে তাহা বিক্রয় নহে, বিনিময় মাত্র। কিন্তু অংশতঃ অর্থের বিনিময়ে এবং অংশতঃ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হস্তান্তরের চুক্তি হইলে তাহা বিক্রয়ের চুক্তি হইবে (Aldridge *v.* Johnson, 1857, 7 E & B. 885)।

(২) পণ্যবিক্রয়ের চুক্তিতে মালিকানার পরিবর্তন (change of ownership) সূচিত হয়। সুতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতা বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে। তবে একজন আংশিক মালিক (part owner) অপর কোন আংশিক মালিকের নিকট নিজ অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।—[ধা. ৪ (১)]

(৩) বিক্রয় চুক্তিতে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব এবং তাহার স্বীকৃতি আবশ্যক। বৈধ চুক্তির যে সকল অপরিহার্য অঙ্গ তৎসমুদয় বিক্রয় চুক্তিতেও বিদ্যমান থাকিবে।

(৪) বিক্রয় চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হইতে পারিবে অথবা পক্ষদ্বয়ের আচরণদ্বারা বিবক্ষিত (implied) হইতে পারে।—ধা. ৫ (২)। অবশ্য ইংরাজী আইনে মাত্র দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত দশ পাউণ্ড বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পণ্য-বিক্রয় চুক্তি লিখিত না হইলে আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হয় না।

(৫) পণ্য সরবরাহ বা মূল্যপ্রদান সম্পর্কে চুক্তিতে নানাবিধ শর্ত থাকিতে পারিবে,—অব্যবহিত (immediate) সরবরাহ বা/এবং অব্যবহিত মূল্যপ্রদান, অথবা কিস্তিবন্দিতে সরবরাহ বা মূল্যপ্রদান, অথবা সরবরাহ বা/এবং মূল্যপ্রদান স্থগিত রাখা।

(৬) বিনির্দিষ্ট (specific) পণ্যের বিক্রয় চুক্তি নিষ্ফল হইবে যদি বিক্রেতার অজ্ঞাতসারে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ঐ পণ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে, অথবা এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে যে চুক্তির বর্ণনার সহিত তাহার মিল নাই।—ধা. ৭।

যেক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-করার হয় এবং করার সম্পাদনের পরে কিন্তু বিক্রয়ের পূর্বে, ক্রেতা বা বিক্রেতার বিনা ত্রুটিতে (without any fault) পণ্য পূর্বোক্তরূপ বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রেও চুক্তি নিষ্ফল হইবে। —ধা. ৮।

(৭) মূল্য ব্যতিরেকে কোন বিক্রয় হইতে পারে না। পণ্যবিক্রয়ের জন্য যে অর্থপণ (money consideration) আবশ্যক তাহাকেই মূল্য বলা হয়। বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে অথবা কোন নির্দিষ্ট উপায়ে পক্ষদ্বয় কর্তৃক পরে নির্ধারিত হইতে পারে। চুক্তিতে মূল্য সম্পর্কে কোন বিধান (provision) না থাকিলে, ক্রেতা ন্যায়-সংগত মূল্য প্রদান করিবেন।—ধা. ৯।

তৃতীয় কোন পক্ষ মূল্য নির্ধারণ করিবেন, এই শর্তেও পণ্য বিক্রয় হইতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ মূল্য নির্ধারণ না করিলে বা করিতে অসমর্থ হইলে চুক্তি নিষ্ফল হইবে। কিন্তু যদি পণ্য বা তাহার অংশ ক্রেতার নিকট সরবরাহ হইয়া থাকে এবং ক্রেতা তাহা বিনিয়োগ (appropriate) করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্রেতা তাহার জন্য ন্যায়-সংগত মূল্য প্রদান করিবেন।

ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষে তৃতীয়পক্ষ মূল্য নির্ধারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, নির্দোষ পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন। —ধা. ১০।

(৮) কোন বিপরীত শর্ত না থাকিলে, প্রত্যেক বিক্রয় চুক্তিতে কিছু শর্ত (conditions) এবং কিছু প্রত্যাভূতি (warranties) বিবক্ষিত থাকিবে।

বিক্রয় ও গচ্ছিতপ্রদান (Sale and Bailment)

বিক্রয় ও গচ্ছিতপ্রদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বিক্রয়ে মালিকানা হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু গচ্ছিতপ্রদানে শুধুমাত্র দখল (possession) হস্তান্তর হয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদান করেন; গচ্ছিতপ্রদানে গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত দ্রব্যই প্রত্যর্পণ করেন। মালিকানা হস্তান্তর ও মূল্যপ্রদান এই দুইটি উপাদান না থাকিলে কোন লেনদেনই বিক্রয় গণ্য হইবে না।

বিক্রয় ও ভাড়া-সওদা (Sale and Hire-purchase)

নির্দিষ্ট কিস্তিবন্দিতে মূল্য পরিশোধ করিবার এবং মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে কোন পণ্য গ্রহণ করিলে তাহাকে ভাড়া-সওদা বলা হয়। ভাড়া-সওদা আধুনিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একটি বিশেষ পরিণতি। বিক্রয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, বিক্রয়ে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু ভাড়া-সওদায় মালিকানা বিক্রেতারই থাকে। কোন কিস্তির খেলাপ হইলেই বিক্রেতা পণ্য ফেরত লইতে পারিবেন।

চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কিস্তি পরিশোধ হইলে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার হইবে। অবশ্য কোন কিস্তি খেলাপ না হইলে তৎপূর্বেই ক্রেতা ইচ্ছা করিলে পূর্ণপরিশোধ করিয়া ঐ পণ্য ক্রয় করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পণ্য প্রত্যর্পণ করিয়া চুক্তির সমাপ্তিও করিতে পারিবেন; সেক্ষেত্রে বাকী কিস্তির জন্য তাহার কোন দায় থাকিবে না।

ভাড়া-সওদার চুক্তিতে বিক্রয়ের চুক্তি হয় না, ইহাতে কতকগুলি শর্তাধীনে ক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হয় মাত্র; এই অধিকার প্রয়োগ করা বা না করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন। Bhimji *v.* Bombay Trust Corporation (32. Bom. L. R. 64) মামলায় বলা হইয়াছে,—যে লেনদেনে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে পণ্য প্রত্যর্পণ করিতে পারেন (has the option of returning the goods) শুধুমাত্র তাহাই ভাড়া-সওদা গণ্য হইবে।

কিস্তিবন্দিতে মূল্যপ্রদান হইলেই ভাড়া-সওদা হইবে না। কিস্তিবন্দিতে মূল্যপ্রদান সাপেক্ষ ক্রয় হইলে, প্রথম কিস্তি প্রদানের পরেই ক্রেতা পণ্যের মালিক হইবেন। সকল কিস্তি পরিশোধের পূর্বেও তিনি ঐ পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিস্তি খেলাপ হইলে বিক্রেতা চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারিবেন, পণ্য ফেরত লইতে পারেন না।

ভাড়া-সওদায় ক্রেতা শোধাক্ষম (insolvent) হইলে বিক্রেতার ক্ষতির আশংকা নাই, তিনি পণ্য ফেরত লইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিক্রয়ের চুক্তিতে শর্ত ও প্রত্যাভূতি

(Conditions and Warranties in a Contract of Sale)

বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণ্যসম্পর্কে যে পরিভাষণ (stipulation) থাকে তাহা শর্ত (condition) অথবা প্রত্যাভূতি (warranty) হইতে পারে।

যে পরিভাষণ চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য (essential to the main purpose of the contract) তাহাকে শর্ত বলা হয়। শর্তপালন না হইলে চুক্তি প্রত্যাখ্যান (repudiate) করিবার অধিকার জন্মে। যে পরিভাষণ চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য নহে, কিন্তু আনুষংগিক (collateral), তাহাকে প্রত্যাভূতি বলে। প্রত্যাভূতি ভঙ্গ হইলে ক্ষতিপূরণের দাবি জন্মে, পণ্য-বর্জন (rejection of goods) এবং চুক্তি প্রত্যাখ্যানের অধিকার জন্মে না।

কোন পরিভাষণকে শর্ত কি প্রত্যাভূতি বলা হইবে তাহা সমগ্র চুক্তির গঠন হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে। চুক্তিতে শর্ত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেই কোন পরিভাষণ শর্ত গণ্য হইবে না এবং প্রত্যাভূতি বলিয়া উল্লেখ থাকিলেই তাহা প্রত্যাভূতি গণ্য হইবে না। চুক্তির সময় পক্ষদ্বয়ের অভিপ্রায় কি ছিল তাহা নির্ধারণ করিয়া আদালত স্থির করিবেন কোন্ পরিভাষণ শর্ত এবং কোন্ পরিভাষণ প্রত্যাভূতি।

শর্ত এবং প্রত্যাভূতি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে।

শর্ত কখন প্রত্যাভূতি গণ্য হইতে পারে

অধিনিয়মের ১৩ সংখ্যক ধারায় চারিটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে ; এই সকল ক্ষেত্রে শর্ত প্রত্যাভূতি গণ্য হইতে পারিবে।

যদি বিক্রেতা কর্তৃক কোন শর্তপূরণ সাপেক্ষ বিক্রয়চুক্তি হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ঐ শর্ত পরিহার (waive) করিতে পারিবেন। বিক্রেতা শর্তভঙ্গ করিলে ক্রেতা উহা প্রত্যাভূতি-ভঙ্গরূপে গণ্য করিতে পারিবেন, অর্থাৎ চুক্তি

প্রত্যাখ্যান না করিয়া তিনি ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন, যদি অবশ্য তাহার ক্ষতি হইয়া থাকে। এই দুইক্ষেত্রেই শর্তকে প্রত্যাভূতি গণ্য করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন।

অপর দুইটি ক্ষেত্রে ক্রেতার আচরণ হইতে তাহার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির বাধা (estoppel) জন্মে। এইরূপ ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় (ক) যখন চুক্তি অবিভাজ্য (not severable) এবং ক্রেতা পণ্য বা তাহার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ; অথবা (খ) যখন বিনির্দিষ্ট পণ্যসম্পর্কে বিক্রয়-চুক্তিতে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে শর্তভঙ্গ শুধুমাত্র প্রত্যাভূতি ভঙ্গরূপেই গণ্য হইবে, এবং ক্রেতা তাহার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন, চুক্তি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

বিবক্ষিত শর্ত (Implied Conditions)

পণ্যবিক্রয় চুক্তিতে, বিপরীত কোন শর্ত না থাকিলে, আইনের ক্রিয়াদ্বারা (by operation of law) কতকগুলি শর্ত ও প্রত্যাভূতি আরোপ করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বিবক্ষিত শর্ত ও প্রত্যাভূতি বলা হয়। বিবক্ষিত শর্ত ও প্রত্যাভূতি আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় (enforceable) হইবার কারণ এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে অনুমান করা হয় যে চুক্তির পক্ষসমূহের অভিপ্রায় ছিল চুক্তিতে ঐরূপ পরিভাষণ (stipulation) সংযোগ করা, কিন্তু তাহারা ঐ অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করেন নাই।

অধিনিয়মের ১৪—১৭ সংখ্যক ধারাসমূহে বিবক্ষিত শর্ত ও প্রত্যাভূতির আলোচনা করা হইয়াছে।

বিপরীত কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না হইলে পণ্যবিক্রয় চুক্তিমাত্রেই নিম্নলিখিত শর্তগুলি বিবক্ষিত হইয়া থাকে :—

(১) পণ্যের স্বত্ব (title) সম্পর্কে—বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ঐ পণ্য বিক্রয় করিবার অধিকার বর্তমান এবং বিক্রয়ের করারে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইবার কালে বিক্রেতার ঐ পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে।—ধা. ১৪ (ক)।

এক ব্যক্তি একখানা মোটর গাড়ি ক্রয় করিয়া চার মাস ব্যবহার করেন। কিন্তু বিক্রেতার ঐ গাড়ির স্বত্ব না থাকায় ক্রেতা গাড়িখানি মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে স্বত্ব সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত ভঙ্গ

হইয়াছে। আদালতের বিচারে ক্রেতা চার মাস ব্যবহার করা সত্ত্বেও পূর্ণ ক্রয় মূল্য ফেরত পাইবার অধিকারী ধার্য হন (Rowland v. Divall, 1923, 2 K. B. 500)।

কিন্তু যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বিক্রয় হয়, সেক্ষেত্রে স্বত্ব সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত রহিত হইয়া যাইবে, যেহেতু ডিক্রীর দেনাদার (judgment-debtor) যে স্বত্বের অধিকারী আদালত তাহাই মাত্র বিক্রয় করেন।

(২) বর্ণনাদ্বারা বিক্রয়—বর্ণনাদ্বারা বিক্রয়ের চুক্তিতে পণ্য বর্ণনার অনুযায়ী অবশ্য হইবে (shall correspond with the description)।

যে পণ্য সরবরাহ করা হইবে, বিক্রয়চুক্তিতে তাহার বর্ণনা থাকিলে, বর্ণনাদ্বারা বিক্রয় বলা হয়। বর্ণনা বলিতে আকৃতির বিবরণ অথবা ব্যবসায় চিহ্ন (trade mark), মার্কা (brand), উৎপত্তিস্থান প্রভৃতির উল্লেখ বুঝায়। বর্ণনাদ্বারা বিক্রয় চুক্তিতে সরবরাহকৃত পণ্য বর্ণনার অনুযায়ী অবশ্য হইতে হইবে।

যেক্ষেত্রে নমুনা (sample) এবং বর্ণনাদ্বারা বিক্রয় চুক্তি হয় সেক্ষেত্রে পণ্য নমুনার অনুরূপ হইলেই চলিবে না, সেই সংগে বর্ণনার অনুযায়ীও হইতে হইবে। ক নমুনা দেখিয়া খ-এর নিকট হইতে ১০০ মণ জাভা চিনি ক্রয় করিল। সরবরাহের পর দেখা গেল উহা নমুনার অনুরূপ, কিন্তু জাভা চিনি নহে। এক্ষেত্রে বিবক্ষিত শর্ত ভঙ্গ হইয়াছে।

(৩) নমুনাদ্বারা বিক্রয়-নমুনাদ্বারা বিক্রয়ের চুক্তিতে নিম্নলিখিতরূপ বিবক্ষিত শর্ত থাকে :—

(ক) পণ্য উৎকর্ষে (in quality) নমুনার অনুরূপ হইবে ; (খ) নমুনার সহিত পণ্য তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য ক্রেতার ন্যায়-সংগত সুযোগ অবশ্য থাকিবে ; (গ) যে ত্রুটি থাকিলে পণ্য বিক্রয়ের অযোগ্য হয় অথচ যাহা নমুনার যুক্তিসংগত পরীক্ষায় ধরা পড়ে না, এরূপ কোন ত্রুটি হইতে পণ্য অবশ্যই মুক্ত থাকিবে।

এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য পরিদর্শন (inspection) করিবার অধিকারী, এবং বিক্রেতা তাহাতে অস্বীকৃত হইলে ক্রেতা চুক্তি প্রত্যাহার (rescind) করিতে পারিবেন। নমুনার অনুরূপ নহে,—এই কারণে পণ্য বর্জন (reject) করিতে হইলে তাহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে করিতে হইবে। পণ্যের ত্রুটি যদি

এরূপ হয় যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পণ্য দেখিয়া সহজেই তাহা ধরিতে পারে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য পরিদর্শনের সময় উহা আবিষ্কার করিতে অক্ষম হইলে তাহার কোন প্রতিকারের দাবি জন্মিবে না। যেক্ষেত্রে সাধারণ পরীক্ষায় পণ্যের ক্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রেই ক্রেতা প্রতিকার পাইবার অধিকারী।

বিক্রয়ের চুক্তিতে নমুনাদ্বারা বিক্রয় এই মর্মে কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত শর্ত থাকিলে তাহাকে নমুনাদ্বারা বিক্রয় চুক্তি বলা হইবে। নমুনা প্রদর্শিত হইলেই নমুনাদ্বারা বিক্রয় বলা যাইবে না। কিন্তু বিক্রয়ের চুক্তিতে নমুনার কোন উল্লেখ না থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে উহা নমুনাদ্বারা বিক্রয়চুক্তি গণ্য হইয়া থাকে। ইহাকে বিবক্ষিত শর্তের উদাহরণ বলা যায়। তামাক বিক্রয় এই রীতি অনুসারে নমুনাদ্বারা বিক্রয়।

(৪) উৎকর্ষ বা উপযোগিতা (Quality or fitness)--পণ্যবিক্রয় চুক্তির সাধারণ নিয়ম এই যে, সরবরাহকৃত পণ্যের কোন বিশেষ প্রয়োজনের জন্য উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে কোন বিবক্ষিত শর্ত বা প্রত্যাভূতি থাকে না। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে (ধা. ১৬) :—

(ক) যেক্ষেত্রে ক্রেতা যে উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করিতেছেন তাহা বিক্রেতাকে জানাইয়াছেন, যাহাদ্বারা প্রমাণ হয় যে ক্রেতা বিক্রেতার দক্ষতা বা বিচার-শক্তির (skill or judgment) উপর নির্ভর করিতেছেন, এবং ঐরূপ পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কারবারের অন্তর্গত, সেক্ষেত্রে পণ্য ঐ উদ্দেশ্যের উপযোগী হইতে হইবে।

বিক্রেতাকে ক্রয়ের উদ্দেশ্যজ্ঞাপন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে। এক বস্ত্রবিক্রেতা এক ডাক্তারখানা হইতে একটি Hot water bottle ক্রয় করে। বস্ত্রবিক্রেতার ঐ পণ্যসম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না। ধার্য হয়, সরবরাহকৃত পণ্য প্রয়োজনের উপযোগী হইতে হইবে (Priest *v.* Last, 1903, 2 K. B. 148)। এক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার ক্রয়ের উদ্দেশ্য বিক্রেতার নিকট ব্যক্ত করে নাই ; উহা বিবক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পণ্য একাধিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে সেক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার প্রয়োজন বিনির্দিষ্টরূপে বিক্রেতাকে জানাইবেন, নতুবা পণ্য ঐ প্রয়োজনের উপযোগী না হইলে বিক্রেতার কোন দায় থাকিবে না।

যেক্ষেত্রে কোন বিনির্দিষ্ট পণ্যসম্পর্কে উহার পেটেণ্ট নামে বা ব্যবসায়িক নামে (patent or trade name) বিক্রয়ের চুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে উহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের উপযোগী হইবে এরূপ কোন বিবক্ষিত শর্ত থাকে না। ইহার কারণ এই যে, এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার দক্ষতা বা বিচারশক্তির উপর নির্ভর করেন নাই, তিনি নিজ বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন। "আপনাদের পেটেণ্টকরা একটা কার্পেট-পরিষ্কারক যন্ত্র পাঠাইবেন"—এইরূপ লিখিয়া ক্রেতা যন্ত্র ক্রয় করিলেন। ইহা তাহার কার্পেট পরিষ্কার করিবার উপযোগী না হইলে ক্রেতা কোন প্রতিকার পাইবেন না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ক্রেতা লিখিয়াছেন, "একটি কার্পেট-পরিষ্কারক যন্ত্র পাঠাইবেন," সেক্ষেত্রে তিনি বিক্রেতার বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন এবং সরবরাহকৃত যন্ত্র কার্যোপযোগী না হইলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(খ) পণ্যের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত ব্যবসায়ের রীতিদ্বারা যুক্ত হইতে পারে।

(গ) যে ক্ষেত্রে বর্ণনাদ্বারা পণ্য ক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা ঐ বর্ণনানুরূপ পণ্যের ব্যবসায় করেন, সেক্ষেত্রে বিবক্ষিত শর্ত থাকে যে ঐ পণ্য বিক্রয়যোগ্য (merchantable) হইবে। বিক্রয় যোগ্য বলিতে বর্ণনা অনুযায়ী উৎকর্ষ সম্পন্ন বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ক্রেতা যদি পণ্য পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ কোন বিবক্ষিত শর্ত থাকিবে না।

ক্রেতা সাবধান (Caveat Emptor)

ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়ম এই যে, পণ্যে কোন ত্রুটি থাকিলে বিক্রেতা তাহা ক্রেতার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন। পণ্যের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া ক্রেতার দায়িত্ব। ইহাই "ক্রেতা সাবধান" (caveat emptor) সূত্রের মূল কথা। ক্রেতার পণ্য-নির্বাচন ত্রুটিযুক্ত হইলে তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, সেজন্য তিনি বিক্রেতাকে দায়ী করিতে পারিবেন না।

যে যুগে পণ্য অধিকাংশ স্থলে খোলা বাজারে বিক্রয় হইত এবং ক্রেতা পণ্যের গুণাগুণ ও উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া লইবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেন,

সম্ভবতঃ সেই যুগে "ক্রেতা সাবধান" সূত্রের উদ্ভব হয়। যেহেতু ক্রেতা পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করিতে পারেন, সেই হেতু তিনি নিজ দক্ষতা ও বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

ক্রেতা সাবধান সূত্রটি ভারতেও প্রযুক্ত, তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে :—

(ক) যেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার দক্ষতা ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করেন। (৪ক দ্রষ্টব্য)

(খ) যেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে পণ্যের উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত যুক্ত হইয়া থাকে। (৪খ দ্রষ্টব্য)

(গ) যেক্ষেত্রে বর্ণনা দ্বারা পণ্য ক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা ঐ জাতীয় পণ্যের ব্যবসায় করেন। (৪গ দ্রষ্টব্য)

(ঘ) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রতারণাদ্বারা ক্রেতার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি (Implied Warranties)

চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে অন্যরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইলে, পণ্য-বিক্রয় চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি থাকিবে :—

(১) ক্রেতা পণ্যের শান্তিপূর্ণ দখল (quiet possession) পাইবেন এবং ভোগ করিবেন (ধা. ১৪খ)।

বিক্রেতার হস্তান্তর করিবার অধিকারের অভাব হইতেই সাধারণতঃ দখল অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি ১৪(১) সংখ্যক ধারায় বর্ণিত স্বত্ব সম্পর্কীয় বিবক্ষিত শর্তের বিস্তার (extension) গণ্য করা যাইতে পারে।

(২) পণ্য দায়মুক্ত হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যদি ক্রেতাকে পণ্যের দায় পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যাভূতি ভঙ্গ (breach of warranty) হইবে, এবং ক্রেতা ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু চুক্তিসম্পাদন কালে অথবা তাহার পূর্বে যদি ক্রেতাকে পণ্যের দায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই প্রত্যাভূতি প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) পণ্যের উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতিদ্বারা বিক্রয়ের চুক্তিতে যুক্ত হইতে পারে। —ধা. ১৬ (৩)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বত্ব হস্তান্তর

পণ্যের বিক্রয়দ্বারা বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব বা মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে ঠিক কোন্ মুহূর্তে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাদ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার বিভিন্ন দায় ও অধিকার সাব্যস্ত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে—

(১) পণ্যের স্বত্ব বা মালিকানা যাহার, ঝুঁকিও তাহার (Risk follows the property or ownership)—ইহাই সাধারণ নিয়ম। দুর্ঘটনার দরুণ বা অন্য কোন কারণে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হারাইয়া গেলে, পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সময় বা হারাইয়া যাইবার সময় যে ব্যক্তি উহার মালিক ছিলেন তাহাকেই ঐ ক্ষতি বহন করিতে হইবে। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

(২) কোন তৃতীয় পক্ষের কার্যদ্বারা পণ্যের ক্ষতি হইবার আশংকা থাকিলে, পণ্যের মালিকই তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, অপর কাহারও সে অধিকার জন্মে না।

(৩) ক্রেতা বা বিক্রেতা শোধাক্ষম হইলে, যেক্ষেত্রে শোধাক্ষম পক্ষ পণ্যের মালিক ছিলেন সেক্ষেত্রে Official Assignee ঐ পণ্যের দখল লইবেন; অন্যথা Official Receiver ঐ পণ্যের দখল লইবেন।

পণ্যের স্বত্ব কখন হস্তান্তর হয়

পণ্যের স্বত্ব কখন ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হয় তাহা নির্ধারণের জন্য ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মের ১৮-২৫ সংখ্যক ধারাসমূহে নিম্নলিখিতরূপ বিধান রহিয়াছে :—

(১) অনির্ধারিত পণ্য (Unascertained goods)—অধিনিয়মের ১৮ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, অনির্ধারিত পণ্যের বিক্রয়ের চুক্তি হইয়া থাকিলে, ঐ পণ্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট

হস্তান্তরিত হইবে না। Lord Loreburn বলিয়াছেন, "অনির্ধারিত পণ্যের বিক্রয়-চুক্তি পুরাপুরি বিক্রয় নহে, বিক্রয়ের অঙ্গীকার মাত্র"। ক তাহার গুদাম হইতে ৫০ মণ চাউল খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হইল। ইহাদ্বারা খ ৫০ মণ চাউলের মালিক হইবে না। গুদামস্থিত সমগ্র চাউল হইতে ৫০ মণ চাউল পৃথক করা হইলে তবেই উহার স্বত্ব খ-এর নিকট হস্তান্তরিত হইবে। পণ্য সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত উহার স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না।

অনির্ধারিত পণ্য কোন্ অবস্থায় নির্ধারিত পণ্য হইবে ২৩ সংখ্যক ধারায় তাহা বলা হইয়াছে :—

(ক) যেক্ষেত্রে বর্ণনাদ্বারা অনির্ধারিত বা ভাবী পণ্যের বিক্রয়-চুক্তি হয় এবং অর্পণযোগ্য অবস্থায় (in a deliverable state) বর্ণানুযায়ী পণ্য এক পক্ষের সম্মতিক্রমে অপর পক্ষ কর্তৃক বিনাশর্তে চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগ করা হয় (appropriated), সেক্ষেত্রে ঐ পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। এই সম্মতি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে, এবং বিনিয়োগের পূর্বে বা পরে প্রদত্ত হইতে পারে।

(খ) যেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট অথবা ক্রেতার নিকট পৌছাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাহক (carrier) বা গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট পণ্য অর্পণ করেন (delivers), সেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক ঐ পণ্যের বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষিত না হইলে, ঐ পণ্য বিনাশর্তে চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগ করা হইয়াছে গণ্য হইবে। পণ্যের বিলিব্যবস্থার অধিকার বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষিত হইলে, শর্তহীন বিনিয়োগ হয় না, এবং পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না।

(২) নির্ধারিত পণ্য (Specific or Ascertained goods)—বিনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত পণ্যের বিক্রয়-চুক্তি হইলে, চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অভিপ্রেত সময়ে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। স্বত্ব হস্তান্তরের সময় সম্পর্কে পক্ষসমূহের অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষসমূহের আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে পক্ষসমূহের ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ না পাইলে, ২০-২৪ সংখ্যক ধারার নিয়মগুলির সাহায্যে তাহাদের তৎসম্পর্কে অভিপ্রায় নির্ণয় করা হইবে :—

(ক) অর্পণযোগ্য অবস্থায় বিনির্দিষ্ট পণ্যের শর্তহীন বিক্রয়-চুক্তি হইলে, চুক্তি সম্পাদন হইলেই পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়; মূল্য পরিশোধের কিম্বা পণ্য সরবরাহের সময় অথবা উভয়ই স্থগিত রাখা হইয়াছে কিনা তাহা এ সম্পর্কে সারভূত নহে (immaterial)।—ধা. ২০।

কোন নির্দিষ্ট তারিখে পণ্য সরবরাহ করা হইবে এবং অপর এক নির্দিষ্ট তারিখে মূল্যপ্রদান করা হইবে এই শর্তে ক ৫০০৲ টাকায় খ-এর ঘোড়াটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিল। খ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। স্বীকৃতি প্রদানের সংগে সংগেই ক ঘোড়ার মালিক হইবে।

(খ) বিনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্তিতে, পণ্য অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য বিক্রেতাকে যদি কিছু করিতে হয় তবে বিক্রেতা তাহা না করা পর্যন্ত এবং উহা যে করা হইয়াছে সে সম্পর্কে ক্রেতা কোন বিজ্ঞপ্তি না পাওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না।—ধা. ২১।

(গ) অর্পণযোগ্য অবস্থায় বিনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্তিতে, যেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রেতা পণ্যের ওজন, পরিমাপ, বা অন্য কোন কার্য করিতে বাধ্য (is bound to weigh, measure, test or do some other act), সেক্ষেত্রে ঐ কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ক্রেতা উহার বিজ্ঞপ্তি না পাওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না।—ধা. ২২।

(ঘ) অনুমোদন সাপেক্ষ বা "বিক্রয় অথবা ফেরত" শর্তে (on sale or return) বা অনুরূপ অন্য কোন শর্তে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করা হইলে, পণ্যের স্বত্ব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় :—

(৴০) ক্রেতা তাহার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জানাইলে অথবা এরূপ কোন কার্য করিলে যাহাদ্বারা ঐ লেনদেন স্বীকৃত হয়।

(৵০) যেক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জ্ঞাত করেন না, অথচ অস্বীকৃতির বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিয়া পণ্য নিজের নিকট রাখিয়া দেন, সেক্ষেত্রে ঐ পণ্য ফেরত দিবার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে, এবং ঐরূপ কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকিলে, যুক্তিসংগত সময় অতিবাহিত হইলে।

(৩) বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ (Reservation of the right of disposal)—যেক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্তি হইয়াছে অথবা পরবর্তী কালে চুক্তি অনুসারে পণ্য বিনিয়োগ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা চুক্তির অথবা বিনিয়োগের শর্তদ্বারা, কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ, উক্ত পণ্যের বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ করা হইলেও অথবা ক্রেতার নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশে কোন বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট পণ্য অর্পণ করা হইলেও, বিক্রেতা কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে গণ্য হয় :—

(ক) যে স্থলে বহনপত্রে (Bill of Lading) বিক্রেতার আদেশানুযায়ী বা তাহার প্রতিনিধিকে (agent) পণ্য প্রদেয়, এইরূপ নির্দেশ থাকে।

(খ) যে স্থলে বহনপত্র ও বিনিময়পত্র (Bill of Exchange) একত্রে প্রেরিত হয় এবং বিনিময়পত্র স্বীকৃত (accepted) হইলে অথবা উহা পরিশোধ করা হইলে বহনপত্র ক্রেতাকে প্রদেয় (deliverable) হয়।—ধা. ২৫।

ঝুঁকি হস্তান্তর (Passing of Risk)

এই সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ঐ পণ্যের ঝুঁকি বহন করেন। ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হইলে, ঐ পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করা হউক বা না হউক, ক্রেতা উহার ঝুঁকি বহন করিবেন। ঝুঁকি স্বত্বের অনুগামী; স্বত্ব যাহার, ঝুঁকিও তাহার।

কিন্তু নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে :—

(১) ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব ঘটিলে, যদি ঐ বিলম্বের জন্য কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে যে পক্ষের দোষে ঐ বিলম্ব ঘটিয়াছে সেই পক্ষ ঐ বিলম্বের ঝুঁকি বহন করিবেন।

(২) ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর সম্মত হইতে পারেন যে স্বত্ব হস্তান্তরের সময় হইতে পৃথক কোন সময়ে পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

মালিক নহে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক স্বত্ব হস্তান্তর (Transfer of Title by Person not the Owner)

পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, পণ্যের মালিক ঐ পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন, অপর কেহ নহে। নিজের স্বত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব কেহ প্রদান করিতে পারে না। পণ্যের মালিক নহে এরূপ ব্যক্তি যদি মালিকের প্রাধিকার (authority) বা সম্মতি (consent) ব্যতীত ঐ পণ্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ঐ পণ্যে ক্রেতার কোন স্বত্ব জন্মে না। "*Nemo dat quod non habet*" (no one gives what he has not)— এই ল্যাটিন সূত্রটির দ্বারা এই নিয়মই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল,— যাহার যাহা নাই, সে তাহা দিতে পাবে না। এই নিয়মদ্বারা প্রকৃত মালিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, যেহেতু মালিক ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিলে ক্রেতার ঐ পণ্যে স্বত্ব জন্মে না এবং সরল বিশ্বাসে পণ্য ক্রয় করা হইয়াছে, একমাত্র ইহা প্রকৃত মালিকের দাবির প্রত্যুত্তর হইতে পারে না। এই নিয়ম স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমের বিধান আছে। মালিকের সম্মতিক্রমে যাহার দখলে পণ্য রহিয়াছে এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে নির্দোষ ক্রেতাকে রক্ষা করাই এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য। অধিনিয়মের ২৭—৩০ সংখ্যক ধারাসমূহে এই ব্যতিক্রমেব ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে বিক্রেতা, বিক্রীত পণ্যে তাহার যেরূপ স্বত্ব আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব ক্রেতাকে প্রদান করিতে পারেন। নিচে এই ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করা হইল।

(১) স্বীকৃতিব বাধা (Estoppel)—যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিক তাহার বাক্য বা আচরণ দ্বারা ক্রেতার এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করেন যে, বিক্রেতাই ঐ পণ্যের মালিক অথবা মালিকের নিকট হইতে ঐ পণ্য বিক্রয় করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরে পণ্যের মালিক বলিতে পারিবেন না যে বিক্রেতাব ঐ পণ্যে স্বত্ব ছিল না ; তাঁহার আচরণই তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিবে (ধা. ২৭)।

(২) বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কর্তৃক বিক্রয় (Sale by a mercantile agent)—যেক্ষেত্রে মালিকের সম্মতিক্রমে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট পণ্য

বা উহার স্বত্বের দলিল থাকে, সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের প্রাধিকার না থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ঐ পণ্য বিক্রয় করিলে ক্রেতা নির্দোষ স্বত্ব (good title) প্রাপ্ত হইবেন, যদি

(ক) বাণিজ্যিক প্রতিনিধি তাহার কারবারের সাধারণ কার্যপরম্পরা বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং

(খ) বিক্রেতার ঐ পণ্য বিক্রয় করিবার প্রাধিকার নাই তাহা না জানিয়া ক্রেতা সরল বিশ্বাসে উহা ক্রয় করিয়া থাকেন (ধা. ২৭)।

(৩) একজন যৌথমালিক কর্তৃক বিক্রয় (sale by a joint owner)—যেক্ষেত্রে কোন এজমালি পণ্য অন্যান্য যৌথমালিকদিগের সম্মতিক্রমে তাহাদের একজন যৌথমালিকের একক দখলে (sole possession) থাকে, সেক্ষেত্রে কেহ ঐ যৌথমালিকের নিকট হইতে সরল বিশ্বাসে ঐ পণ্য ক্রয় করিলে, পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে, যদি বিক্রেতার ঐ পণ্য বিক্রয়ের প্রাধিকাব নাই ইহা চুক্তিসম্পাদন কালে ক্রেতা অবগত না থাকেন।—ধা. ২৮।

(৪) নিষ্ফলযোগ্য চুক্তিদ্বারা দখলপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় (sale by person in possession under voidable agreement)—যেক্ষেত্রে বিক্রেতা কোন নিষ্ফলযোগ্য চুক্তিদ্বারা পণ্যের দখল প্রাপ্ত হইয়া, চুক্তি রদ (rescind) হইবার পূর্বেই তাহা কোন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে ক্রেতা সরল বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত তাহা অবগত না হইয়া ক্রয় করিলে তিনি ঐ পণ্যের নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন।—ধা. ২৯।

নিষ্ফলযোগ্য চুক্তির দ্বারা দখলপ্রাপ্ত হইলেই এই ধারা প্রযুক্ত হইবে, নিষ্ফল বা অবৈধ চুক্তিদ্বারা দখল পাইলে এই ধারার প্রয়োগ হইবে না।

(৫) বিক্রয়ের পর দখলিকার বিক্রেতা কর্তৃক পুনরায় বিক্রয় (sale by the seller in possession of goods after sale)—যেক্ষেত্রে কোন বিক্রেতা কোন পণ্য বিক্রয় করিয়া ঐ পণ্য বা উহার স্বত্বের দলিল নিজ দখলে রাখিয়া দেন এবং পরে তিনি বা তাহার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ একই পণ্য পুনরায় বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে নূতন ক্রেতা সরল বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার স্বত্ব ত্রুটিপূর্ণ তাহা না জানিয়া ক্রয় করিলে তিনি ঐ পণ্যে নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন।—ধা ৩০ (১)।

বহনপত্র (bill of lading), পোতাঙ্গন অধিপত্র (dock-warrant), পণ্যাগার প্রমাণপত্র (warehousekeeper's certificate), রেল রসিদ (railway receipt), অর্পণাদেশ (delivery order) ইত্যাদি সমস্তই স্বত্বের দলিল।

(৬) বিক্রয়ের পর দখলিকার ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়—যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন পণ্য ক্রয় করিয়া বা ক্রয় করিতে সম্মত হইয়া বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্যের বা উহার স্বত্বের দলিলের দখল প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে ঐ ক্রেতা বা তাহার প্রাধিকৃত বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ঐ পণ্য বা উহার স্বত্বের দলিল অপর কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে, যদি নূতন ক্রেতা সরল বিশ্বাসে উহা গ্রহণ করেন এবং ঐ পণ্যের আদি বিক্রেতার (original seller) কোন পূর্বস্বত্ব (lien) বা অন্য কোনরূপ অধিকারের বিষয় অবগত না থাকেন, তাহা হইলে ঐ নূতন ক্রেতা ঐ পণ্যের নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন।—ধা. ৩০ (২)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিক্রয়ের চুক্তি পালন

(Performance of Contract of Sale)

বিক্রেতা ও ক্রেতার কর্তব্য (Duties of Seller and Buyer)

অধিনিয়মের ৩১ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, বিক্রেতার কর্তব্য হইল চুক্তির শর্তানুযায়ী পণ্য অর্পণ করা (deliver) এবং ক্রেতার কর্তব্য হইল চুক্তির শর্তানুযায়ী উহা গ্রহণ করা এবং উহার মূল্য প্রদান করা।

অন্যরূপ চুক্তি না থাকিলে, পণ্য অর্পণ এবং মূল্যপ্রদান অনুবর্তী (concurrent) শর্ত গণ্য হইবে, অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট পণ্যের দখল প্রদান করিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকিবেন এবং ক্রেতা পণ্যের দখলের বিনিময়ে মূল্য প্রদান করিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকিবেন। —ধা. ৩২।

পণ্যের অর্পণ (Delivery of goods)

এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তিকে পণ্যের দখল স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করা হইলে তাহাকে অর্পণ (delivery) বলা হয়। উভয় পক্ষ যে কার্য পণ্য অর্পণ বলিয়া গণ্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, অথবা যে কার্যের ফলে পণ্য ক্রেতার বা তাহার প্রাধিকৃত প্রতিনিধির দখলে পৌছায়, সেই কার্য করিলে পণ্য-অর্পণ করা হইবে।

পণ্যের অর্পণ তিন প্রকারের হইতে পারে,—প্রকৃত (actual), অন্বয়াশ্রিত (constructive) এবং প্রতীকমূলক (symbolic)। বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতা বা ক্রেতার প্রাধিকৃত প্রতিনিধির নিকট পণ্য অর্পণ করা হইলে উহাকে প্রকৃত অর্পণ বলা হইবে। যেক্ষেত্রে পণ্যের দখলপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তিনি ক্রেতার পক্ষ হইয়া পণ্য দখলে রাখিয়াছেন সেক্ষেত্রে অন্বয়াশ্রিত অর্পণ হইয়াছে বলা হইবে। অনেক সময় বিক্রেতা ক্রেতার গচ্ছিতগ্রহীতা (bailee) রূপে, ক্রেতার পক্ষ হইয়া, বিক্রীত পণ্য নিজের দখলে রাখিতে সম্মত হইয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যের অর্পণ অন্বয়াশ্রিত হয়। কোন প্রতীকদ্বারা অর্পণ বুঝাইলে সেক্ষেত্রে প্রতীকমূলক অর্পণ বলা হয়। এক্ষেত্রে কোন অসুবিধার জন্য (যথা অত্যন্ত ভারী, বৃহদাকার ইত্যাদি) পণ্য অর্পণের পরিবর্তে পণ্যের দখল পাইবার উপায় অর্পণ করা হয়, যেমন পণ্যাগারের চাবি, বহনপত্র, রেলরসিদ ইত্যাদি।

যে পণ্য সম্পর্কে বিক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে তাহার আংশিক অর্পণ হইলেই তাহাতে পূর্ণ অর্পণের প্রভাব (effect) হইবে অর্থাৎ চুক্তিকৃত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে যদি আংশিক অর্পণের ঐরূপ অভিপ্রায় ও সম্মতি থাকে। কিন্তু যেক্ষেত্রে পণ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে উহার একাংশ অর্পণ করা হয়, সেক্ষেত্রে বাকী অংশের অর্পণ হয় না (ধা ৩৪)।

পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মে পণ্যের অর্পণ ও বিক্রয়ের চুক্তিপালন সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ বিধান প্রদত্ত হইয়াছে :—

(১) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা পণ্য অর্পণের আবেদন না করা পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্য অর্পন করিতে বাধ্য হইবেন না।—ধা. ৩৫।

(২) কোন্ স্থানে পণ্য অর্পণ করা হইবে তাহা চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা থাকিলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য অর্পণ করিতে হইবে। চুক্তিতে এই সম্পর্কে

কোন নির্দেশ না থাকিলে, বিক্রয়ের সময় পণ্য যেস্থানে অবস্থিত থাকে সেই স্থানে বিক্রীত পণ্য অর্পণ করিতে হইবে; যে পণ্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করা হইয়াছে সেই পণ্য চুক্তি সম্পাদনের সময় যে স্থানে ছিল সেই স্থানে উহা অর্পণ করিতে হইবে, অথবা উহা সেই সময় বিদ্যমান না থাকিলে (if not then in existence), যেস্থানে উহা নির্মিত বা উৎপন্ন হইবে সেইস্থানে উহা অপণ করিতে হইবে।—ধা. ৩৬ (১)।

(৩) যেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ করিতে বাধ্য কিন্তু তজ্জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে উহা প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ধা. ৩৬ (২)।

(৪) যেক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় পণ্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ তৃতীয় পক্ষ ক্রেতার পক্ষ হইয়া ঐ পণ্য নিজের দখলে রাখিয়াছেন ইহা স্বীকার না করা পর্যন্ত বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ সিদ্ধ হইবে না।—ধা. ৩৬ (৩)।

(৫) দাবি বা অর্পণ যুক্তিসংগত সময়ে (reasonable hour) না করিলে ইহা কার্যকরী হইবে না। যুক্তিসংগত সময় বলিতে কি বুঝাইবে তাহা তথ্যগত প্রশ্ন (question of fact)।—ধা. ৩৬ (৪)।

(৬) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, পণ্য অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করিবার ব্যয় এবং উহার প্রাসংগিক ব্যয় বিক্রেতা বহন করিবেন।—ধা. ৩৬ (৪)

(৭) বিক্রেতা যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছেন তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করিলে, ক্রেতা তাহা বর্জন (reject) করিতে পারিবেন, কিন্তু ক্রেতা উহা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে চুক্তি-নির্দিষ্ট হারে উহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে।—ধা ৩৭ (১)।

চুক্তিকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করিলে, ক্রেতা চুক্তি-নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ বর্জন করিতে পারেন অথবা সমগ্রই বর্জন করিতে পারিবেন। যদি ক্রেতা সমুদয় পণ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তি-নির্দিষ্ট হারে উহার মূল্য প্রদান করিবেন।—ধা. ৩৭ (২)।

চুক্তিকৃত পণ্যের সহিত অন্যরূপ পণ্য (goods of a different description) ক্রেতাকে অর্পণ করা হইলে, ক্রেতা উহা হইতে চুক্তি-নির্দিষ্ট পণ্য গ্রহণ করিয়া অপর পণ্য বর্জন করিতে পারিবেন অথবা সমগ্র পণ্যই বর্জন করিতে পারিবেন।—ধা. ৩৭ (৩)।

(৮) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা কিস্তিবন্দিক্রমে পণ্য অর্পণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন না। —ধা. ৩৮ (১)।

যেক্ষেত্রে কিস্তিবন্দিতে পণ্য অর্পণের এবং প্রতিকিস্তির জন্য পৃথক ভাবে মূল্য প্রদানের চুক্তি হইয়াছে, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক কিস্তি খেলাপ বা ত্রুটিযুক্ত হইলে অথবা ক্রেতা এক বা একাধিক কিস্তি গ্রহণ না করিলে বা তাহার মূল্য প্রদান না করিলে, চুক্তিভঙ্গদ্বারা সমগ্র চুক্তি অস্বীকৃত (repudiated) হইবে অথবা চুক্তির বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র অস্বীকৃত হইবে তাহা প্রতিক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।—ধা. ৩৮ (২)।

(৯) যেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ করিতে হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে বাহকের নিকট বা নিরাপদ রক্ষণের নিমিত্ত ঘাটোয়ালের (wharfinger) নিকট পণ্য অর্পণ করা হইলে উহা প্রাথমিক বিচারে (prima facie) ক্রেতার নিকট অর্পিত হইয়াছে গণ্য হইবে।—ধা. ৩৯ (১)।

ক্রেতা কর্তৃক অন্যরূপ প্রাধিকৃত না হইলে, বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষে বাহক বা ঘাটোয়ালের সহিত যুক্তিসংগত চুক্তি সম্পাদন করিবেন। নতুবা পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি হইলে, বা পণ্য হারাইয়া গেলে, ক্রেতা উক্তরূপ অর্পণকে তাহার নিজের নিকট অর্পণ বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন অথবা বিক্রেতাকে ক্ষতির জন্য দায়ী করিতে পারিবেন।—ধা. ৩৯ (২)।

যেক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট সমুদ্রপথে পণ্য প্রেরণ করেন, সেক্ষেত্রে বীমা করিবার প্রচলন থাকিলে, বিক্রেতা তজ্জন্য ক্রেতাকে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। নতুবা পণ্য পারাপারের ঝুঁকি (risk in transit) বিক্রেতা বহন করিবেন।—ধা. ৩৯ (৩)।

(১০) বিক্রয় কালে পণ্য যেস্থানে থাকে সেস্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্রেতা নিজ দায়িত্বে পণ্য অর্পণ করিতে সম্মত হইলেও, পণ্য স্থানান্তর করিতে পণ্যের

স্বভাবতঃ যে ক্ষতি হইতে পারে তাহার ঝুঁকি ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। —ধা. ৪০।

(১১) পণ্য গ্রহণের পূর্বে ক্রেতার ঐ পণ্য পরীক্ষা করিয়া লইবার অধিকার আছে। যেক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক পরীক্ষিত হয় নাই এরূপ পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতাকে পণ্য পরীক্ষা করিবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। নতুবা ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করিয়াছেন গণ্য হইবে না (ধা. ৪১)।

(১২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করিয়াছেন গণ্য হইবে :—

(ক) যখন ক্রেতা বিক্রেতাকে জানাইবেন যে তিনি পণ্য গ্রহণ করিয়াছেন,

(খ) যখন পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হয় এবং ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে এরূপ কোন কার্য করেন যাহা বিক্রেতার মালিকানার সহিত সামঞ্জস্যহীন (inconsistent), এবং

(গ) যখন যুক্তিসংগত সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও ক্রেতা পণ্য বর্জন করিয়াছেন এরূপ কোন সংবাদ বিক্রেতাকে প্রদান না করিয়া পণ্য নিজের নিকট রাখিয়া দেন।—ধা. ৪২।

(১৩) বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা অর্পিত পণ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে এবং তাহার ঐরূপ অধিকার থাকিলে, তিনি ঐ পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠাইতে বাধ্য হইবেন না ; তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন ইহা বিক্রেতাকে জানাইলেই যথেষ্ট হইবে।—ধা. ৪৩।

(১৪) যদি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ক্রেতা পণ্য গ্রহণে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ অবহেলা বা অস্বীকার হইতে যে ক্ষতি হইবে এবং পণ্য রক্ষণাবেক্ষণে যে যুক্তিসংগত ব্যয় হইবে, এই উভয়ের জন্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দায়ী হইবেন।—ধা. ৪৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার
(Rights of the Unpaid Seller)

অপরিশোধিত বিক্রেতা (Unpaid Seller)

যেক্ষেত্রে পণ্যের পূর্ণমূল্য প্রদত্ত বা দাখিল (paid or tendered) হয় নাই অথবা যেক্ষেত্রে বিনিময় পত্র বা অন্য কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিলদ্বারা শর্তাধীন মূল্যপ্রদান হইয়াছিল কিন্তু ঐ দলিল অগ্রাহ্য (dishonoured) হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে শর্তপূরণ হয় নাই, সেক্ষেত্রে বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা গণ্য করা হয়।—ধা. ৪৫ (১)।

· নগদ মূল্য প্রদানের শর্তে বিক্রয় হইল অথচ পূর্ণমূল্য প্রদত্ত হইল না, এইরূপ ক্ষেত্রেই বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা বলা যাইবে ; পণ্য ধারে বিক্রয় (on credit) করিলে বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা বলা যাইবে না।

অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইলেও, অপরিশোধিত বিক্রেতার নিম্নলিখিত অধিকার থাকিবে:—

(১) পণ্য দখলে থাকিলে তাহা আটক করিবার অধিকার,

(২) ক্রেতা শোধাক্ষম হইলে, চলাচল পথে (in transit) পণ্য আটক করিবার অধিকার ; এবং

(৩) পণ্য পুনরায় বিক্রয় করিবার অধিকার।

পণ্যের উপর পূর্বস্বত্ব (lien), চলাচল পথে আটক (stoppage in transit) এবং পুনর্বিক্রয়,—এই তিনটি অধিকার অপরিশোধিত বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার জন্য ৪৬ সংখ্যক ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অধিকারগুলি পণ্য সম্পর্কীয়। ইহা ছাড়াও ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক ধারায় বিক্রেতাকে দুইটি অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার উপর (against the buyer personally)।

৪৬ সংখ্যক ধারা ৫১ সংখ্যক ধারার সহিত একত্রে পাঠ করিতে হইবে, এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, চলাচল পথ (transit) শেষ হইয়াছে এবং পণ্য শোধাক্ষম ক্রেতার গৃহে পৌঁছিয়াছে, তাহা হইলে বিক্রেতার চলাচল পথে পণ্য আটক করিবার অধিকার লোপ পাইবে (Naraindas v. Official Assignee, A. I. R , 1936, Sind 200)।

(১) বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব (Seller's Lien)—অধিনিয়মের ৪৭—৪৯ সংখ্যক ধারাসমূহে বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। নিচে তাহা আলোচনা করা হইল :—

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, মূল্য পরিশোধ বা দাখিল (tender) না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত বিক্রেতা তাহার দখলে বিক্রীত পণ্য থাকিলে তাহা আটক করিবার অধিকারী :—

(ক) যেক্ষেত্রে ধারে বিক্রয়ের কোন পবিভাষণ (stipulation) ব্যতিরেকে পণ্য বিক্রয় করা হইয়াছে ,

(খ) যেক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু ধারের মেয়াদ (term of credit) অতিক্রান্ত হইয়াছে ,

(গ) যেক্ষেত্রে ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন (ধা. ৪৭)।

পণ্য দখলে থাকিলে তবেই বিক্রেতা পূর্বস্বত্বের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। ঐ দখলের স্বরূপ যে কোন প্রকার হইতে পাবে , ক্রেতাব প্রতিনিধি বা গচ্ছিতগ্রহীতারূপেও বিক্রেতা এই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তবে, শুধু পণ্যের মূল্যের জন্যই এই অধিকার প্রয়োগ করা যাইবে, গুদামভাড়া বা ঐরূপ অন্য কোন ব্যয়ের জন্য এই অধিকার প্রয়োগ করা চলিবে না। পণ্যের মূল্য প্রদান বা দাখিল করা হইলেই এই অধিকাব লোপ পাইবে।

যেক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা আংশিক পণ্য অর্পণ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে পারিপার্শিক ঘটনাদ্বারা যদি প্রমাণিত না হয় যে বিক্রেতা তাহাব পূর্বস্বত্বের অধিকার পরিহার (waive) করিয়াছেন, তবেই তিনি বাকী পণ্যের উপর পূর্বস্বত্বের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন (ধা. ৪৮)।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে :—

(ক) যেক্ষেত্রে পণ্যের বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ না করিয়া

ক্রেতার নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাহক বা গচ্ছিত-গ্রহীতার নিকট বিক্রেতা পণ্য অর্পণ করেন,

(খ) যখন ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি পণ্যের আইনতঃ দখল প্রাপ্ত হন, এবং

(গ) যখন বিক্রেতা তাহার পূর্বস্বত্বের অধিকার পরিহার (waive) করেন।

পণ্যের মূল্যের জন্য ডিক্রীপ্রাপ্ত হইলেই অপরিশোধিত বিক্রেতা পূর্বস্বত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

(২) চলাচল পথে আটক (Stoppage in transit)—ক্রেতা শোধাক্ষম হইলে এবং পণ্য ক্রেতার অভিমুখে চলাচল পথে থাকিলে, অপরিশোধিত বিক্রেতা চলাচল পথে ঐ পণ্য আটক করিতে পারিবেন অর্থাৎ নিজ দখলে লইতে পারিবেন এবং উহার মূল্য প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখিতে পারিবেন (ধা ৫০)।

এই ধারা হইতে দেখা যায়, চারিটি শর্ত পূরণ হইলে তবেই চলাচল পথে পণ্য আটক বৈধ হইবে। এই শর্তগুলি হইল,—পণ্যের মূল্য পরিশোধ হয় নাই, ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন, পণ্য চলাচল পথে রহিয়াছে এবং পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মের অপর কোন ধারা বিক্রেতা কর্তৃক এই অধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে না।

ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন—যে ব্যক্তি সাধারণ ব্যবসায় কালে (in course of ordinary business) ঋণ পরিশোধ করা বন্ধ করিয়াছেন অথবা ঋণ পরিশোধের তারিখে পরিশোধ করিতে অক্ষম হন, তাহাকে শোধাক্ষম বলা হইবে; তিনি শোধাক্ষমযোগ্য কোন কার্য (act of insolvency) করিয়াছেন কি করেন নাই তাহা এক্ষেত্রে অবান্তর [ধা. ২(৮)]। ইহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে শোধাক্ষম অধিনিয়মে শোধাক্ষমযোগ্য কার্যের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

পণ্য চলাচল পথে রহিয়াছে—কোন্ কোন্ অবস্থায় পণ্য চলাচল পথে থাকে গণ্য হইবে তাহা ৫১ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে।

(ক) ক্রেতার নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে পণ্য যে সময় কোন বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট অর্পণ করা হয় সেই সময় হইতে

যে পর্যন্ত ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি ঐ বাহক বা গচ্ছিত-গ্রহীতার নিকট হইতে পণ্য গ্রহণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্য চলাচল পথে থাকে গণ্য হয়।

(খ) পণ্য গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পূর্বেই ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি ঐ পণ্যের দখল প্রাপ্ত হইলে, চলাচলের সমাপ্তি ঘটিবে।

(গ) পণ্য গন্তব্যস্থানে পৌছিলে, বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতা যদি ক্রেতার নিকট স্বীকার করেন যে তিনি ক্রেতার পক্ষে পণ্য ধারণ করিতেছেন (holds), তাহা হইলে চলাচলের সমাপ্তি ঘটিবে।

(ঘ) বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতা যদি ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধির নিকট পণ্য অর্পণ করিতে অন্যায়ভাবে (wrongfully) অস্বীকার করেন, তাহা হইলে চলাচলের সমাপ্তি হইবে।

(ঙ) ক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করিলে এবং ঐ পণ্য বাহক বা গচ্ছিত-গ্রহীতার নিকট থাকিলে চলাচলের অবসান হইবে না।

(চ) যে ক্ষেত্রে ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধির নিকট পণ্যের আংশিক অর্পণ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে পণ্যের বাকী অংশ আটক করা যাইতে পারে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত না হয় যে সমগ্র পণ্যের দখল প্রদানের উদ্দেশ্যে আংশিক অর্পণ করা হইয়াছে।

চলাচল পথে পণ্য আটক করিবার অধিকার কি উপায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে সে সম্পর্কে ৫২ সংখ্যক ধারায় নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। বিক্রেতা পণ্যের প্রকৃত দখল (actual possession) লইবেন অথবা যে বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতার দখলে পণ্য রহিয়াছে তাহার নিকট নিজ দাবির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। পণ্য যাহার দখলে আছে তাহাকে বা তাহার প্রধানকে (principal) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতে পারে ; তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এরূপ সময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা আবশ্যক যাহাতে যুক্তিসংগত তৎপরতার সহিত কার্য করিয়া, পণ্য অর্পণের পূর্বেই, প্রধান তাহার প্রতিনিধির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। বিক্রেতা কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইলে, বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতা বিক্রেতার নিকট বা তাহার নির্দেশমত

পণ্য প্রত্যর্পণ (redeliver) করিতে বাধ্য হইবেন। প্রত্যার্পণের ব্যয় বিক্রেতা বহন করিবেন।

(৩) **পুনর্বিক্রয়** (Resale)—নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা তাহার দখলাধীন বিক্রীত পণ্য পুনরায় বিক্রয় করিতে পারিবেন :—

(ক) পণ্য পচনশীল (perishable) হইলে, ক্রেতাকে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিয়াই উহা পুনরায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। পুনর্বিক্রয়ে কোন লাভ হইলে তাহা বিক্রেতাই ভোগ করিবেন, কিন্তু কোন লোকসান হইলে তাহা বিক্রেতা আদি ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(খ) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহার পূর্বস্বত্ব বা চলাচল পথে আটক করিবার অধিকার প্রয়োগ পূর্বক ক্রেতাকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া ঐ পণ্য পুনরায় বিক্রয়ের অভিপ্রায় জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য প্রদান বা দাখিল করেন নাই। এক্ষেত্রে পুনর্বিক্রয়ে কোন লাভ হইলে বিক্রেতা তাহা ভোগ করিবেন, লোকসান হইলে আদি ক্রেতা তাহা পূরণ করিবেন। কিন্তু যদি বিক্রেতা বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিয়াই পুনরায় বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহা আদি ক্রেতা পাইবেন, লোকসান হইলে বিক্রেতা তাহা বহন করিবেন।

(গ) যেক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদানে অক্ষম হইলে বিক্রেতার পুনর্বিক্রয়ের অধিকার চুক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে।

পুনর্বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা বিক্রেতার ইচ্ছাধীন, ক্রেতা পুনর্বিক্রয় দাবি করিতে পারেন না।

পুনর্বিক্রয়ে ক্রেতা পণ্যের নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৪) **মূল্য আদায়ের জন্য মামলা** (Suit for price)—যেক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিদ্বারা পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্যপ্রদানে ক্রেতা অন্যায়ভাবে (wrongfully) অবহেলা বা অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যআদায়ের জন্য বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতে পারিবেন।—ধা. ৫৫(১)।

যেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে পণ্যের মূল্য প্রদেয় (payable) কিন্তু ইহার সহিত পণ্য অর্পণের কোন সংস্রব নাই, এবং ক্রেতা উহা প্রদান করিতে অন্যায়ভাবে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে

বিক্রেতা মূল্য আদায়ের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন, যদিও পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই।—ধা. ৫৫(২)।

(৫) গ্রহণ না করায় ক্ষতিপূরণের মামলা (Suit for damages for non-acceptance)—ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করিতে এবং মূল্য প্রদান করিতে অন্যায়ভাবে অবহেলা অথবা অস্বীকার করিলে, বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন।—ধা. ৫৬।

ক্রেতার প্রতিকার (Buyer's Remedies)

(১) অর্পণ না করায় ক্ষতিপূরণের মামলা (Suit for damages for non-delivery)—বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে অনর্পণ হেতু ক্রেতা বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন।—ধা. ৫৭।

(২) বিনির্দিষ্ট কার্যপালনের মামলা (Suit for specific performance)—বিনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত পণ্য অর্পণের চুক্তিভঙ্গ হেতু মামলায়, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, ক্রেতার আবেদনক্রমে, বিক্রেতাকে পণ্য অর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন। যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানে পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না, একমাত্র সেইরূপ ক্ষেত্রেই বিনির্দিষ্ট কার্য পালনের আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্য দুষ্প্রাপ্য, অসাধারণ বা বিশেষ মূল্যবান হইলে ক্রেতা বিনির্দিষ্ট কার্যপালনের মামলা করিতে পারিবেন।—ধা. ৫৮।

(৩) প্রত্যাভূতি ভঙ্গের প্রতিকার (Remedy for breach of warranty) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক প্রত্যাভূতি লঙ্ঘন হইয়াছে অথবা ক্রেতা শর্তভঙ্গকে প্রত্যাভূতিভঙ্গরূপে গণ্য করিতে স্বীকৃতি বা বাধ্য হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে প্রত্যাভূতিভঙ্গের জন্য ক্রেতা পণ্য বর্জন করিতে পারিবেন না; তিনি নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপায়ে প্রতিকার লাভ করিতে পারিবেন :—

(ক) প্রত্যাভূতিভঙ্গের জন্য বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন, অথবা,

(খ) প্রত্যাভূতিভঙ্গের জন্য মূল্যহ্রাসের বা সম্পূর্ণ বিলোপের (diminution or extinction) দাবি উপস্থিত করিতে পারেন।

(৪) মূল্য ফেরত পাইবার মামলা (Suit for recovery of price)—পণ্য অর্পণ করা না হইলে, ক্রেতা প্রদত্ত মূল্য ফেরত পাইবার জন্য বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন। (ধা. ৬১)।

উভয়ের অধিকার (Rights of Both)

(১) চুক্তি প্রত্যাখ্যান (Repudiation of contract)—পণ্য অর্পণের নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই চুক্তির যে কোন এক পক্ষ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলে, অপর পক্ষ চুক্তি বজায় আছে (subsisting) গণ্য করিয়া অর্পণের তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিবেন অথবা চুক্তি রদ হইয়াছে (rescinded) গণ্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবেন।—ধা. ৬০।

এই সম্পর্কে চুক্তি অধিনিয়মের ৩৯ সংখ্যক ধারা দ্রষ্টব্য।

(২) সুদ এবং বিশেষ ক্ষতিপূরণ (Interest and Special Damages)—যেক্ষেত্রে আইনতঃ সুদ বা বিশেষ ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য (recoverable), সেক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা তাহা আদায় করিতে পারিবেন। বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, মূল্যের উপর, আদালত যাহা উপযুক্ত মনে করেন এরূপ হারে সুদ প্রদানের আদেশ দিতে পারেন,—

(ক) বিক্রেতার অনুকূলে, যেক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য আদায়ের মামলা করিয়াছেন।

(খ) ক্রেতার অনুকূলে, যেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ হওয়ায়, ক্রেতা মূল্য ফেরত পাইবার জন্য বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিলাম-বিক্রয়

(Auction Sale)

পণ্য বিক্রয় অধিনিয়মের ৬৪ সংখ্যক ধারায় নিলামদ্বারা পণ্যবিক্রয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে :—

(১) যেক্ষেত্রে পণ্য বিভিন্ন ভাগে বা দফায় (in lots) বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক বিচারে (prima facie) প্রতিটি ভাগ বা দফা একটি পৃথক চুক্তির বিষয় গণ্য হয়।

(২) নিলামকারী হাতুড়িব আঘাত দ্বারা বা অন্য কোন প্রচলিত উপায়ে বিক্রয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করিলে, তবেই বিক্রয় সমাপ্ত হয়। যে পর্যন্ত এইরূপ ঘোষণা করা হয় না, সে পর্যন্ত যে কোন নিলাম-ক্রেতা (bidder) তাহার ঘোষিত মূল্য বা ডাক (bid) প্রত্যাহার কবিতে পারিবেন।

ইহার হেতু এই যে, ক্রেতার ডাকের অর্থই হইল তিনি ঐ মূল্যে ক্রয় করিতে প্রস্তুত , সুতরাং ইহা একটি প্রস্তাব (offer)। স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে বিক্রয়েব সমাপ্তি ঘোষণাই স্বীকৃতি। হাতুড়িব আঘাতদ্বাবা অথবা কোন ডাক তিনবার ঘোষণা করিলেই বিক্রয়েব সমাপ্তি ঘোষণা হইবে।

এক পক্ষ প্রস্তাব (offer) করিলে, অপব পক্ষ তাহাতে স্বীকৃতি (acceptance) প্রদান নাও করিতে পারেন। সুতরাং সর্বোচ্চ ডাক গ্রহণ করিতে নিলামকারী বাধ্য হইবেন না। কিছু সময় ডাক হইবাব পর তিনি পণ্য প্রত্যাহার (withdraw) করিতে পারেন।

অনেক সময় ক্রেতাগণ একে অপরের বিরুদ্ধে ডাকিবেন না এইরূপ জোটবদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহাকে Knock out বা ভিত্তিলোপ চুক্তি বলা হয়। এইরূপ চুক্তি অবৈধ নহে।

(৩) বিক্রেতাদ্বারা বা তাহার পক্ষে নিলাম ডাকিবার অধিকার ব্যক্তভাবে (expressly) সংরক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা বা তাহার পক্ষে অপর কেহ নিলাম ডাকিতে পারিবেন।

(৪) এইরূপ ব্যক্ত সংরক্ষণ না থাকিলে বিক্রেতা নিলাম ডাকিতে পারিবেন না বা তাহার পক্ষে ডাকিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এবং নিলামকারী জ্ঞাতসারে ঐরূপ ডাক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই নিয়মের লঙ্ঘন হইলে, ক্রেতা এই নিলাম বিক্রয়কে প্রতারণাপূর্ণ গণ্য করিতে পারিবেন।

(৫) নিলাম-বিক্রয় কোন সংরক্ষিত মূল্য বা ন্যূনতম মূল্য (reserved or upset price) সাপেক্ষ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতে পাবে।

(৬) মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বিক্রেতা ছলপূর্ণ ডাকের (pretended bid) আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ঐ বিক্রয় ক্রেতার ইচ্ছাধীন নিষ্ফলযোগ্য হইবে।